Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

२ज
१८

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

९९/१४ ब

३३-८०२

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

कृपया पुस्तक के ऊपर कोई निशान आदि
न लगायें।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुस्तकालय

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

वर्ग संख्या ११व / ९४ .... आगत संख्या ३२,८०२

पुस्तक – वितरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित २०वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी चाहिए। अन्यथा १० पैसे के हिसाब से विलम्ब - दण्ड लगेगा।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সত্য বাণী

সত্যর্ষি শ্রীশ্রীমৎ যোগজীবনানন্দ স্বামী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुस्तकालय, गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय

पुस्तक संख्या २९८ / ७४

पंजिका संख्या 32,802

पुस्तक पर सर्व प्रकार की निशानियां लगाना वर्जित है। कोई सज्जन पन्द्रह दिन से अधिक समय तक पुस्तक अपने पास नहीं रख सकते।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

32, V02
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

MAHILA KUTIRSILPA SIKSHASHRAM • PURI •

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সত্যর্ষি শ্রীশ্রীমৎ যোগজীবনানন্দ স্বামী

সত্য বাণী

সত্যায়তন প্রচারক সংঘ

কলিকাতা-৪০

সন ১৩৬৩ সাল

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

প্রকাশক
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
শ্রীপতিতপাবন

শ্রীগুরু গেহ

১১, এন, এন, ঘোষ লেন, কলিকাতা-৪০

(সত্যায়তন-প্রচারক সংঘের পক্ষে)

সত্যায়তন মহামন্দির

পোঃ সত্যায়তন, জেলা বাঁকুড়া।

মুল্য—১৷০ পাঁচসিকা মাত্র।

মুদ্রক :

শ্রীকৃষ্ণধন সিংহ

দি মডেল প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রকাশকের নিবেদন

বহু আকাংখিত "সত্যবাণী" প্রকাশিত হইল। যাঁহার কথিত এই মহাসম্পদ তিনি আজ নশ্বরদেহে আমাদের মধ্যে বিরাজমান নহেন,—তাঁহার প্রভাব অনুক্ষণ আমাদের অন্তরে ক্রিয়াশীল, এই দুরূহ কর্ত্তব্য একমাত্র তাঁহার কৃপাতেই সম্পন্ন।

কয়েকবর্ষ ব্যতীত প্রতি বর্ষের উৎসবাঞ্জলীতে তাঁহার যে বাণী "সত্যবাণী"রূপে প্রকাশিত হয়, তাহাই এই গ্রন্থে একত্রে গ্রথিত ও মুদ্রিত। আবশ্যকবোধে শেষাংশে বর্ষপরিচয় পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ দ্বিতীয়বল্লী সাধন-পন্থা ও তত্ত্বপ্রকাশ গ্রন্থের ন্যায়, বহু উচ্চস্তরের সাধন ইংগিত ও গভীর গুঢ় তত্ত্ব, ব্যবহারিক জীবন-নীতি, শিক্ষা, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের বহু তথ্য সম্বলিত মহামূল্য উপদেশ সমৃদ্ধ। সত্যাশ্রয়ীবৃন্দ ও সাধারণ ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ এই মহাবাণী পাঠে প্রভূত উপকৃত হইবেন। সত্যর্ষির নানা বিষয়ক অমূল্য প্রবন্ধ ও গ্রন্থরাজি আমাদের জ্ঞানরাজ্যে নিত্যনুতন আলোক সম্পাত করিয়া অন্তরে এক গভীর রেখাপাত করিয়াছে ও করিবে, অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি সত্বর প্রকাশিত হইলে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শ্রীপ্রেমানন্দ (শশীকান্ত রাণা) প্রেসকপি প্রস্তুত করিয়া দিয়া এই গ্রন্থ দ্রুত মুদ্রণে সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীপ্রেমানন্দর প্রস্তুত প্রেসকপি হইতে এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্য সম্পন্ন হইল। মুলতঃ সমগ্র রচনাই ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতঃপর কতিপয় সত্যাশ্রয়ীবৃন্দের ঐকান্তিক আগ্রহ ও সহায়তা এই পুস্তক প্রকাশে উৎসাহিত করিয়াছে; তন্মধ্যে, শ্রীপূর্ণাদেবী, শ্রীকুসুম কুমারী ঘোষ ও শ্রীনির্ম্মলা নিয়োগীর স্বল্পাধিক অর্থ-সাহায্য বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই শুভ উদ্দমে সহায়তা ও সহানুভূতির জন্য ইঁহাদিগকে ঐকান্তিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই। সত্যাশ্রয়ী ভ্রাতাভগ্নীদের এবম্বিধ আন্তরিক সহায়তায় আশাকরি শ্রীশ্রীগুরুদেবের অপ্রকাশিত মহামূল্য রচনাশৈলী সমূহ শীঘ্রই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, আরও কয়েকখানি সাধন-তত্ত্ব বিষয়ক পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রেস-কপির জন্য প্রস্তুত হইতেছে, সত্যা-শ্রয়ীবৃন্দের সক্রিয় সহায়তায় আশাকরি শীঘ্রই ঐগুলি পুস্তকা-কারে প্রকাশিত হইয়া ধর্ম্মপিপাসু সুধীমণ্ডলীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে ওঁমিতি—

বিনত

পতিতপাবন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

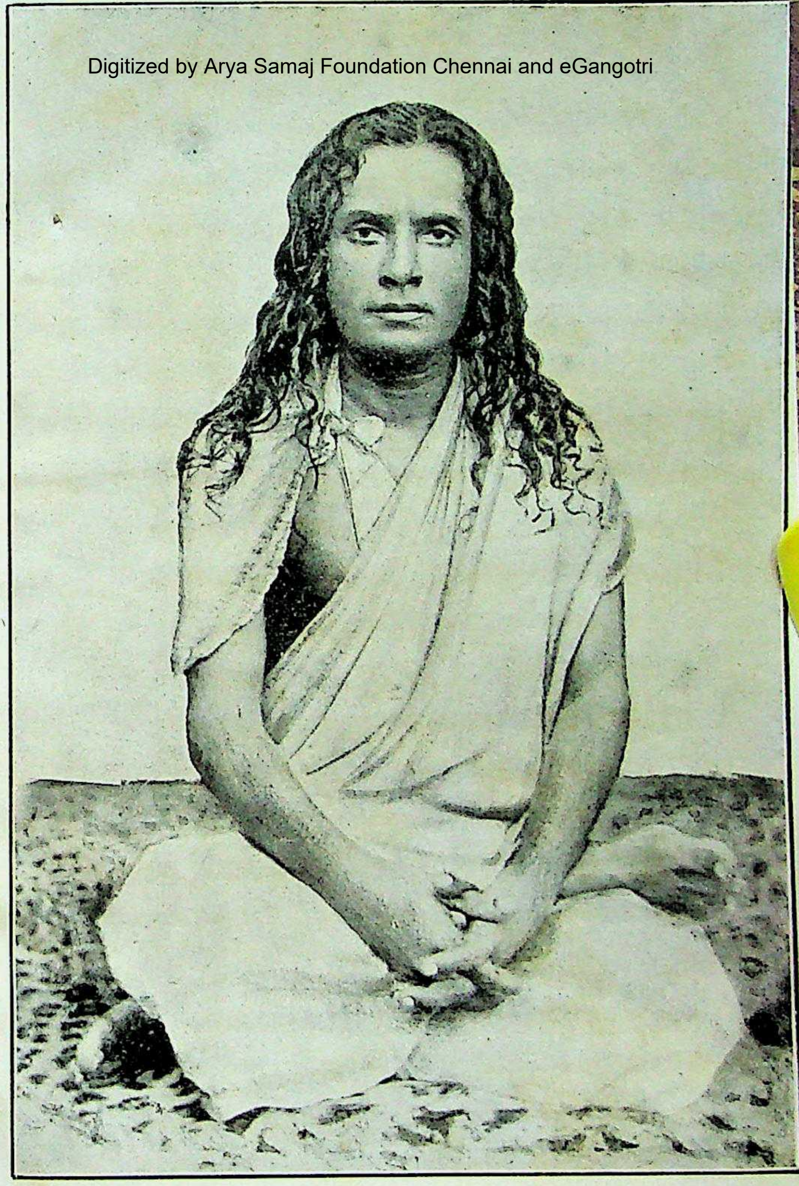

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

সত্যর্ষি শ্রীশ্রীমৎ যোগজীবনানন্দ স্বামী

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্তি ঋষয় হি আপ্তকামা" ॥

সত্যই জয়লাভ করে—মিথ্যা জয়লাভে অসমর্থ। যে ঋষিগণ এই সত্যকে আশ্রয় করেছেন, তারাই কর্ম্মজীবনে কৃতকার্য্য হ'য়ে পরিণামে আনন্দনিলয় সদায়তন প্রাপ্ত হয়েছেন।

"সমস্ত জাত বস্তুর সত্যই মূল—সত্যই আশ্রয়—সত্যই প্রতিষ্ঠা"। অতএব জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক নরনারীর কর্ত্তব্য, সর্ব্বপ্রকারে সত্যরূপ মূলের অনুসন্ধান করা।

আরম্ভ ও সমাপ্তহীন সদসতের অতীত দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিত গুণাতীত পরমেশ্বর বর্ণনার বস্তু নহেন; তথাপি ইহাই সমগ্র শক্তির সমাহার—যাবতীয় প্রয়োজনের পরিসমাপ্তি-পরমসত্য। সেই সত্যই আত্মা এবং তাহাই তুমি। "তস্য বা এতস্য ব্রহ্মণোনাম সত্যম্। তৎ সত্যম স আত্মা তৎত্বমসি।" এই অনাদি পরম শক্তির নামই হচ্ছে "সত্যম"। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বজাতি লিঙ্গের নিকট ইহা একরূপেই বিদ্যমান্ আছে। ইহাতে স্বজাতীয়, বিজাতীয় বা স্বগত কোনো প্রকারের ভেদ নাই। কোন ক্ষেত্রেই ইহার রূপান্তর নাই—ইহা সনাতন এবং নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যমান—"তৎসৎ"।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ইহার বাচক অর্থাৎ নির্দ্দেশক প্রকাশস্বরূপ ভর্গঃই প্রণব ওঁম্। এই প্রকাশই বিশ্বরূপে বিবর্ত্তিত। ইহার অতিরিক্ত বা পৃথক কিছুই নাই। অতএব ওঁম্কার বিশ্বময় সর্ব্বগ ও সর্ব্ব-জনীন। এই প্রণবরূপ ওঁম্কারের জপ ও অর্থভাবন দ্বারা শাশ্বত শান্তি লাভ হয়। ইহাতে বিশ্ব-মানবের অধিকার আছে এবং প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

ব্রহ্ম সর্ব্বউপাধি-বিবর্জ্জিত-অনন্ত। তথাপি অনাদিশাসক-অনাদি প্রবর্ত্তক-অনাদি শব্দকারী। তজ্জন্যই তিনি সর্ব্বব্যাপক, দেশকালে নিরবচ্ছিন্ন অনাদি "গুরু"। অতএব মনুষ্যমাত্রের জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে স্মরণীয় সৎনাম—"ওঁম্ তৎসৎ গুরু"।

"এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরং।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥" [শ্রুতি]

আর্ত্ত, ভীত, মর্ত্ত্য, অজ্ঞান, অভাবী, দুষ্কৃত, অন্ত্যজ, সাধু, অসাধু সর্ব্বশ্রেণীর নরনারীর বিপদ ও দুঃখ দূরীকরণের একমাত্র উপায়—পবিত্রতা লাভের একমাত্র সোপান—অভয়প্রাপ্তির একমাত্র পন্থা—সদা-শরণাগতির একমাত্র প্রণালী সর্ব্বদা চিত্তকে প্রণবে নিযুক্ত রাখা অর্থাৎ প্রতি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে সৎনাম মনন করা।

যুঞ্জীত প্রণবে চেতঃ প্রণবো ব্রহ্ম নির্ভয়ং।
প্রণবে নিত্যযুক্তস্য ন ভয়ং বিদ্যতে কচিৎ॥ [গোরক্ষসংহিতা]

যাঁহারা আত্মকল্যাণ ও বিশ্বকল্যাণ চান, তাঁহাদের কোন কারণেই এই মহাসত্য হ'তে বিচলিত হওয়া উচিৎ নয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(১৯২৭)

স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো যস্মাৎ প্রপঞ্চ
পরিবর্ত্ততেঽয়ম্।
ধর্ম্মাবহং পাপানুদং ভগেশং জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম ॥
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমং চ
দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্‌বিদাম্ দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥
নতস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে নতৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ
দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ ॥

যিনি সদাপরিবর্ত্তনশীল বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রবর্ত্তক—কালপুরুষ ও মায়ারূপ বৃক্ষের উর্দ্ধে, যিনি পাপ পরিহারক এবং ধর্ম্মের সঞ্চারক, সেই বিশ্বাধার ঐশ্বর্য্যময় পরমপুরুষকে আত্মায় অধিষ্ঠিত জানিবে। তিনি ঈশ্বরগণের, দেবতাগণের পরম-মহেশ্বর, প্রজাপতিগণের পরমপতি, সেই পরাৎপর ভুবনেশ্বর আরাধ্যদেবকে আমরা জানিয়াছি। তাঁহার কার্য্য এবং কারণ নাই অর্থাৎ তিনি শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিবর্জিত, তাঁহার সমান কি তাঁহার অধিক কেহই নাই, যে বিবিধ পরাশক্তি, জ্ঞান-বল-ক্রিয়াশক্তি বলিয়া কথিত হয়, তাহা তাঁহার স্বাভাবিক বিকাশ-উদ্যমকৃত নহে।

অতএব হে সত্যজিজ্ঞাসু ধর্ম্মোন্মাদ বিশ্বমানব! তোমরা তত্ত্বদর্শী আর্য্যঋষিগণের উপদিষ্ট সত্য-সাধনামার্গ পরিত্যাগ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করে, কল্পিত-অনুষ্ঠানবহুল লৌকিক অর্চ্চনাদিতে আসক্ত হইও না। কল্পিত পদার্থের সন্ধানে, জন্মজন্মান্তর শ্রম করিলেও তাহার প্রাপ্তি অসম্ভব। দীন, আর্ত্ত, রুগ্ন, অভ্যাগত, বিদ্বান্, আচার্য্য ও পিতামাতাদি গুরুজনের সেবাই পূজা ; লোকহিতকর অনুষ্ঠান সমূহই ব্রত ; চিত্তশুদ্ধিকর এবং স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল আচরণই আচার বলিয়া গ্রহণ করবে ; তত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মবিদ্ গুরুর উপদিষ্ট উপাসনাপ্রণালী অনুসারে, সত্যস্ত সত্যম্ ঋতম্বৃহৎ পরম-পুরুষ আদিগুরু সদ্রূপের উপাসনা করবে। লৌকিক আচারকে উপাসনার আসনে, হিংসাকে যজ্ঞের আসনে, ভেদ-বিদ্বেষকে সামাজিকতার আসনে বসাইয়া, সত্যের নামে মিথ্যার অর্চ্চনা করিও না। সর্ব্বত্র সর্ব্ববিষয়ে সত্য চাহিও—সত্যকে ভালবাসিও—সত্যের গৌরবরক্ষা করিও, অবশ্য **সত্যের সন্ধান পাইবে**।

(১৯২৮)

বর্ত্তমান দেশকাল পাত্রানুসারে রাষ্ট্র, সমাজ এবং ধর্ম্মনীতি প্রবর্ত্তিত না হইলে মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করা ভারতবাসীর পক্ষে অসম্ভব হইবে। শত শত বৎসর পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত বিধানশাস্ত্রের অনুশাসন সমুহের সারমর্ম্ম এবং তাহার উদ্দেশ্য অবগত হইয়া বর্ত্তমান পণ্ডিতমণ্ডলী যদি কালপ্রবাহের অনুকূল বিধান প্রবর্ত্তিত না করেন এবং সনাতন ধর্ম্মের সার রহস্য রূপকবর্জ্জিত সরলভাবে ব্যক্ত না করেন—জনসাধারণকে সনাতন ধর্ম্মের বিজ্ঞানসম্মত ও বিবেকবিহিত যুক্তি, প্রমাণসম্বলিত ব্যাখ্যা না বিদিত করান,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তবে অনতিবিলম্বে সনাতন ধর্ম্মাচার বৈদেশিক বিলাসপ্রবাহে ভাসিয়া যাইবে। আমাদের বিশ্বাস ধর্ম্মমতের অনৈক্যই ভারতীয় জনগণের মধ্যে বিরোধের প্রধান হেতু এবং একতার প্রতিবন্ধক; সুতরাং প্রচলিত ধর্ম্মমতসমুহের সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য, যাহা পরিত্যক্ত হইলেও সত্যের অপলাপ বা সংকোচন হয় না, তাহা পরিত্যাগ করা সঙ্গত। এবং বিশেষভাবে বিবেচনা করা উচিত যে ঈশ্বরের বেদকথিত নাম যখন "সত্যম্" এবং এই নাম এবং সাম্প্রদায়িক ভাববর্জিত বৈদান্তিক উপাসনা-প্রণালী যদি আর্য্যসন্তান মাত্রেরই অবলম্বনীয় হয়, তাহাতে সাম্প্রদায়িক বিরোধ বিদূরিত হয় কি না? এবং সনাতন ধর্ম্ম বলিতে এই ঔপনিষদিক ধর্ম্মমতকেই বুঝায় কি না? যদি ইহাই সত্য হয় তবে প্রত্যেক নরনারী সমভাবে ইহার অধিকারী থাকা উচিত কি না? শারীরিক বৈক্লব্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা, নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন হেতু যাহার যোগ্যতার অভাব আছে, সে ইচ্ছা করিলেও ইহাতে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে হয়ত পারিবে না। কিন্তু যিনি যোগ্যতা থাকা সত্বেও শাস্ত্রীয় অনধিকার-আদর্শে সত্যসাধন গ্রহণের অধিকার পাইতেছেন না, তাহার অবশ্যই অধিকার পাওয়া সঙ্গত। পরমার্থতঃ বেদান্তের ধর্ম্মই যখন সর্ব্বজনীন সর্ব্বভৌমিক তখন শুধু বর্ণবিশেষের মর্য্যাদা বা বৈশিষ্ট্য রাখার খাতিরে সত্যজিজ্ঞাসু মনুষ্যের উন্নতির পথ, মুক্তির পথ রোধ করিয়া রাখা সমীচীন নহে। সুতরাং প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রচারকের, গুরুগণের এবং আচার্য্যবৃন্দের কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসু-গণকে সনাতন ধর্ম্মের সার সত্যবিধান অনুসারে দীক্ষিত ও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শিক্ষিত করা। প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, স্বাস্থ্য ও শক্তিবিধায়ক, চিত্ত-শুদ্ধিকর, হিংসাবর্জিত যজ্ঞ বা হোমানুষ্ঠান, সদনুষ্ঠানে যোগদান, দরিদ্র, রুগ্ন, বিপন্নের সাহায্য ও সেবাদি সম্বলিত ব্রতনিয়ম, লোকশিক্ষাপ্রদ উৎসব ও সৎসঙ্গের অধিবেশন দ্বারা সাধারণের মধ্যে ধর্ম্মাচার প্রবর্ত্তিত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে জাতীয় ভাবোদ্দীপক ধর্ম্মমূলক শিক্ষায়তন সমূহ প্রতিষ্ঠিত থাকা প্রয়োজন।

বর্ণগত অভিমান বা বিদ্বেষ লইয়া নিজেদের শক্তির অপ-ব্যবহার করা আর শোভা পায় না। অতএব জয়পরাজয়ের অভিমান, ব্যক্তিগত স্বার্থ, বা সম্প্রদায়গত স্বার্থ পরিত্যাগী হইয়া সকলের উন্নতির জন্য সকলের সচেষ্ট হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

সত্যায়তন এই সত্য মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছে—উপলব্ধি করেছে। সুতরাং সত্যাশ্রয়ীবৃন্দ সর্ব্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন এবং লাঞ্ছনা সহ্য করেও এই উদ্যমকে সাফল্যমণ্ডিত করতে চেষ্টা করবে। জনসাধারণের প্রতি সত্যায়তনের নিবেদন যে—যদি এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্য করিবার শুভেচ্ছা আপনাদের হয়, সত্যায়তন কৃতজ্ঞহৃদয়ে সে সাহায্য গ্রহণ করবে, অন্যথায় নিরপেক্ষ থাকিয়া এই উদ্যমের পরিণাম প্রত্যক্ষ্য করার প্রতীক্ষা করাই বাঞ্ছনীয়। ভারতবর্ষ স্বাধীন ধর্ম্মক্ষেত্র, এ পবিত্রক্ষেত্রে ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রত্যেকের স্বাধীন মত প্রচারের অধিকার অনিবার্য্য। সত্যায়তন ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে একমাত্র সত্যকেই লক্ষ্য ক'রে ধর্ম্ম-প্রচার সম্বন্ধে এই প্রকার বেদবিহিত স্বাধীন মতই পোষণ করে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(১৯৩০)

সত্য স্বপ্রকাশ, উপমাদ্বারা সত্যশিক্ষা হয় না, প্রমান দ্বারা সত্যের পরিমাপ হয় না, কল্পিতবস্তু সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। সত্যজিজ্ঞাসু সাধকই ধন্য, যেহেতু সত্য স্বয়ংই তাহার আশ্রয় ও শিক্ষক।

ব্যক্তিগত মত নিজেকেই প্রবঞ্চিত করে, সত্যজ্ঞান-মার্জিত আচার্য্যগণই উপদেষ্টা—সত্যসাধন পন্থা চিরদিনই একপ্রকার। দেশ-কাল-পাত্রভেদে লৌকিক ধর্ম্মই ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হয়। সত্যই সনাতন—তাহার পরিবর্ত্তন নাই।

যিনি সকল বস্তুতে এককে এবং একের মধ্যে সমস্ত বস্তুকে অনুভব করেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশান্ত—তিনিই আত্মদর্শী সিদ্ধপুরুষ, সত্যজ্ঞানই সাধুতা; যাদুবিদ্যা, পার্থিববিদ্যা, মুক্তপুরুষের লক্ষণ নহে।

মানব যত গভীরভাবে স্বীয় অন্তরে প্রবিষ্ট হয়, স্বীয় অন্তরাত্মার সহিত অভিন্ন ও অকপট হয়, ততই সে উচ্চ তত্ত্বসমূহ শীঘ্র বুঝিতে পারে। শাস্ত্র পড়িবার প্রয়োজন থাকে না। তাঁহার কাছে পণ্ডিতগণ নীরব হন, কেবলমাত্র অন্তর্য্যামীই থাকেন তাঁহার উপদেষ্টা।

মুক্তির জন্য পার্থিববিদ্যা অপেক্ষা আত্মজ্ঞানই সমধিক প্রয়োজন। সামাজিক আত্মীয়তা অপেক্ষা গুরুর আনুগত্যই অধিক সহায়। বৃথাতর্কে, বৃথাসংবাদসংগ্রহে, বৃথাকার্য্যে পণ্ড-শ্রম করা অপেক্ষা স্বীয় দোষ সংশোধন ও গুণ সংস্থাপনের জন্য পরিশ্রম করাই সঙ্গত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সেই ব্যক্তিই বীরাগ্রগণ্য—যিনি আত্ম সংযমের জন্য সংগ্রাম করেন। সেই ব্যক্তিই মুক্তির অধিকারী—যিনি সত্যের সন্ধানে একাগ্র, সত্যাচারে যত্নশীল। সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মবিদ্যাধিকারী—যিনি দেহমনের পবিত্রতা রক্ষায় সচেষ্ট। জাতি, কুল, বর্ণ, লিঙ্গ এ সাধনার প্রতিবন্ধক নহে। যিনি প্রেমে মহান্, তিনিই যথার্থ মহাত্মা। শ্রেষ্ঠপুরুষ বহুকর্ম্মে লিপ্ত হন্, তথাপি তিনি নির্লিপ্ত, যেহেতু তাঁহার কর্ম্ম স্বার্থগন্ধশূন্য। বহুজনের সেবা করিয়াও তিনি স্বাধীন, সংসারে থাকিয়াও তিনি চিরমুক্ত। কামনাবহুল আড়ম্বরযুক্ত উপাসনাপ্রণালী বা তাহার ফলশ্রুতি তোমাকে সহজেই আকর্ষণ করবে, কিন্তু ফলপ্রাপ্তি হইবে বিপরীত। প্রলুব্ধ হইও না। শুদ্ধ সত্যাচার ও আন্তরিক সত্যসাধনপ্রবাহ ভিন্ন কেহই তোমাকে উন্নীত করতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে স্বীয় বিচারবুদ্ধি অপেক্ষা তত্ত্বদর্শী গুরুর আজ্ঞা অনুসারে চলাই নিরাপদ।

তোমার অদম্য বাসনা ও তজ্জন্য ব্যাকুলতাই তোমার প্রধান শত্রু এবং সত্যজ্ঞানের অন্তরায়। তুমি যদি কর্ত্তব্যপরায়ণ হও অথচ ব্যস্ততা না থাকে, তুমি যদি সত্যসাধনপথে দৃঢ়তার সহিত চলতে থাক, নিশ্চয়ই সত্যকে জানতে পারবে এবং সত্যই তোমাকে স্বাধীন করবে। সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্ব অবস্থায় একমাত্র সত্যকেই আশ্রয় কর, তুমি লব্ধানন্দী হবে, তোমার সকল দুঃখের অত্যন্ত অবসান হবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মানুষ আত্মপ্রকাশ কর্ত্তে সমর্থ হয় আধ্যাত্মিক সত্যের মধ্য দিয়ে, দৈহিক বীর্য্য বা ঐশ্বর্য্যের চাপে যথার্থ মনুষ্যত্ব বিকশিত হওয়ার অবকাশ পায় না। আধ্যাত্মিক শক্তির উন্মেষ অভ্যাস সাপেক্ষ।

আধ্যাত্মিকতাই সমগ্র শক্তির মূলকেন্দ্র, যোগানুশীলন দ্বারা এই শক্তিকেন্দ্র প্রবুদ্ধ হয়। যোগানুশীলন অভিজ্ঞ আচার্য্যের উপদেশ অনুসারে নিদিধ্যাসন সাপেক্ষ, তথাকথিত পূজার্চ্চনাদ্বারা অথবা প্রচলিত লৌকিক ধর্ম্মাচরণদ্বারা এই শক্তির উদ্বোধন হয় না। বৈরাগ্যের উদয় যোগসাপেক্ষ।

সংযম ধারণে শক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। সংযম অভ্যাস ও বৈরাগ্যের আচার সাপেক্ষ কিন্তু সংযমের দিকে লক্ষ্যশূন্য অভ্যাস ও আচার গোঁড়ামী মাত্র। যথার্থ সংযমী পুরুষ জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হন না, ক্ষমতার যোগ্য ব্যবহার দ্বারা অনাসক্ত কর্ম্মপন্থাই নির্দ্দেশ করেন।

সহিষ্ণুতা ও জ্ঞান-বিচারের মধ্যদিয়াই সত্যের মহিমা অনুভূত হয়, জ্ঞান বিচার ও সহিষ্ণুতাকে বাদ দিয়া রসাস্বাদনের প্রবৃত্তি কামুকতার রূপান্তর মাত্র। কামনাশূন্য মহাপুরুষই অহিংস। কূটবুদ্ধিপ্রসূত বিপ্লবাত্মক ধৃষ্টতা বা ধ্বংসমূলক বিদ্রোহ নীতি ব'লে গণ্য হ'তে পারে না।

দৃঢ়তার সহিত নিজের চিরাভ্যস্ত কুসংস্কার প্রিয় হ'লেও ত্যাগ করা এবং অপরের অনুষ্ঠিত সদাচার অভিনব হ'লেও সাগ্রহে গ্রহণ করার সৎসাহস থাকা চাই। এই সাহসই সত্যা-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গ্রহের শক্তি—ইহা স্বধর্ম্মপালনের বিরোধী ভাব নহে, বরং অভ্যুদয়ের দৃঢ় সোপান।

ভবিষ্যৎ বা পরলোকের পাথেয় সংগ্রহ করার জন্যই ধর্ম্মানুষ্ঠান উপদিষ্ট হয় নি, ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা বর্ত্তমান কালেই আত্মোন্নতি সাধিত হয়। বাল্যকাল হতেই ধর্ম্মমূলক শিক্ষায়তনে প্রবিষ্ট হওয়া সঙ্গত। কেবলমাত্র ধর্ম্মমূলক শিক্ষাপদ্ধতির প্রচারদ্বারাই মানবের সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধিত হ'তে পারে, অন্যপ্রকার উত্তেজক ব্যবস্থা বিহিত নয়।

নিত্য নূতন অভাব রচনা ক'রে তার দূরীকরণ প্রচেষ্টা শক্তির অপব্যয় মাত্র, অভাব উৎপত্তির কারণ বিনাশ করার উদ্যমই শক্তির যথার্থ ব্যবহার। বিরাট অভাবের মধ্যে বহু ধনাগম অপেক্ষা, অভাবশূন্য নির্ধনীর অবস্থা বহুগুণে বরণীয়।

স্বাবলম্বন শিক্ষাই আত্মোন্নতির মূল, পরকে আঘাত করার কৌশল অপেক্ষা নিজকে অনাহত রাখার শক্তি প্রশংসনীয়।

সামাজিকতা ও সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট রক্ষার খাতিরে "যত মত তত পথ" অবলম্বন করার উপদেশ কথিত হ'লেও, দেখা যায় ধর্ম্মমতের অনৈক্যই রাষ্ট্রীয় অশান্তির মূল। সত্য একরূপ—সত্যলাভের পথও এক, বহু নহে। এক সত্য পতাকাতলে মিলিত মানব মাত্রই যথার্থ শান্তিলাভের অধিকারী। মানুষের ধর্ম্মও এক, তার নাম—মানবধর্ম্ম।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(১৯৩২)

এক আত্মাই সর্ব্বত্র নিত্য বিরাজিত। জড়-চেতনে ভেদ বুদ্ধি জ্ঞানের অল্পতাপ্রসূত প্রতীতিমাত্র। অস্তি (সৎ), ভাতি (চিৎ), প্রীতি (আনন্দ) পদার্থের সদ্রূপাত্মক গুণ, ইহাই সচ্চিদানন্দ। নাম ও রূপ মিথ্যানুভূতি।

বিশ্বে পরস্পরের প্রীতি, পরস্পরের প্রয়োজন বোধ, অস্তিত্বানুভূতি আত্মারই স্বগুণ। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতাই স্বধর্ম্ম; ভেদ, বিরোধ ও অধীনতাই ভয়াবহ পরধর্ম্ম।

সত্যজ্ঞান জীবের নিত্যধর্ম্ম, তাই মিথ্যাপ্রপঞ্চেও সত্যধারনাই বদ্ধমুল হয়। জীব আনন্দভূক্, তাই সুখের কামনায় চঞ্চল হয়। সাধনলব্ধ বিচারবুদ্ধি দ্বারা নিত্য সত্যের বোধ প্রবুদ্ধ হয়, যথার্থ আনন্দও লাভ হয়। নিত্যানিত্য-বিবেকীর চিত্তে কামের অবকাশ নাই।

"সংসারী" সকামচিত্তের সংজ্ঞা, "সন্ন্যাসী" নিষ্কামচিত্তের অভিধান—এরা ভিন্ন ভিন্ন জীব নয়। পরিচ্ছদ, বাসস্থান ও খাদ্যাদির তারতম্যে এদের যথার্থ পরিচয় হয় না। স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতাই উভয়ের পরিচায়ক।

কোন বাধ্যতামুলক কৌশল বা কোনপ্রকার ভীতিপ্রদর্শনে সমাজে যথার্থ সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় না, একত্র পানভোজনেও নয়। কেবলমাত্র উপাসনাক্ষেত্রে একত্ব ও সমত্বই ভেদবিরোধ খণ্ডনে সমর্থ। অন্য ব্যবস্থা ক্ষণভঙ্গুর।

ঈশ্বর এক, দুই নহে—তাহাতে অধিকারও সম, ভিন্ন নহে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কিন্তু মন্দির ও বিগ্রহ এক নহে, ভিন্ন ভিন্ন—তাহাতে অধিকার-বৈষম্যও অনিবার্য্য, শেষের ভাগটা যত বাড়বে, ভেদ বিদ্বেষও ততই বেড়ে চলবে। যাদের সাম্যজ্ঞান যথার্থ, তারা বিগ্রহ ও মন্দিরের অপ্রয়োজন বোধ করেন, তাতে সর্ব্বজনীন অধিকার থাকা না থাকার মূল্য একই। উপেক্ষাই গোঁড়ামী বা কুসংস্কার বিতাড়নের সর্ব্বপ্রধান অস্ত্র। জবরদস্তী বা অনুরোধ একান্ত অনাবশ্যক পন্থা।

সমদর্শী ব্যক্তি সর্ব্বজনীন উপাসনা ও উৎসবাদি ব্যপদেশে ধর্ম্মের সত্য মর্ম্ম সাধারণ্যে প্রচার কর্লেই সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বজনীন সম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। গোঁড়া ধর্ম্মব্যবসায়ীদের পশার বাড়ান অপেক্ষা, সৎশিক্ষার জন্য অভিনব সর্ব্বজনীন ধর্ম্মক্ষেত্র বা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা বহুগুণে শ্রেয়।

ধর্ম্মাচরণকে আজগুবিবেশে সাজিয়ে সংসার কর্ম্মের বাইরে ফেলে রাখাই হচ্ছে সব চেয়ে মারাত্মক ভ্রান্তি। বাল্যের অভ্যাস পরিণত বয়সে সহজে দূর হয় না। যথার্থ মানবধর্ম্মমূলক শিক্ষায়তন সমূহই দেশকে এ ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে। তথাকথিত সনাতনী শাস্ত্রবিধি এক্ষেত্রে উপেক্ষনীয়।

চাই সর্ব্বপ্রকার সৎশিক্ষা—আত্মা, মন, কলেবরের যথার্থ অনুশীলন। এখন প্রয়োজন হচ্ছে সত্যিকারের মানুষ গড়া কারখানার। কল্যাণকামী যাঁরা, তাঁদের কর্ত্তব্য এই কাজেই আত্মনিয়োগ করা। যোগ্য মনুষ্য কদাচ ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত হন না।

যত রকমের দলই গড় না কেন—সেবকই হোক্, রাষ্ট্রনায়কই হোক্ আর প্রচারকই হোক্, সবই তো ভুল। ও কেবল

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নূতন রকমের ভেদ সৃষ্টি মাত্র। মানুষকে স্বীয় কর্ত্তব্যে সজাগ ও সচেষ্ট রাখাই যথার্থ শিক্ষা। স্বাবলম্বী হ'তে হবে প্রত্যেক মানুষটীকে। প্রত্যেকেই সমাজের অঙ্গ। গৃহস্থের হাত থেকে তাদের কর্ত্তব্য কেড়ে নিয়ে তাদের পঙ্গু করা, পরোপকারের ভানে সমাজকেও অথর্ব্ব করা মাত্র। ও কাজ তাদের হাতে থাকাই ভাল। শিক্ষায়তনের ও শিক্ষকের কর্ত্তব্য আদর্শ রচনা ক'রে দেওয়া, মানুষকে চলার পথ চিনিয়ে দেওয়া।

(১৯৩৩)

তোমার বিশ্রামের সঙ্গে সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন কালের গতি বিশ্রাম কর্বে না। যত বেশীক্ষণ তুমি বিশ্রাম কর্চ্ছ, তত বেশীদূর তুমি পিছিয়ে পড়ছ। দ্বিগুণবেগে কাজের সময়টা কাজে লাগাও, ক্ষতিপুরণ হ'য়ে যাবে।

মানুষের প্রাকৃতিক রুচি কর্ত্তব্যের অনুকূল হওয়া সৌভাগ্যের কথা, কিন্তু প্রায়ই তা হয় না। কর্ত্তব্যের অনুকূল রুচি অভ্যাস দ্বারা অর্জ্জন করতে হয়, এ অভ্যাস প্রথমটা একটু কষ্টকর বোধ হয় বটে, কিন্তু সাহস করে অভ্যাস আরম্ভ করলে খুব কষ্টকর অভ্যাসও সহজ ও সুখপ্রদ হয়ে যায়। রুচির মানদণ্ড নিয়ে ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্যের পরিমাপ করা বিষম ভ্রান্তি, এ উপায়ে কখন উন্নতি হয় না। কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে যুক্তির আসন সকল বিধির উপরে কিন্তু ভ্রান্ত মন ও ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকেই যুক্তির উদয় হয়। কাজেই সাধারণ ব্যক্তিগত যুক্তি মঙ্গলপ্রদ মীমাংসায় উপনীত করে না বরং ক্ষতিই হ'য়ে থাকে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ধর্ম্মের স্বরূপ ও মানবের কর্ত্তব্য নির্ণয় সম্বন্ধে একটা শাশ্বত আদর্শ আছে, যা দেশ-কাল-নিমিত্তে সীমাবদ্ধ নয় এবং তার পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত হয় না। এই আদর্শ সকল দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের পক্ষে সর্ব্বদাই কল্যাণপ্রদ। প্রত্যেক মানুষের কর্ত্তব্য সেই আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে দেহ মন ও আত্মার অনুশীলন করা। এই আদর্শের স্বরূপ নির্ণয় ক'রে দেওয়ার জন্য প্রত্যক্ষদর্শী আচার্য্য বা উপদেষ্টার প্রয়োজন হয়।

আচার্য্যের কর্ত্তব্য এই আদর্শকে বাক্যে ও কার্য্যে সাধারণের সম্মুখে অনুসরণযোগ্য ক'রে প্রতিষ্ঠিত করা এবং অনুশীলনের উপায়সমুহ খুব স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়ে অভ্যাসীদের যথাসাধ্য সাহায্য করা। ধর্ম্মমূলক শিক্ষায়তন সমূহের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার দ্বারাই এই কার্য্য নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভব। মন্দির প্রবেশ বা বিগ্রহ পূজার অধিকার স্থাপন বা বর্ণোচ্ছেদের প্রচেষ্টা উন্নয়নের প্রকৃষ্ট পন্থা নহে। যদিও ঐ সকল অধিকার প্রত্যেকের পক্ষেই সম সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষের দেবমন্দির সমূহে এবং মোহান্ত মহারাজদের অধিকারে যত সম্পত্তি আছে তাহার সদ্ব্যবহার হওয়া উচিত। বর্ত্তমানে ঠিক উহার বিপরীতই ঘটিয়া থাকে। জননায়কগণের কর্ত্তব্য দেশের এই দুর্দ্দিনে উক্ত অর্থ জনহিতার্থে ব্যয় করার ব্যবস্থা করা। এজন্য অতি শীঘ্র যে কোন শান্তিপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এই বিপুল অর্থে বহু ধর্ম্মমূলক শিক্ষায়তন গঠিত ও পরিচালিত হ'তে পারে। তীর্থস্থান সমূহের পবিত্রতা রক্ষার জন্য সর্ব্বাগ্রে পাণ্ডা, মোহান্ত ও সেবাইতগণের চরিত্র ও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ব্যবহার সংশোধনের প্রতিই লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মব্যবসায়ী দুর্নীতিপরায়ণ সেবাইত মন্দির হতে বিতাড়িত হলেই মন্দির-সমূহ কলঙ্কমুক্ত হয়—দর্শকগণের জাতিবর্ণের হীনতা দ্বারা মন্দির কলুষিত হওয়ার আশঙ্কা অমূলক।

বর্ত্তমানকালে প্রচলিত জাতি ও বর্ণবিভাগ অভ্যুদয় বা নিশ্রেয়স লাভের পক্ষে কল্যাণপ্রদ হতে পারে না। অধ্যাত্ম অনুশীলনের জন্য বর্ণবিভাগ প্রবর্ত্তিতও হয়নি, হয়েছিল বৃত্তি নির্দ্ধারণের জন্য। শিক্ষানুশীলনের জন্য আশ্রম বিভাগ প্রয়োজন। তজ্জন্য ত্রিবিধ আশ্রম ভেদই যথেষ্ট যথা—শিক্ষাশ্রম (ব্রহ্মচর্য্য), কর্ম্মাশ্রম (গার্হস্থ্য), মোক্ষাশ্রম (সন্ন্যাস)। গুণ এবং কর্ম্মশক্তিগত বর্ণবিভাগ কেবলমাত্র কর্ম্মাশ্রমের জন্যই প্রবর্ত্তিত থাকবে। অন্য দুই আশ্রমে শ্রেণী-ভেদের বাঁধবাঁধি নিয়ম থাকা অনিষ্টকর। শিক্ষাশ্রমের আচার্য্য-গণ ছাত্রের যোগ্যতানুসারে তাহাদের বৃত্তি নির্ণয় ক'রে দিবেন। এবং মোক্ষাশ্রমের আচার্য্যগণ যোগ্যতানুসারে সাধন-পন্থার উপদেশ কর্বেন। এবিষয় অন্য কাহারও হাতে শ্রেণী বিভাগের দায়িত্ব থাকতে পারে না। বিবাহ ও একত্র পান-ভোজনাদির ব্যবস্থার নিয়ন্তা হওয়া উচিত যোগ্য ভিষকাচার্য্যগণ। দেশের সমাজগত দুর্নীতি নিবারণের জন্য এইপ্রকার পুনর্গঠন একান্ত প্রয়োজন বোধ হচ্ছে। যদি সংস্কারকবৃন্দের শুভেচ্ছা এ উপায়ে কার্য্যকরী না হয় তবে রাজশক্তির সহায়তা গ্রহণ করাও সঙ্গত তাহাতে ধর্ম্ম ক্ষুণ্ন হ'তে পারে না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দেশীয় বিদ্যালয় সমূহের রীতি নীতি পরিবর্ত্তিত হওয়া দরকার। এজন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন—শিক্ষক গঠন করা। দেশে আদর্শ শিক্ষকের বিশেষ অভাব বোধ হচ্ছে। লেখাপড়া জানা পণ্ডিতের অভাব নাই কিন্তু শরীর, মন ও আত্মতত্ত্ববিদ স্বার্থত্যাগী চরিত্রবান্ শিক্ষক এবং কৃষিশিল্পকলাবিদ শিক্ষক অতি বিরল। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'লে দেশের কল্যাণ সাধিত হ'তে পারে।

দেশের আর্থিক দুরবস্থা দূর করার প্রাথমিক উপায় হচ্ছে, ব্যাপকভাবে কুটীর-শিল্পশালা এবং কৃষিকার্য্য প্রবর্ত্তিত করা। বেকার যুবক যুবতীগণকে এইকার্য্যে আত্মনিয়োগ করা সঙ্গত। এজন্য বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার এবং প্রচলিত স্কুলগুলিতেও কৃষিশিল্পশিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া চাই। কতকগুলি বিশেষ কৃষিশিল্প বিদ্যালয় অবৈতনিক থাকা চাই, যাতে কৃষকগণও বিনাব্যয়ে শিক্ষালাভ কর্ত্তে পারে এবং এমন ব্যবস্থাও করা উচিত যে শিক্ষান্তে ছাত্রগণ অল্পসুদে মুলধন ও অল্প খাজনায় আবাদযোগ্য জমি পেতে পারে। পক্ষান্তরে বড় বড় আড়তদার ও কারখানার মালিকদের কর্ত্তব্য এই সকল কুটীর-শিল্পী ও গ্রাম্য কৃষকদের সহিত সর্ব্বতোভাবে যোগ রাখা। যাতে এদের উৎপন্ন দ্রব্যের রপ্তানি ও আবশ্যক সরঞ্জামের আমদানী সহজ হয়। নতুবা কুটীরশিল্প ও গ্রাম্য কৃষিকার্য্য টিকৃতে পারে না।

শক্তি, বিদ্যা ও অর্থ উপার্জ্জন যেমন শিক্ষাসাপেক্ষ—এ তিনের ব্যবহার ও তেমনি শিক্ষাসাপেক্ষ। মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সমূহে এ সকল কর্ম্মজীবনের ব্যবহারযোগ্য নীতিশিক্ষার উত্তম ব্যবস্থা থাকা সঙ্গত। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ মনুষ্যমাত্রেরই প্রয়োজন। ধর্ম্মমূলক শিক্ষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তি সদ্ভাবে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন কর্ত্তে পারে এবং সেই অর্থেই জীবের শুভ অভিলাষ অবাধে পুরণ হোয়ে থাকে। এইরূপ কামনা পুরণের ফলে পরম পরিতৃপ্তি হয়; তখনই মনুষ্য হয় মোক্ষাধিকারী বা মুমুক্ষু। এই রীতির বাইরে যে শিক্ষা তাকে কুশিক্ষা বলাই সঙ্গত।

"ধর্ম্মায়তন" ও "শিক্ষায়তন" পৃথক জিনিষ নয়, পৃথক থাকাও অভিপ্রেত নয়। ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবন মানব জীবনের দুইটী পৃথক অধ্যায়ও নহে। ইহা এক সঙ্গে অনুষ্ঠিত হওয়াই বিধান। প্রত্যেক কর্ম্ম ধর্ম্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং ধর্ম্ম মাত্রই বর্ত্তমান জীবনে কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা প্রকটিত করা চাই। যেখানে কর্ম্মত্যাগকে ধর্ম্ম বলা আছে, সে কেবলমাত্র কলুষকামনা পূর্ণ অসৎ কর্ম্ম সম্বন্ধেই কথিত হয়েছে—সৎকর্ত্তব্য সম্বন্ধে নহে।

কর্ম্ম কর্ত্তেই হবে, অভ্যাস মাত্রই কর্ম্মের অন্তর্গত। মুমুক্ষেও অভ্যাস কর্ত্তে হয়, ভক্তকেও অভ্যাস কর্ত্তে হয়। অভ্যাসের পরিণতিতে সংকল্প বিকল্পবর্জ্জিত পূর্ণানন্দময় যে অবস্থা আবির্ভূত হয় তাকেই বলে জীবন্মুক্তি। এই প্রকার জীবনমুক্ত সাধকের প্রারব্ধময় দেহাবসানে সমগ্র কর্ম্মবীজ সম্যক বিনষ্ট হয় এবং তাহাকেই বলে মহাপরিনির্ব্বাণ বা মোক্ষ। ইহাকে কোন অবস্থাও বলা চলে না, বরং এই অব্যক্ত ভাবকে আত্মার স্বভাবে স্থিত নিরবচ্ছিন্ন আত্মোপলব্ধি বলে আভাস দেওয়া যায়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের সংযম দ্বারা বা ইন্দ্রিয়গ্রামকে শুভভাবে একাগ্রকরণ দ্বারাও মন নিরস্ত হয় না। ইন্দ্রিয়গণের সমষ্টিরূপ ভূমিকায় আরূঢ় আভাস চৈতন্যই মনাখ্যচিৎ, এই মনাখ্যচিৎ ইন্দ্রিয়ের সংযম হেতু কর্ম্মভূমির অভাবে ইহার পূর্ব্ব সঞ্চিত সংস্কার অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ কর্ম্মভূমিতে অধিরোহন ক'রে ক্রিয়া করে মাত্র। তখন ইহাকে বুদ্ধাখ্যচিৎ বলা যায়। বুদ্ধির অর্থাৎ সংস্কারের বিনাশে এই আভাস চৈতন্য অহঙ্কারভূমি আশ্রয় ক'রে ক্রিয়াশীল হয়। অহংকার ভূমিকারূঢ় আভাস চৈতন্যকে অহমাখ্যচিৎ বলে। কর্ত্তৃত্ব ও ভক্তৃত্ব ভ্রান্তির বিনাশ হলে তবে অহংকার ভূমি চূর্ণ হয়। তখন আভাষ চৈতন্য তাহার উৎপত্তিক্ষেত্র চিত্তপটে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই চিত্তভূমিকাই মায়াদর্পন বা অঘটন-ঘটন-পটিয়সী কল্পনাত্মিকাপ্রবাহ। এই কল্পনা হতেই উপাদানহীন জগদাদি ইন্দ্রজাল সৃষ্ট হয়। পরমার্থত বিশ্ব প্রপঞ্চের উৎপত্তি, স্থিতি বা বিলয় নাই। ইহা চিত্ত কল্পনা-বিম্বের প্রতিবিম্ব মাত্র। সাধকের কর্ত্তব্য এই চিত্তভূমি প্রত্যগাত্মার লীলা ক্ষেত্রের লয় সাধন করা। চিত্তের লয় না হলে মনোলয় সাধিত হয় না। চিত্তভূমির বিনাশে নিরালম্ব প্রত্যগাত্মা স্বীয় প্রবুদ্ধ মুক্ত স্বভাবের প্রত্যয়ে স্থিত হ'লেই জীবন্মুক্ত অবস্থা বলা যায়। মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য সাধনার প্রথম স্তর হতেই এমন এক কেন্দ্রাভিমুখ প্রবাহকে আলম্বন স্বরূপে গ্রহণ করা যে সেই চিন্তাপ্রবাহ অবিশ্রান্ত চিত্তক্ষেত্রের স্নায়ুমণ্ডলে সংঘাত করতঃ তাহার কল্পিত প্রত্যয়কে বিলুপ্ত করে মহানন্দময় শূন্যবৎ প্রত্যয় উৎপাদন করে। অন্য বাহ্যিক প্রচেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আত্মোন্নতি সাধকের কর্ম্মপরম্পরায় জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞানের পূর্ণাবস্থায় মোক্ষাগম স্বতঃসিদ্ধ। অতএব ধর্ম্মনীতিমূলক শিক্ষা গ্রহণ ও কর্ম্মানুশীলন একান্ত কর্ত্তব্য।

(১৯৩৪)

সত্যই ঈশ্বর, ধর্ম্মই কল্যাণ, বিশুদ্ধ চিত্তই তীর্থ, সংযমই তপস্যা, সমাধিই আনন্দ।

ধর্ম্মের ভিত্তি—ধৈর্য্য, সেতু—সাম্য, আবরণ—পবিত্রতা, লভ্য—কুশল, পরিণতি—মুক্তি।

তুমিই তোমার শত্রু, তুমিই তোমার মিত্র, তুমিই তোমার অন্ধকার, তুমিই তোমার প্রদীপ, তুমিই তোমার অধঃপতনের সেতু আবার তুমিই তোমার উদ্ধারকর্ত্তা। তোমার কর্ম্মের জন্য তুমিই দায়ী।

বিশ্ব-হিতে দেহ-মন নিয়োগ করাই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ, লোক-শিক্ষার্থে সর্ব্বস্ব ত্যাগই সন্ন্যাস, কর্ম্মফলে অনাসক্তিই যথার্থ ত্যাগ, উত্তেজিত মনকে সংযত করাই যথার্থ বীর্য্য। যিনি ইন্দ্রিয়দ্বারের সদাপ্রহরী তিনিই জাগ্রত, নিন্দাসহ্যকারীই যথার্থ বিজয়ী।

ক্রোধ হতে চেষ্টাকে, ঈর্ষা হতে ধর্ম্মকে, অহংকার হতে বিদ্যাকে, দম্ভ হতে সম্পদকে, অন্ধবিশ্বাস হতে অনুষ্ঠানকে, প্রমাদ হতে মনকে, প্রশংসা হতে পরোপকারকে এবং আলস্য হতে দেহকে রক্ষা কর্বে।

পৃথিবীর যাবতীয় ভোগেও তৃপ্তি সম্ভব নয় কিন্তু একমাত্র ভোগ ইচ্ছাকে সংযত করলেই পূর্ণ তৃপ্তি লাভ হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আশার প্রাবল্যে ধৈর্য্য, কুসংসর্গে চরিত্র, ক্রোধে সম্ভ্রম, কামে লজ্জা, অহংকারে মনুষ্যত্ব নষ্ট করে। আবার যে কোন একটা উশৃঙ্খল ইন্দ্রিয়ই সর্ব্বস্ব হরণ কর্ত্তে সমর্থ।

চরিত্রবান ব্যক্তিই বিশ্বজয়ী, কিন্তু যে আত্মজয়ী বিশ্ব-বিজেতাও তাঁকে জয় কর্ত্তে পারেন না। চরিত্রহীনতাই বিষম দুর্ভিক্ষ, ইহা মানুষকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দরিদ্র করে।

যাহা সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সকলের পক্ষে হিতকর তাহাই সত্য, মানবধর্ম্মের নীতি। এ ধর্ম্মের নীতি দেশ-কাল-পাত্রে ভিন্ন হয় না।

নিষ্কর্ম্মা গৃহস্থ আর কার্য্যক্ষম ভিক্ষুক, স্বার্থপর নায়ক আর ধর্ম্মের ব্যবসায়ী, এরাই সমাজের কলঙ্কস্বরূপ।

সাধু, বিদ্বান, বৃদ্ধ ও নারীর মর্য্যাদা সর্ব্বদা রক্ষণীয়, ন্যায়সঙ্গত বাক্য বলা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য, ধর্ম্মসাধনা ও বিদ্যার্জ্জন আমরণ কর্ত্তব্য।

তোমার দিনের কার্য্য যেন রাত্রের শান্তি আনয়ন করে, তোমার জীবনের কার্য্য যেন মৃত্যুকে উজ্জ্বল করে।

প্রকৃত অন্ধ সে—যে নিজের দোষ দেখে না, প্রকৃত ঠক্ সে—যে আত্মপ্রবঞ্চনা করে, প্রকৃত ভীরু সে—যে অপ্রিয় সত্যের সম্মুখিন হতে পারে না, প্রকৃত দুর্ব্বল সে—যে কুসংস্কার ত্যাগ কর্ত্তে পারে না।

সত্য ব'ল, তোমার শ্রোতা হয়ত খুব কমই হবে, তবু লোকরঞ্জনার্থ গতানুগতিক মিথ্যার সহায়তা গ্রহণ ক'র না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তুমি কাহাকেও ভয় করিও না—কাহারও ভীতির কারণ হইও না, জীবিকার জন্য পরের দ্বারস্থ হইও না—দ্বারস্থকে অবজ্ঞা করিও না।

বিপদে মিত্রের, চরিত্রে ভদ্রের, দারিদ্রে ধীরের, দুর্ভিক্ষে ধনীর, বিচারে সাধুর ও সম্ভোগক্ষেত্রে তপস্বীর পরীক্ষা হয়।

শ্রী সৎকার্য্যে উৎপন্ন হয়, সংযমে প্রতিষ্ঠিত ও পরোপকারে সার্থক হয়। পূর্ব্বে রিপুর ঈশ্বর হও পরে ঐশ্বর্য্য কামনা ক'রো।

বেদের রহস্য জ্ঞান, জ্ঞানের রহস্য মুক্তি, মুক্তির রহস্য আনন্দ, আনন্দের রহস্য প্রাণাত্মা, আত্মার রহস্য সত্যম্।

(১৯৩৫)

প্রাণাত্মা চিরন্তন মুক্তস্বভাব। জীবগণের দেহাত্মবোধ ভ্রান্তি বা অধ্যাসমাত্র। ব্রহ্ম বা আত্মবিষয়ে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন কালেই স্বভাবতঃ যে মিথ্যা অধ্যাস হয় তাহার অপনোদনেই ব্রহ্মসংস্থ হওয়া যায়। এই অধ্যাস বা প্রতীতি ত্রিবিধ—সামান্য, বিশেষ ও কল্পিতবিশেষ। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন কালেই যে প্রতীতি বিদ্যমান থাকে তাহাই সামান্য। ব্রহ্ম "সৎ" অর্থাৎ "অস্তি" এই প্রকার বোধই সামান্য প্রতীতি। অস্তিত্বের জ্ঞাপক ভাবাশ্রিত স্বতঃ প্রকাশ-মান অবস্থা "চিৎ" ও "আনন্দ" বা "ভাতি" ও "প্রীতি" এই দুই স্বভাবকে বিশেষ প্রতীতি বলা যায়। যে হেতু ইহা জাগ্রত ও স্বপ্নকালে বিরাজিত থাকে, সুষুপ্তিতে থাকে না। আবার স্থূল জাগ্রত অবস্থায় আত্মার স্বভাবে লক্ষ্যহীনতার জন্য

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সদাধিষ্ঠানে যে মিথ্যাবোধ হয় তাহাই "নাম" ও "রূপ" অর্থাৎ জীবজগৎ। ইহাকে ক্ষণবিধ্বংসী কল্পিতবিশেষ প্রতীতি বলা হয়।

কল্পিতবিশেষ প্রতীতি পঞ্চবিধ—

(১) ভেদভ্রান্তি অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জীবে পৃথক জ্ঞান। যেমন দর্পনে মুখের প্রতিবিম্ব ভাসে, কিন্তু দর্পনে মুখের অস্তিত্ব নাই। দর্শনার্থ বহির্গত নেত্রবৃত্তি দর্পনে প্রত্যাহত হইয়া মুখকেই দর্শন করে। বিম্বই মুখ, সুতরাং মুখ ও মুখের প্রতিবিম্ব অভিন্ন—দুইটী নহে। তথাপি প্রতিবিম্বে "ঐ মুখ" এই প্রকার ভিন্ন ও দর্পনস্থ জ্ঞান হয় এবং তাহা বিম্ব হইতে বিপরীত দর্শন হয়। তদ্বৎ চিত্তে প্রতিফলিত আভাসচৈতন্যকে শুদ্ধ চৈতন্য হইতে ভিন্ন বোধ হয় এবং তাহাই জীবের "অহং বা আত্মাতিরিক্ত জীবভ্রান্তি"।

(২) কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব ভ্রান্তি—আত্মাই সুখ দুঃখের ভোক্তা এই প্রকার বোধ। এই ভোক্তৃত্ব বোধ শুদ্ধ অবর্ণ স্ফটিকের রক্তউপাধানে অবস্থান হেতু "আমি রক্তবর্ণ" এইপ্রকার মিথ্যাভাব মাত্র। পরমার্থতঃ স্ফটিক রক্তবর্ণ হয় না। উপাধানের আরক্ততা স্ফটিকে প্রতিফলিত হয় মাত্র। এইরূপ ভোগ্য ভোক্তা ভাব কাল্পনিক প্রকৃতিসঞ্জাত, আত্মা সে দোষে দুষ্ট হন না।

(৩) সঙ্গভ্রান্তি—দেহাত্মবোধ। যেমন গৃহমধ্যস্থ আকাশ ও বাইরের আকাশ দুইই নির্লিপ্তধর্ম্মী, তথাপি গৃহে অবস্থান হেতু গৃহাকাশরূপ পৃথক প্রতীতি হয়। সেইরূপ দেহসঙ্গ-বশতঃ প্রাণাত্মাতে দেহী এইরূপ ভ্রান্তি জন্মে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(৪) বিকারভ্রান্তি—জীবজগৎ ব্রহ্মের বিকার এইপ্রকার বোধ। রজ্জু অধিষ্ঠানে যেমন কখনও রজ্জুজ্ঞান না হ'য়ে সর্পজ্ঞান হয় তদ্রূপ ব্রহ্ম অধিষ্ঠানে জগদাদির ভ্রান্তি হয়!

(৫) সদসৎ ভ্রান্তি—ব্রহ্মের নিত্যত্ব জ্ঞান না হ'য়ে অনিত্য জগতের সত্যতা বোধ। যেমন স্বর্ণনির্ম্মিত কুণ্ডলে স্বর্ণা-তিরিক্ত অন্য কিছু নাই, তথাপি স্বর্ণের অস্তিত্ব বিস্মৃত হ'য়ে কুণ্ডলকে স্বর্ণাতিরিক্ত কুণ্ডল মনে করা।

এই ভ্রান্তিসমূহের নামান্তর অজ্ঞান। সত্যজ্ঞানোদয়ে এই ভ্রান্তি দূর হয়। এইরূপ অভ্রান্ত অবস্থার নাম নিশ্রেয়স বা মুক্তি। বেদে, উপনিষদে এই অবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে "অমৃতত্ব"। ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তি এই অত্যন্ত সুখ অমৃতত্ব লাভ করেন।

ব্রহ্মচর্য্য, ইষ্টসাধন, সম্প্রায়ণ, মৌন, অনাশকায়ন ও অর-ণ্যায়ন প্রভৃতি নিয়ম এবং শিক্ষা ও যজ্ঞদানাদি সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা আত্মোন্নতি বা অভ্যুদয় সাধিত হয় ইহা ধর্ম্মের প্রথম দিক্। আর একদিক নিশ্রেয়স অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভ করা। ব্রহ্মসংস্থ হ'লে অমৃতত্ব লাভ হয়।

কেবলমাত্র প্রণবের সেবাতেই ব্রহ্মসংস্থ হওয়া যায়, ইহাই উপনিষদের সিদ্ধান্ত। চতুরাশ্রমীদের মধ্যে যিনি ইচ্ছা করেন তিনিই ব্রহ্মনিষ্ঠ হ'তে পারেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ হ'তে কাহারও নিষেধ নাই, কোনরূপ অধিকার ভেদও নাই। কেবলমাত্র পরিব্রাজকগণই ব্রহ্মনিষ্ঠ নহেন, প্রণবসেবী গৃহস্থও অমৃতত্ব লাভ করতে পারেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"প্রণবের উদ্গীথ ও উপাসনা করাকেই" প্রণবের সেবা বলছি। ইহা দ্বারা সত্য জ্ঞানোদয় হয় এবং জ্ঞানের ফলে মোক্ষলাভ হয়, ইহাই যাবতীয় বেদান্তের সিদ্ধান্ত। এই "সর্বাক-সন্তৃন্নোঁঙ্কার"—"রসানাম্ রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধঃ উদ্গীথ" ওঁম্কার কোন স্মৃতির নিজস্ব নহে, অতএব ওঁম্কার সাধন বিষয়ে স্মার্ত্ত-অধিকারবাদও অপ্রয়োজন।

"আপয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্ অক্ষর-মুদ্গীথমুপাস্তে" অতএব সর্বকামপ্রদ এই উদ্গীথাক্ষ্য ওঁম্ অক্ষরের যথারীতি আরাধনা করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য "তে নো ভো কুরুতো যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ" ইহার গুণ যে জানে যে না জানে উভয়েই ফল লাভ করে। সুতরাং অজ্ঞানীরও কর্ত্তব্য প্রণব সাধন করা।

এই প্রণব বা ওঁঙ্কার নিত্য অনাহত শব্দ-ধারার ব্যঞ্জনা বা ইঙ্গিত। ইহা স্বরূপতঃ নিরবচ্ছিন্ন অবাচ্য প্রবাহ, অপূর্ব্ব আদি ব্রহ্মস্বরূপ কেন্দ্র হইতে বহির্মুখিন প্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে এবং ওতপ্রোত কেন্দ্রাভিমুখ হইতেছে। এই শব্দধারা শ্রবণ করতে করতে কেন্দ্রাভিমুখ উজানগতিতে ধ্যানপ্রবাহ পরিচালন করার নাম প্রণবের উপাসনা। যেমন বৈষ্ণবীয় ভক্তিশাস্ত্রে বংশী শ্রবণে উৎকর্ণ গোপীগণের কৃষ্ণাভিমুখ অভিসারের বর্ণনা আছে তদ্বৎ। আর উদ্গীথ শব্দের অর্থ হচ্ছে (উৎ-প্রাণ, গীথ বা গীত-প্রাণাধীন বাক্) "এষ উ বা উদ্গীথঃ প্রাণো বা উৎপ্রাণেণ হীদং সর্ব্বমত্তধ্বং বাগেবগীথোচ্চগীতা চেতি স উদ্গীথঃ"। (বৃহ-দারণ্যক) কেবলমাত্র মৌখিক উচ্চারণকে উদ্গীথ বলা যায় না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যেমন অনন্ত বিশ্বের ব্যাপার তেমনই এই ক্ষুদ্র দেহপুরের ব্যাপার। দেহপুরের জ্ঞান হলেই অনন্ত বিশ্বের জ্ঞান হয়। দেহ মধ্যস্থ প্রত্যগাত্মার জ্ঞানেই পরমাত্মজ্ঞান সিদ্ধ হয়। "যদিদ-মস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তাস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং" (ছান্দোগ্য)। দেহমধ্যে ব্রহ্মপুরে (মস্তিষ্ক-মধ্যে) যে ক্ষুদ্রতর হৃদপদ্ম আছে তাহার মধ্যগত আকাশে যাঁহা আছে তাঁহাই অন্বেষণযোগ্য। আকাশের গুণ শব্দ, অতএব শব্দ অনুসরণ করেই আকাশে অন্বেষণ সম্ভব হয়।

এই ব্রহ্মপুরস্থ আকাশে সন্ধান করিয়া কী লাভ হবে? "কিম্ তত্র বিদ্যতে যদন্বেষ্টব্যং"? সেখানে কি আছে যাঁহার অনুসন্ধান কর্ত্তে হবে? না—"যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বম্ তস্মিন সমাহিতং" বাইরের জগতে যা আছে এবং যা নাই সমগ্রই সেখানে সমাহিত আছে। তা'ত আছেই, আবার তার বিশেষত্ব এই যে বাইরের সমগ্রের মত সে অস্তিত্বের নাশ নাই, তাহা সবই নিত্য—"ন অস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতি ন বধেনাস্য হন্যতে এতৎ সত্যম্ ব্রহ্মপুরমস্মিন্ কামাঃ সমাহিতা, এষ আত্মা অপহত-পাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘিৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্য সঙ্কল্পঃ"। যাহা শরীরের বিনাশে নাশপ্রাপ্ত হয় না, বিজর বিশোক অপাপবিদ্ধ সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প, যাহা পেলে সকল পাওয়া হয় সেই সত্যস্বরূপ আত্মাই দেহস্থ ব্রহ্মপুরে বিরাজিত। অতএব এই সত্যকে অবগত হওয়া, এই সত্যায়-তনকে প্রাপ্ত হওয়া কাহার কাম্য নহে?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই আত্মাই যদি সব তবে কে কাহাকে জানিবে, কে কাহাকে পাইবে ? আত্মাকে জানা শব্দের অর্থ কী ? আমি বল্‌তে আমরা বুঝি দেহাবচ্ছিন্ন জীব। দেহের অনুভূতি আমাদের পক্ষে সুস্পষ্ট, প্রাণাত্মার অনুভূতি অস্পষ্ট। তথাপি দেহ আত্মাতিরিক্ত নয়। আমিত্ববোধে আত্মাছাড়া দেহ কি প্রকারে অনুমিত হয় ? কে কাকে জানবে—কিসের সহায়তায় ? সেই আত্ম চৈতন্যের বহির্মুখ প্রবাহের কথা বলছি—

চৈতন্যের বহির্মুখ প্রবাহ

আনন্দায়তন ... আরূঢ় ... সদ্রূপে অবস্থিত ... প্রজ্ঞাত্মা

| র স্বীয় স্বভাবজাত চিন্ময় তরঙ্গরূপ |

চিদায়তনে ... যে আত্মপ্রতিবিম্ব প্রতিফলিত তাহাই ... চিদাত্মা

| ঐ প্রতিবিম্বে "আমি" রূপ ভ্রান্তি সঞ্জাত |

আভাস চৈতন্যই

ইচ্ছায়তন ... আরূঢ় হইয়া ভোক্তা বা কর্ত্তা ... অহং

| অভিমানী হন এবং ভোগ ইচ্ছা করেন, ফলে |

বিচারায়তন ... আরূঢ় সংশয় ও নিশ্চয়াত্মক প্রবাহরূপ বুদ্ধি

| সঞ্জাত হয়, এই বুদ্ধিপ্রসূত সিদ্ধান্তানুকূলে সঙ্কল্প |

বিকল্পাত্মক প্রবাহ

বাসনায়তন ... আরূঢ় রাগদ্বেষ যুক্ত ... মন

| রূপে প্রকটিত হন এবং |

কর্ম্মায়তনে ... কর্ম্মানুকূল ... ইন্দ্রিয়

| রচনা করিয়া [illegible] |

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভোগায়তন ... রূপ ইন্দ্রিয় সমন্বিত ... দেহ
| ধারণাকরতঃ কর্ম্মফল ভোগের জন্য |

সংসারক্ষেত্রে ... পুনঃ পুনঃ ... জীব
অভিমানে অভিমানী হন।

"যো বেদেদং মন্বানীতি স আত্মা মনো অস্য দৈবং চক্ষুঃ স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে" (ছান্দোগ্য) সেই প্রাণাত্মাই আত্মাকে জানেন কিন্তু সে তার দৈবচক্ষু মনের দ্বারা। মনরূপ প্রবাহ দ্বারাই প্রত্যগাত্মা বিষয়াসক্ত জীব হন, আবার মনের প্রবাহ অন্তর্মুখিন হলেই,—আত্মা বিষয়মুক্ত প্রবুদ্ধস্বভাবে স্থিত হন। অতএব এক আত্মাই দেহাবচ্ছিন্নভাবে জীব এবং শুদ্ধ আত্মবোধে স্থিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। যে অন্তর্মুখিন প্রবাহ অবলম্বন ক'রে জৈবপ্রবাহ শুদ্ধ আত্মবুদ্ধ কুটস্থ হন তার কথা বলছি—

চৈতন্যের অন্তর্মুখিন প্রবাহ।

সংসার ... কর্ম্মের অনাসক্তির ফলে জীবাত্মায় বা ... জীব
| ভাবে কর্ম্মফল আশ্রয় করে না, কর্ম্মফলের অনাশ্রয়ে |

ভোগায়তনের ... অবসান হয় এবং ... দেহ
| ধারণের ভবিষ্যৎ সেতু ছিন্ন হইয়া যায়, তাহাতে |

কর্ম্মায়তন ... কর্ম্মশূন্য হয় ... কাজেই কর্ম্মহীন ... ইন্দ্রিয়
| সম্পুর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়, ইন্দ্রিয়ের নিষ্ক্রিয়ত্বে |

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

GURUKULA KANGRI LIBRARY

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বাসনায়তনের ... বিলোপ ঘটে এবং বাসনার অভাবে ... মন
| স্বয়ং বৈরাগ্য আশ্রয় করে। বাসনাহীন মনের |
বিচারায়তানের প্রয়োজন হয় না, সুতরাং মনস্তের লয় হয়। বুদ্ধি
| সংশয় না থাকায় এক নিশ্চয়াত্মিকাভাবে নিশ্চল হয় |
ইচ্ছায়তনে ... সংকল্পজাত সৃষ্টিরও অভাব ঘটে, কাজেই ... অহং
| ভোগ্য অভাবে ভোগবাসনাত্যাগী হইয়া |
স্বভাবে লক্ষ্য করে,
চিদায়তনও ভোক্তার অভাবে সম্যক্ বৃত্তি রহিত হয়, তখন অহং চিদাত্মা রূপে
| নিজ আনন্দভুক্ ধ্রুবাস্মৃতি লাভ করিয়া |
আনন্দায়তন ... আরূঢ় মহাপ্রাজ্ঞ বা ... প্রজ্ঞাত্মা হইয়া থাকেন।
ইহার নামই আত্মদর্শন বা আত্মানুভূতি।

"সংসারকর্ম্মে অনাসক্তি" অর্থ কর্ম্মে ঔদাসীন্য বা জড়ত্ব নহে। কর্ত্তব্যকর্ম্ম শুধু কর্ত্তব্যজ্ঞানে, সুখ দুঃখরূপ ফলের দিকে লক্ষ্য না রেখে যথাবিধানে অনলসভাবে সম্পাদন করাই কর্ম্মে অনাসক্তি। ইহা অভ্যাস সাপেক্ষ। এই অভ্যাসের নামান্তরই "যোগ"। যোগক্রিয়া একপ্রকার মানসিক ব্যায়াম মাত্র। শারীরিক ব্যায়ামের ন্যায় ইহাও বিশেষজ্ঞের নিকট পদ্ধতিক্রমে শিক্ষা কর্ত্তে হয়। এই মানস-প্রবাহ পরিচালনের জন্য অন্তরস্থ শব্দ শ্রবণ করতঃ মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রে লক্ষ্য রাখতে হয়। তাহার অতি সহজসাধ্য প্রণালী আছে এবং সেই প্রণালী বিপদাশঙ্কা বর্জ্জিত। যে কোন বয়সের নরনারী, যে কোন অবস্থা থেকেই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই অভ্যাস আরম্ভ করতে পারে। এজন্য ভক্তিবিশ্বাসের কোন বাধ্যবাধকতাও নাই। কেবল শক্তি সঞ্চয়ের জন্য আহার বিহারের কয়েকটী নিয়ম মেনে অভ্যাস করলেই ফললাভ হয়। এই অভ্যাস নির্ভূলভাবে সম্যক্ অনুষ্ঠিত হলে আত্মশক্তি প্রবুদ্ধ ও আয়ত্ত হয়।

মানুষের মনের সহজ অবস্থা হচ্ছে অজ্ঞানভূমিকারূঢ়, তাকে মূঢ়াবস্থাও বলা হয়। ধ্যানপ্রবাহ পরিচালন করা এবং কুটস্থ শব্দকেন্দ্র হতে প্রসারিত শব্দ শ্রবণ করার অভ্যাসের কৌশলে প্রত্যেক ব্যক্তিই সেই অজ্ঞানভূমিকারূঢ় মনকে জ্ঞানভূমিকায় তুলতে পারে এবং ক্রমশঃ স্তরে স্তরে চিন্তাপ্রবাহকে স্নায়ু-কেন্দ্রাভিমুখী ক'রে একেবারে মুলশক্তিকেন্দ্রে বা কুটস্থে কেন্দ্রীভূত করতে পারে। তাকেই বলে সমাধি লাভ করা, বা ব্রহ্মপুরস্থ আকাশের মধ্যগত ব্রহ্মসংস্থ হওয়া। একবার এই সমাধি লাভ করে চিৎপ্রবাহ যখন ইন্দ্রিয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে তাঁহাকেই আত্মদর্শী বলা যায়। এই অবস্থাটা একটী চিত্রে দেখান হচ্ছে—

(পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

মনের স্বাভাবিক অবস্থা ও ধ্যানপ্রবাহের পরিণতি ঃ—

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সত্যম্

প্রজ্ঞানম্

আনন্দম্

প্রশান্তি

ধ্যানপ্রবাহ দ্বারা মন জ্ঞানভূমিকারূঢ় হইলে, সংস্কার বর্জ্জিত হইয়া ক্রমশঃ এই শান্তি লাভ হয়।

(শক্তিকেন্দ্র) ৪র্থঃ—সমাহিত অবস্থা

৩য়ঃ—বিলীন অবস্থা

২য়ঃ—নিরুদ্ধ অবস্থা

১ম —একাগ্র অবস্থা

জ্ঞানভূমিকার এই চারিস্তর

প্রবুদ্ধ চেতন মস্তিষ্ক বা "হাইয়ার ব্রেণ"

সংস্কারগ্রাহী মস্তিষ্ক বা "সেরিব্রাম"

অজ্ঞান ভূমিকাস্থ সহজাত মনের চারিটী স্তর

4 Layers or Functions.

অচেতন স্তর	১ (আনকনসাস্)	Unconcious.
প্রাক্‌চেতন স্তর	২ (প্রিকন্‌সাস্)	Preconcious.
উপচেতন স্তর	৩ (সাবকন্‌সাস্)	Subconcious.
চেতন স্তর	৪ (কন্‌সাস)	Concious

স্বাভাবিক অবস্থায় এই চেতন মন সহজাত সংস্কার বশতঃ ইন্দ্রিয়গ্রামকে পরিচালিত করিয়া বিষয় কর্ম্মসমূহ হইতে

সুখ ও দুঃখ

রূপ বিকারগ্রস্ত হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যেস্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমংব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥
(গীতা)

এইরূপে প্রশান্তি লাভকারী মনুষ্যই সর্ব্বজয়ী সাম্যেস্থিত এবং ব্রহ্মেস্থিত। এগুলি মনুষ্যের বুদ্ধিপ্রসূত পরিকল্পনা নয়—সত্য। যাহারা মনে করেন বর্ত্তমান ভারতের সর্ব্ববিধ সমস্যার মধ্যে ধর্ম্মের কোন স্থান নাই, তাঁহারা এ বিষয়গুলি চিন্তা কর্লে ভাল হয়। ভাবা উচিৎ যে মনুষ্য ভাল বুঝেও ভাল কর্ত্তে পারে না কেন? তাদের সত্যিকারের অযোগ্যতা কোথায়? কোন শাস্ত্রীয় উপদেশ, নীতিবাক্য প্রয়োগ, রাজদণ্ড প্রভৃতি উপায়গুলি দুর্নীতি দূরীকরণে সমর্থ হচ্ছে না। দুর্নীতি দূর করার যথার্থ পথ কোনটী? মনুষ্য দুর্নীতি পরায়ণ হয় দৈহিক পেশীগত ও স্নায়ুগত ও গঠনবৈষম্য ও বিকৃতির ফলে। এই কুপ্রবৃত্তি সঞ্জাত চেষ্টা বারংবার অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে মানবদেহে কতিপয় গ্রন্থি গঠিত হয়। সেই গ্রন্থিগুলির রসক্ষরণই দুষ্প্রবৃত্তির উত্তেজক কেন্দ্র। এই গ্রন্থিগুলিকে নিষ্ক্রিয় করতে পারলেই মানসিক দুর্ব্বলতা ও দুর্নীতিপরায়ণতা দূর করা সম্ভব হয়। "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী"—এ প্রবাদের অর্থ-এই যে, মন্দ অভ্যাস কেবলমাত্র উপদেশ দ্বারা সংশোধন করা যায় না। যে শিক্ষা-দ্বারা সংশোধিত হয় তাহাই যোগ এবং তাহাই ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীয় শিক্ষা। সর্ব্ববিধ যোগ্যতার মূলে যে শক্তির প্রয়োজন একমাত্র

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ধর্ম্মই তাহা দিতে পারে। আর কোন উপায়ে সে শক্তি অর্জ্জিত হয় না।

(১৯৩৬)

মানুষ চায় শান্তি। মনুষ্যত্বের চরম আদর্শে উপনীত না হ'তে পারলে প্রকৃত শান্তিলাভ হয় না। এই আদর্শে পৌঁছাতে শক্তির প্রয়োজন। শক্তি কাহাকেও বাইরে থেকে অর্জ্জন করতে হয় না, প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যেই শক্তি নিহিত আছে, শক্তির উদ্বোধন করতে হয় নিয়মিত অভ্যাসদ্বারা। এই অভ্যাসকেই বলে সাধনা।

শক্তি যেন অন্ধবিক্রম, আর মন তার চক্ষু। জগতে শক্তি-হীন "জড়" বলে কোন বস্তু নাই। যা কিছু জড়বৎ প্রতীয়মান হচ্ছে, সেও নিরুদ্ধশক্তির অপ্রকাশমান অবস্থামাত্র। নিরুদ্ধ-শক্তির উপর মন ক্রিয়াপ্রকাশ করলেই শক্তির মুক্তি হয় অর্থাৎ শক্তি উদ্বুদ্ধ হয়। শক্তির উদ্বোধনই মনুষ্যের সাধনার চরম নয়—বরং আরম্ভমাত্র। শক্তি সুশৃঙ্খলায় প্রযুক্ত না হলে সে শক্তি হয় বিপ্লবী বা ধ্বংসকারী। মনের বিচার অর্থাৎ বুদ্ধির সহায়তায় শক্তিকে পরিচালিত করা, শুভেচ্ছা সাধনের অনুকূলে প্রয়োগ করা এবং ক্ষেত্রবিশেষে সংযমিত করা প্রয়োজন হয়। এইরূপে প্রবুদ্ধ, নিয়ন্ত্রিত ও সংযমিত শক্তিই মানুষকে যথার্থ মানুষ ক'রে তোলে। যে পর্য্যন্ত আমরা পূর্ণ শক্তি আয়ত্ত করতে না পারি, সে পর্য্যন্ত শান্তিও পেতে পারি না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শক্তির উদ্বোধন, পরিচালন ও সংযমনের একটী নির্দ্ধারিত উপায় আছে। সেই নির্দ্দিষ্ট উপায় ভিন্ন অন্য কোন প্রকারেই কেহ কৃতকার্য্য হ'তে পারে না। এই নির্দ্ধারিত পন্থার নামই যোগ। সহজভাবে আমরা যেমন একটী "বন্দুকের গুলি"র অন্তর্নিহিত প্রবল শক্তি বুঝতেই পারি না। যত উপায়ই অবলম্বন করা হউক না, গোলার প্রলয়ঙ্করী শক্তি প্রকাশিত ও কার্য্যকরী হবে না কেবলমাত্র বন্দুকের গুলি ছোড়ার নির্দ্ধারিত উপায় ছাড়া। সেইরূপ ব্যক্তিগত খেয়ালে, যে কোন পথ অবলম্বন করলেই শক্তি আয়ত্ত করতে পারা যায় না।

শক্তিলাভ করার চেষ্টা করা আর ধর্ম্মাচরণ করা একই কথা। ধার্ম্মিক মনুষ্যই যথার্থ শক্তিমান। শক্তি লাভ করার পথ যেমন প্রত্যেক মানুষের পক্ষে একরূপ, প্রতিবন্ধকের তারতম্যবশতঃ যদিও উদ্যমের রূপান্তর প্রয়োজন হয়, মূলতঃ কোন রূপান্তর থাকে না, সেইপ্রকার মানবধর্ম্মের পথও বহু নয়—একরূপ। একটীমাত্র শাশ্বত নির্দ্দিষ্ট পন্থা বিশ্বমানবের মুক্তি বা শান্তিলাভের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। "যত মত—তত পথ" কথাটা খাটতে পারে ব্যক্তিগত ইচ্ছাপূরণের বেলায়। অর্থাৎ যার যেমন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য, তার তেমন প্রচেষ্টা ও গতি। কিন্তু পরম পুরুষার্থ লাভের বেলায় ও কথাটা খাটান চলে না।

পরম পুরুষার্থলাভের জন্য সনাতন সত্যপথের সন্ধান পাই আমরা একমাত্র অদ্বৈতদর্শনে। পূর্ব্বের সহিত পশ্চিমের যেমন সন্ধি চলে না, সেইরূপ অদ্বৈতদর্শনের ভাবধারার সহিত দ্বৈতদর্শনের ভাবধারার সমন্বয় প্রচেষ্টাও পণ্ডশ্রম মাত্র। দ্বৈতদর্শনের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

লক্ষ্য অদ্বৈতদর্শনের লক্ষ্য হতে বিভিন্ন। সুতরাং গতিপথও স্বতন্ত্র। তথাকথিত সমন্বয়বাদ অন্ধের দর্পণ দর্শনের ন্যায় অমূলক। "দ্বৈত মতানুকূল অনুষ্ঠান ও উপাসনার মধ্য দিয়েই অদ্বৈতভাবে উপনীত হবে," এ প্রবোধবাক্যে অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণই আশান্বিত হতে পারে। একথাও সত্য নয় যে "অদ্বৈতদর্শনের মতানুসরণকারীর প্রাথমিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই, এ শিক্ষা দ্বৈত অনুষ্ঠানের দ্বারাই আরম্ভ করতে হয়"। অদ্বৈত ধারার প্রাথমিক শিক্ষা অতি সহজ সাধ্য, ৮ম বর্ষীয় শিশুমানবও অনায়াসে এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং এই শিক্ষাই যথার্থ সনাতন বৈদিক শিক্ষা। কল্পিত "মূর্ত্তির" সাহায্য ছাড়া আমরা অমূর্ত্ত-ব্রহ্মের ধারণা করতে পারি না। কাজেই আমাদের কল্পিত "প্রতীক" প্রয়োজন, এ ধারণাও ভ্রান্তিমূলক। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায় যে আমরা যখন রূপের কল্পনা করি তার পূর্ব্বেই এক অরূপ ভাবের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হয়, "যাঁর" মূর্ত্তি গড়ি, মূর্ত্তি গঠনের পূর্ব্বে "তিনি" থাকেন শুদ্ধ ভাবময় অমূর্ত্ত সত্ত্বামাত্র।

দ্বৈত দর্শনের শিক্ষা ও অনুষ্ঠান যদিও বহুক্ষেত্রে অদ্বৈত-দর্শনের সত্য সিদ্ধান্তের রূপক চিত্রমাত্র, তথাপি তাহা নিছক অদ্বৈত-বোধের পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায় নহে। রূপক দিয়ে সত্য বর্ণনা করার ফলে, সত্য ঢাকা পড়েছে রূপকের ছায়ায়, রূপক দাঁড়িয়েছে সত্যের বেদীতে। তাই বর্ত্তমান সনাতনী-দৃষ্টিতে অদ্বৈত-দর্শনানুকূল অনুষ্ঠান অহিন্দু আচার বলেই গণ্য হয়েছে। কোথাও বা মূর্ত্তির অধিকারবাদ প্রচার দ্বারা সত্যপথে সর্বজনীন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অধিকার রুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। ইহা যথার্থই পরিতাপের বিষয়।

এ দেশে ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে অধ্যাত্ম শিক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকাই জাতীয়তাবোধ লুপ্ত হওয়ার কারণ। বিশ্ব-বিদ্যালয় সমুহের কর্ত্তৃপক্ষগণের এদিকে যে লক্ষ্য নাই একথা মনে হয় না। সম্ভবতঃ হিন্দুধর্ম্মের সাম্প্রদায়িক মতদ্বৈধতাই উপায় নির্দ্ধারণের প্রধান অন্তরায়, কিন্তু অদ্বৈত-দর্শনানুকূল ধর্ম্ম-শিক্ষা পদ্ধতি এ সমস্যার সমাধান অতি সহজেই করতে পারে। বিশেষজ্ঞগণ এদিকে মনোযোগ দিলে শিক্ষা সংস্কার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'তে পারে। বিদ্যালয় সমুহে জাতি-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে শরীর গঠন ও মনঃসংযমের যৌগিক কৌশল এবং ব্রহ্মচর্য্য, সত্যাচার প্রভৃতি ধর্ম্মের সাধারণ নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা থাকা কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের আপত্তির কারণ হতে পারে না। ধর্ম্মবিজ্ঞান, যৌগিকবিজ্ঞান ও অদ্বৈত-দর্শনের তত্ত্বসম্বলিত গ্রন্থ প্রচার দ্বারা এবং তাহা পাঠ্য নির্ব্বাচন ক'রে ছাত্রগণের ধর্ম্মবিষয়ক ভ্রান্তি দূর করা একান্ত আবশ্যক মনে হয়।

(১৯৩৭)

মানবের শুভ-ইচ্ছা সমূহ পূরণ করার প্রচেষ্টাকে সার্থক করার জন্য জগতের উদারনৈতিক মহাত্মাগণ যে বিধান নির্দ্ধারিত করেছেন, তাকেই মানবধর্ম্ম বলা হয়। ধর্ম্মাচরণ দ্বারা কেবল-মাত্র মনুষ্যের পরপারের পাথেয় সঞ্চয় হয় না, ইহকালের সমগ্র

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জীবনযাত্রাও সুখময় এবং সাফল্যমণ্ডিত হয়, যদি বিচারপূর্ব্বক ধর্ম্মের বিধান মেনে চলা যায়।

এই বিধান জানতে হ'লে সাম্প্রদায়িক গণ্ডির একটু বাইরে যেতে হবে। অন্ধ সংস্কারের বশবর্ত্তী হ'য়ে যে কোন একটী প্রচলিত ধর্ম্মমতের গতানুগতিক অনুসরণ দ্বারা উদ্দেশ্য সফল হবে না। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আর্য্যগণের সুচিন্তিত শাস্ত্র, দর্শন ও উপনিষদের মধ্যে এই সত্যের সন্ধান মিলবে। পুরাণ, তন্ত্রাদি শাস্ত্র মতানুকূলে প্রচলিত বর্ত্তমান পথে বা আচার্য্য বিশেষের প্রবর্ত্তিত দেশকালে সীমাবদ্ধ মতানুকূল শাস্ত্রানুশাসনের মধ্যে চিন্তাকে আবদ্ধ রাখলেও সহসা কৃতকার্য্যতা লাভের আশা নাই।

ধর্ম্মের সমগ্র বিধানই প্রবর্ত্তিত হয়েছে মানবসংঘ গঠনমূলক পদ্ধতিতে। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার পথপ্রদর্শক এই মতসমূহ। ভেদমূলক বা ধ্বংসমূলক নহে। সংকীর্ণতা-জ্ঞাপক মত সত্য ধর্ম্মের বিধান নহে। যেখানে ঐরূপ বিধান দেখা যায় তাহা ধর্ম্মের গ্লানিমাত্র, যথার্থ স্বরূপ নহে।

সংস্কৃত, হিব্রু, আরবী, পালি প্রভৃতি যে কোন পুরাতন ভাষায় লিখিত বা যত প্রাচীনকালের শাস্ত্রই হোক্ না যদি তার বাণী ব্যবহারিক জীবনে অনুসরণ করার সম্ভাবনা না থাকে বা বিশুদ্ধ যুক্তিতে তার সত্যতা প্রমাণিত না হয় এবং তাহা বিশ্বমানবের পক্ষে সমভাবে অনুসরণ যোগ্য না হয়, তবে সে পথকেও ধর্ম্মের সত্যপথ বলা চলে না। অর্ব্বাচীন ভাষায় লিখিত শাস্ত্র সম্বন্ধেও ঐ কথাই প্রযুজ্য।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মানবতার সর্ব্বজনীন আদর্শের একটী নিখুঁত চিত্র-পরিকল্পনা আজ পর্য্যন্তও যে সম্ভব হয়নি একথা সত্য হলেও প্রত্যেক প্রধান ধর্ম্মমতের মধ্যে এমন কতকগুলি সাধারণ নীতি আছে যা অনুসরণ করে চললেও তাকে আদর্শ মানব বলা চলে। এই নীতিসমূহ সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে ঠিক একপ্রকারই নির্দ্ধারিত আছে, কোথাও মতদ্বৈধ নাই। ধর্ম্মের এই সর্ব্ববাদীসম্মত বিধানই অনুসরণ করা সঙ্গত। তাতে ধর্ম্মদ্বন্দ দূর হয়।

দ্বৈতভাবাত্মক ঐকদেশীক সাকারবাদ বা নিরাকারবাদ যতই মহামহিমান্বিত ও চির্ত্তাকর্ষকরূপে বর্ণিত হোক না, তাতে ভেদের গণ্ডী থাকবেই। ভূমা সম্বন্ধে এইরূপ শিক্ষা শাস্ত্রসম্মত নহে। ধর্ম্মগত ভেদের প্রাচীর দেশ ও জাতীর স্বার্থগত ভেদ অপেক্ষাও দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। মানবজাতীর মধ্যে এত অনৈক্যের প্রধান কারণই হচ্ছে ধর্ম্মগত মতবৈষম্য।

সত্যেই প্রতিষ্ঠা হয়—সত্যই মুল—এবং সত্যই অনুসরণ-যোগ্য। সত্যের সন্ধানে সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা এবং সঞ্চিত কুসংস্কারজাত ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ ক'রে উন্মুক্ত হৃদয় নিয়ে নির্ভীক বীরের মত অগ্রসর হ'তে হয়। এই অভিযানের নামান্তরই ধর্ম্মাচরণ। ধর্ম্ম মানুষকে অভয় ও অমৃত প্রদান করে। ভীরু ও পরপদানত করে না।

এই সত্য পথের পাথেয় প্রত্যেক যাত্রীর মানসিক শক্তি; মানুষের সমগ্র শক্তির আধার হচ্ছে মস্তিষ্ক মধ্যস্থ এক বিশেষ স্নায়ুকেন্দ্র। প্রত্যেক জীবের মধ্যেই এই শক্তি নিত্য এবং
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar
সমভাবে বিরাজিত আছে। কিন্তু ইহার গতিস্পন্দন অতি সূক্ষ্ম

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এবং অতিশয় দ্রুত। তাই সহজ অবস্থায় স্থুল ইন্দ্রিয়গ্রাম এ স্পন্দন অনুভব করতে বা কাজে লাগাতে পারে না। এই কেন্দ্রের শাস্ত্রীয় নাম "কুটস্থ"। সাধারণতঃ এবং স্বভাবতঃ মানুষের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ হয় সংকল্পাত্মক মস্তিষ্ক (Cerebrum) এবং (Cerebellum and Madulla oblongata) সাম্যবিধায়ক মস্তিষ্ক মধ্যস্থ স্নায়ু দ্বারা। এই স্পন্দন স্থুলতর ব'লেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। কিন্তু এই শক্তিদ্বারা সকল অভাব মেটে না—সে জন্য চাই পূর্ণ শক্তি। এই পূর্ণশক্তিই প্রাণ, ইহার নামান্তর ব্রহ্ম, আত্মা, প্রজ্ঞা, আনন্দ, ঈশ্বর প্রভৃতি। কুটস্থের স্নায়ুস্পন্দন অনুভব না করতে পারলে এই শক্তি আয়ত্ত হয় না।

স্পন্দনের অনুভূতি হয় শব্দ দ্বারা। শব্দের তারতম্য অনুসারে কম্পনবেগের তারতম্যও ধরা যায়। শব্দযোগবিদ্যায় অভ্যস্ত মনুষ্য বিভিন্ন স্নায়ূকম্পন-জাত শব্দ কোন বাহ্যিক যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াও শুনতে পারে এবং সেই শব্দধারা অনুসরণ ক'রে চিন্তাপ্রবাহকে সেই সেই স্নায়ুকেন্দ্রে নিরুদ্ধ ক'রতেও সক্ষম হয়। যেমন পেশী সঞ্চালনের ব্যায়াম কৌশল শিক্ষা দ্বারা মাংসপেশীকে আয়ত্ত করা হয়, তদ্রূপ অভ্যাস বিশেষ দ্বারা স্নায়ুমণ্ডলীকেও আয়ত্ত করা যায়। এই কৌশল কষ্টসাধ্য নয়—যে কোন বয়সে যে কোন নরনারীই সহজে অভ্যাস করতে পারে।

কিসে মানুষের মঙ্গল হয় তা হয়ত সে জানে এবং তার বিচার শক্তিও আছে; তথাপি সদাচরণ সর্ব্বত্র সম্ভব হয় না। মন যেন নিজের বশে নাই। এই অবাধ্য মনকে বশীভূত ক'রে কুশল পথে প্রয়োগ করার একমাত্র উপায়, স্নায়ুর কম্পনকে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আয়ত্ত করা। শুধু বুদ্ধিবলে বা বাহ্যিক অনুষ্ঠানের সাহায্যে কিম্বা উপদেশের প্রবোধ বা শাসন দ্বারা মনকে বশীভূত করার আশা দুরাশা মাত্র। কেবলমাত্র যৌগিক অভ্যাস দ্বারা মনকে স্ববশে আনা যায়।

এই যৌগিক পথানুসারী ব্যক্তির কোন সম্প্রদায় বিশেষের মতানুকূল ঈশ্বরবাদ গ্রহণ না করলেও চলে। দুর্ব্বল সবল প্রত্যেকেই জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এইরূপ ধর্ম্মানুশাসনই মানুষকে খাঁটী মানুষ হবার পথ দেখাতে পারে এবং এই পথেই ধর্ম্মগত—জাতিগত—সমাজগত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে। ব্যক্তিগত রুচি ধর্ম্ম নির্দ্ধারণের মানদণ্ড হলে দ্বন্দ্ব হবে অনিবার্য্য।

প্রাকৃতিক বিধানে প্রত্যেক ব্যক্তিই বিচিত্র মন নিয়ে আত্ম-প্রকাশ করেছে, কাজেই রুচিও ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু সমষ্টি মনে এই বৈচিত্র নাই। তাহা এক অখণ্ড সমগুণময়। ব্যক্তিগত মনের রুচি অনুসারেই স্বার্থবোধও বিভিন্ন হয়। স্বার্থ প্রতিহত হওয়াই অশান্তির হেতু। অতএব ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র ভেঙ্গে গেলেই সমগ্র মানব সমাজে এক অখণ্ড সম স্বার্থবোধ জাগ্রত হবে। তখন বিশ্বমৈত্রী আর আকাশ কুসুমের মত অসম্ভব মনে হবে না।

ব্যক্তিগত মনের বৈচিত্র্যের কারণ হচ্ছে জন্মজন্মের অভ্যাস দ্বারা অর্জিত সংস্কার। এই সংস্কার মনের সহজাত স্বভাব নয়—পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিচয় হ'তে সংগৃহীত গ্রন্থির চাঞ্চল্য মাত্র। মনুষ্যের (Cerebrumএ) মস্তিষ্ক মধ্যস্থ স্নায়ুতে এই গ্রন্থি সমূহ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রত্যেক অনুভূতির স্মৃতি বহন ক'রে প্রতিনিয়ত নৃত্য করছে। যখন কেউ মনকে কোন বিষয়ে নিবিষ্ট করতে চেষ্টা করে, তখনই চিন্তাপ্রবাহ পূর্ব্ব অভ্যাসবশতঃ এই গ্রন্থিমণ্ডলে প্রবিষ্ট হয়। যোগ অভ্যাসী ভিন্ন কেহই এই স্থূল কম্পনের সীমা অতিক্রম করে সুক্ষ্ম কম্পনযুক্ত কুটস্থে চিন্তাপ্রবাহ পরিচালিত করতে পারে না।

এই প্রণালী অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হতে জেনে নিয়ে সহজেই মনকে একাগ্র ও নিরুদ্ধ করা যায়। তখন কুটস্থে প্রবিষ্ট হওয়া বা সমাহিত হওয়া আর কষ্টসাধ্য মনে হবে না। পূর্ব্বকথিত শব্দধারা অবলম্বনে লয়যোগের প্রণালীই এ বিষয়ে নিরাপদ এবং নিশ্চিত পন্থা।

মনুষ্যের ইচ্ছাশক্তি প্রভাবেই সমগ্র কল্যাণ সাধিত হতে পারে। কিন্তু সংযম অভ্যস্ত না হলে ইচ্ছাশক্তি প্রবুদ্ধ হয় না এবং পরিচালন করাও যায় না। সংযম গভীর ধ্যান অভ্যাস সাপেক্ষ্য। ধ্যানের প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে মনের প্রবাহকে এক নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহিত করা।

প্রত্যেক মনুষ্যেরই এই কৌশল অভ্যাস করা উচিত। সাম্প্রদায়িক মতবাদের সংকীর্ণতা বা গোঁড়ামী আকড়ে পড়ে থাকলে, সহস্র জন্মের কাতর ক্রন্দন বা দয়াপ্রার্থনাও বিফল হবে, ধর্ম্মাচরণের প্রকৃত উদ্দেশ্যও যে সফল হবে না, এ কথা অপ্রিয় হলেও কঠোর সত্য।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(১৯৩৮)

জৈবদেহমাত্রই মূর্ত্ত কর্ম্মফল অথবা কর্ম্মফলভোগের জন্যই জীবের দেহ গঠিত হয়। পুনঃ পুনঃ স্বীয় কর্ম্মফল ভোগের জন্য জন্মমৃত্যুশীল দেহ ধারণ করাকে অত্যন্ত দুঃখ বলা হয় এবং এই জন্যই জন্মমৃত্যুবিরহিত আনন্দময় অবস্থা বা মুক্তি প্রয়োজন। মুক্তিই নিরবচ্ছিন্ন শান্তি।

কাম্যকর্ম্মমাত্রই ফলপ্রসূ। অভিপ্সিত অপ্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তি প্রচেষ্টার নাম কামনা। সংকল্প দ্বারা চিত্তে ভোগ্য বিষয় পরিকল্পিত হয়, এবং ঐ ভোগ্য বিষয়ে ভোগের প্রবৃত্তি সঞ্জাত ভোক্তার সর্ব্ববিধ চাঞ্চল্যই কাম নামে অভিহিত। কিন্তু জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহের অনিবার্য্য এবং পরিমিত প্রচেষ্টাকে কাম বলা হয় না এবং মুক্তির জন্য মুমুক্ষুর যে কর্ত্তব্য কর্ম্মানুষ্ঠান, তাকেও কাম্য কর্ম্ম বলা চলে না। কর্ম্মমাত্রই ফলোৎপাদক হ'লেও যে ক্ষেত্রে কর্ত্তার ফলভোগের প্রবৃত্তি ও সংকল্প নাই এবং কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই, সেরূপ কর্ম্ম দেহোৎপত্তির কারণস্বরূপ হয় না।

পরার্থে কুশলানুষ্ঠান সুফলপ্রসূ হ'লেও কর্ত্তার অনাসক্তি-বশতঃ সে ফল বন্ধনের হেতুভূত হয় না ব'লেই এইরূপ কর্ম্মকে "নিষ্কাম কর্ম্ম", "ভগবানে কর্ম্মফল অর্পণ" বা "ভগবৎ-প্রীত্যর্থে নৈষ্কর্ম্ম" বলা হয়। নিত্যানন্দ স্বরূপ সাক্ষী আত্মাতে বা ভগবানে প্রীতি-অপ্রীতির ভেদ সম্ভব নয়। অতএব ভগবৎ-প্রীতি শব্দে মঙ্গলময় নিঃস্বার্থ সৎকর্ম্মই বুঝতে হবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শাস্ত্রে যে সকল বহুফলশ্রুতিযুক্ত কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানবিধি আছে, তাহা কেবলমাত্র ভোগাভিনিবেশ সঞ্জাত মোক্ষভীতিহেতু অজ্ঞানীর জ্ঞানে যে অরুচি থাকে, তাই দূর করার জন্য প্রলোভন বাক্য। অর্থাৎ অজ্ঞানীকে ফলশ্রুতির প্রলোভনে আকৃষ্ট ক'রে মোক্ষবিষয়ে প্রবৃত্তি প্রদানের কৌশলমাত্র। যথা—

"পিব নিম্বং প্রদাস্যমি খলু তে খণ্ডলড্ডুকান্।
পিত্রৈবমুক্তঃ পিবতি তিক্তমপ্যতি বালকঃ॥

শাস্ত্রের উদ্দেশ্য—মোক্ষ উপদেশ, উপায়—জ্ঞানের উন্মেষ। নৈষ্কর্ম্ম জ্ঞানের পূর্ব্ব কারণ বলেই নিষ্কাম কর্ম্মের প্রশংসা। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মসাধনও মুক্তির গৌণপ্রাপক মাত্র—মুখ্য উপায় নহে। কর্ত্তব্যজ্ঞানে অনাসক্তভাবে সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ঘটে। বিশুদ্ধ চিত্ত সত্ত্বগুণের আধিক্যহেতু প্রশান্তভাব ধারণ করলে অবিদ্যা তরঙ্গ প্রশমিত হয়। অবিদ্যাই জ্ঞান উন্মেষের পথে আবরণ। এই আবরণের উচ্ছেদ করাকেই জ্ঞানার্জ্জন বলা হয়।

এক অখণ্ড অদ্বয় প্রাণময় আত্মার একাংশে মণিদ্যুতির ন্যায় স্বভাবজাত যে তরঙ্গ পরিকল্পনা, তাহাই মায়া। এই মায়া-তরঙ্গে প্রতিবিম্বিত আত্মার প্রতিবিম্বই ঈশ্বর, এবং মায়া-তরঙ্গের একাংশে যে স্থূলতর তরঙ্গ প্রতিভাত হয়, তাহাই অবিদ্যা। অবিদ্যা-তরঙ্গে প্রতিবিম্বিত ঈশ্বর প্রতিবিম্বই জীবাখ্য সুখ-দুখের ভোক্তা বা জীব অভিমানী অহং। আত্মজ্ঞানোদয়ে ভোগাবসান ও অভিমানের বিনাশ ঘটে এবং আত্মা স্বভাবে স্থিত হয়। অতএব কেবলমাত্র জ্ঞানই মুক্তির মুখ্য প্রাপক।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রায় সকল দেশেই ঈশ্বর, ধর্ম্ম ও সাধ্য-সাধক সম্বন্ধে কতক-গুলি উপাখ্যান ও প্রবাদ প্রচলিত আছে। তার প্রভাবে অধিকাংশ মানুষ এমনভাবে প্রভাবিত যে, তারা দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও আপ্তকাম ঋষিবাক্যকেও কূট তর্ক বা বুদ্ধিপ্রসূত কল্পিত বাক্যজাল মনে করতে দ্বিধাবোধ করে না। যোগসিদ্ধ মহাত্ম-গণের আত্মানুভূতি অপেক্ষাও ঐ সকল কিংবদন্তী অধিকাংশ লোকের নিকটই বিশ্বাসযোগ্য বিবেচিত হয়। তার ফলে শিষ্টগণের অনুভূত এবং উপদিষ্ট বৈজ্ঞানিক যুক্তিপূর্ণ অত্যুদার মানব-ধর্ম্মের সত্য মর্ম্মের প্রতি অনাস্থা, পক্ষান্তরে দেশকালে সীমাবদ্ধ সম্প্রদায় বিশেষের পরিকল্পিত সংকীর্ণ মতবাদের প্রতি বিশেষ আস্থা সঞ্জাত হওয়াতে ধর্ম্মদ্বন্দ্ব, মতদ্বৈধ, সাম্প্রদায়িক কলহ প্রভৃতি অনিবার্য্য হয়ে পড়েছে, তাই বর্ত্তমানযুগে অনেক স্থানেই ধর্ম্মাচরণ অনাবশ্যক আড়ম্বর বা উদ্দেশ্যহীন অনুষ্ঠান ব'লে পরিত্যক্ত হয়েছে।

"ধর্ম্মসম্বন্ধে পরমত-সহিষ্ণুতা থাকা প্রয়োজন"—এ উপ-দেশটী হয়ত খুবই মুল্যবান এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির তারতম্য হেতু প্রয়োজনও বটে। কিন্তু সত্যের মানদণ্ডে এ লৌকিক সিদ্ধান্তের স্থান অতি নিম্নস্তরে। যে মত যুক্তিসহ নয়,যে মতের অনুষ্ঠানে মনুষ্যত্ব আঘাতপ্রাপ্ত হয়, যে পথের আয়তন সংকীর্ণ ও জটিল, সে মত এবং সে পথ শিষ্টগণের গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে না।

যদি প্রকৃত শান্তি বা পরম সুখ লাভ করাই চরম লক্ষ্য হয়, তবে এই শান্তি মানব সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিরই সমভাবে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রাপ্য হওয়া উচিত। কেবলমাত্র সমষ্টির উন্নতি বা সুখই প্রকৃত সুখ নয়। অতএব প্রত্যেক মানুষেরই স্বীয় প্রচেষ্টায় শান্তির পথ অনুসরণ করা কর্ত্তব্য, এবং সমাজগত উন্নতির প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত উন্নতির প্রচেষ্টা ভিন্ন সম্পূর্ণ সার্থকও হতে পারে না।

বর্ত্তমান প্রগতি যা কেবলমাত্র বস্তুতান্ত্রিক বিজ্ঞানবাদ, লৌকিক সাহিত্য, বর্ব্বরতার ইতিহাস, উন্মার্গগামী সামাজিক সভ্যতাবিধান এবং তথাকথিত ধন-সাম্যবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তার নাম অহিংসনীতি হলেও তাতে হিংসার ক্রিয়া নিরস্ত হবে না, এবং এ পথে শান্তিলাভের আশাও দুরাশা মাত্র। এ কেবল এক দুঃখের বৃত্তকে বৃহত্তর দুঃখের বৃত্তদ্বারা আবৃত রাখার পণ্ডশ্রম মাত্র।

প্রকৃত শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা আরম্ভ হতে পারে শক্তি-সাম্য দ্বারা। তার অন্তরায় হচ্ছে, ব্যক্তিগত স্বার্থস্বাতন্ত্র্য এবং মত-বৈষম্য। সত্যজ্ঞান দ্বারাই এই অন্তরায় বিদূরিত হ'তে পারে। প্রত্যেক মানুষেরই এক নির্দ্ধারিত প্রণালীতে শক্তির উদ্বোধন সম্ভবপর, এবং ইহাই মানবধর্ম্ম। ধর্ম্মগত সাম্যই শক্তিসাম্যের তথা শান্তিলাভের প্রধানতম পথ ব'লে মনে হয়।

(১৯৩৯)

মনুষ্যমাত্রই ঈশ্বরের প্রতীকস্বরূপ। ঐশীভাবে পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠাই মানবতার চরম আদর্শ। "ঈশ্বর" শব্দে ঐকদেশিক শক্তিমান্ বস্তুবিশেষকে না বুঝে উৎকর্ষতার শ্রেষ্ঠতম পরিণতি বুঝলে লক্ষ্যনির্ণয় করা ও গতিপথ সহজ হয়। জৈব মলিনতা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ও দৌর্বল্য দূর হ'লে জীবের মধ্যে ঈশ্বরের বিকাশ হয়। ঈশ্বরোপাসনার মূল তাৎপর্য্যই হচ্ছে—দেহমনকে ঐশীভাবময় করে তোলা। স্তুতি, মিনতি প্রভৃতি বাহ্যিক পূজার্চনাই এ সাধনার সবটুকু নয়—ও সব গতিপথের সামান্য সহায় মাত্র।

জন্মগত সংস্কার, কর্ম্মগত ভ্রান্তি এবং অভিনিবেশসঞ্জাত ভীরুতা দ্বারা রচিত হয়েছে যে মলিনতার আবরণ—ভেদবুদ্ধিবশতঃ সৃষ্ট হয়েছে যে সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্রত্ব বা দৌর্বল্য, এরাই হয়েছে ঐশীভাব বিকাশের অন্তরায়। অভ্যাস ও জ্ঞানবিচারের দ্বারা এ প্রতিবন্ধক দূর করাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

যেমন আবর্জনাস্তূপে পড়লে সুধাও হ'য়ে ওঠে বিষাক্ত, তেমনি মলিন জৈব আবরণের মধ্য দিয়ে আনন্দস্বরূপ অন্তর্যামী আত্মাও অনুমিত হন, দুঃখময়। জৈব সংস্কারের আবেষ্টনীর দোষে শান্তিস্বরূপ চিরমুক্ত ভূমাকেও সীমাবদ্ধ দুর্বল বিবেচিত হয়। এ সবই ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তির অত্যন্ত বিনাশ হ'লেই আনন্দময় মুক্তাবস্থার উপলব্ধি হয় এবং এই অবস্থায়ই দুঃখের অন্ততঃ নিবৃত্তি ঘটে।

মলিন দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব যেমন বিকৃত দেখায়, তেমনি অবিশুদ্ধ দেহ-মনে, অস্থিরচিত্তে সৎবৃত্তি ও অসৎভাবে বিকশিত হয়। সে ক্ষেত্রে প্রেম হয় কাম, মিনতি হয় স্বার্থসিদ্ধির উপায়, ত্যাগ হয়ে পড়ে যশোলিপ্সা। অতএব চিত্ত-শুদ্ধীকরণ সমগ্র সাধনার প্রথম সোপান। এর জন্য চাই আত্মসমীক্ষা। নিজের দিকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে হবে। নিজের প্রত্যেকটী দোষগুণ বিচার করে দোষ পরিহার ও গুণের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অনুশীলন করা প্রয়োজন। স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শনের জন্য দর্পনের যেমন প্রয়োজন, আত্মসমীক্ষার জন্য গুরু করণেরও তেমনি অনিবার্য্য প্রয়োজন আছে। চিন্তায়, ব্যবহারে, কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে, দোষগুণের পর্য্যালোচনায় গুরুর সাহায্য চাই। এ বিষয়ে দম্ভ ও অভিমান থাকলে গন্তব্যপথ হয়ে ওঠে জটিলতর। দাম্ভিক কখনই উপসন্ন হতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট উপসন্ন না হলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ সুদূরপরাহত। জ্ঞানলাভের যোগ্য অধিকারী তিনি, যিনি সত্যানুসন্ধিৎসু, যুক্তিগ্রাহী, সিদ্ধান্তবাক্য-অনুসরণ-কারী ও উপসন্ন। ঐশ্বর্য্য, রূপ, যৌবন, জাতি, কুল, মান এক্ষেত্রে অধিকারের সূচনা করে না।

নীতির অনুসরণ করা চাই, নতুবা নৈতিকশক্তি প্রবুদ্ধ হবে না, শুভেচ্ছাও কার্য্যকরী হবে না। নৈতিক-বল-সম্পন্ন মানবের বুদ্ধি থাকে নির্ম্মল ; কাজেই তার যুক্তিও হয় অভ্রান্ত, বিশ্বাসও অটল। কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্তঃকরণের বুদ্ধি মলিন। কাজেই এর যুক্তি ভ্রান্তিপূর্ণ, বিশ্বাসও কুফলপ্রসূ অন্ধবিশ্বাস মাত্র। চিত্ত-শুদ্ধির পূর্বে ভক্তি, বিশ্বাস, ভজনপূজন যা কিছু করা হয়, তার উপর নির্ভর করা চলে না।

অন্তঃকরণ-বৃত্তির স্বাভাবিক গতিচক্রের সাম্য যাতে সুরক্ষিত হয়, তাহাই নীতি—এর ব্যতিক্রম ঘটলেই দুঃখের আগম হবে। সুখশান্তিকামী ব্যক্তিমাত্রকেই সত্যের উপর নির্ভরশীল, নীতির অনুসরণকারী ও জ্ঞানের সিদ্ধান্তে বিশ্বাসী হতে হবে। এক্ষেত্রে ভাবপ্রবণতা বা চাঞ্চল্যের স্থান নাই, ওগুলি অনাবশ্যক অনিষ্টকর উত্তেজনামাত্র।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যে সকল মানুষ স্বীয় ঐশ্বর্য্য, ভোগবিলাস পুরাপূরি বজায় রেখে দরিদ্রকে কিছু দান করে', বেকারকে কিছু সাহায্য করে', কৃষকমজুরদের নিয়ে মাতামাতি করে, অথচ নিজেরা তাদের সমান ভূমিকায় নেমে আসে না, তাদের দ্বারা বিশেষ কোনো কাজ হবে না। সত্যিকারের কাজ করতে হ'লে নিজেদের স্বার্থ বলি দিতে হবে—দশের স্বার্থে, নিজের ঐশ্বর্য্য দশজনকে নিয়ে সমভাবে ভোগ করতে হবে। ধর্ম্মকে বিসর্জন দিলে চলবে না, বরং তাকে সব সামর্থ্য দিয়ে আঁকড়ে ধরতে হবে। শক্তিবৃদ্ধির মূলে আছে—সত্যজ্ঞান। সত্যজ্ঞানলাভের উপায় জানাতে হবে প্রত্যেককে—সুযোগ দিতে হবে প্রত্যেক নরনারীকে। এই শিক্ষাপ্রচারের ব্রত নিয়ে যাঁরা অগ্রসর হবেন, তাঁরাই হবেন কৃতকার্য্য। অন্য সব উন্মত্ততা খ-ধূপের মত কিছু জ্বালা ছড়িয়ে অঙ্গার হ'য়ে পড়ে' থাকবে। উন্নতির পথে অগ্রসর হবে না দেশ এক ইঞ্চিও—যদি তার নৈতিকতাবর্জ্জিত উন্মত্ততাকে সমর্থন ক'রে চলে।

(১৯৪০)

মনুষ্যের প্রয়োজনবোধ সীমাহীন, আকাঙ্ক্ষা অপরিমেয়। বিশ্বের আধিপত্য পেলেও এ ক্ষুধার নিবৃত্তি নাই, কিন্তু কর্ম্মক্ষমতা তার সীমাবদ্ধ, শক্তি তার দেহকোষে অবরুদ্ধ। তাই সে চির-তৃষাতুর, চির অতৃপ্ত। অপূর্ণতার ব্যথাই জীবের চরম দুঃখ। তাই জীব চায় এ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি, চায় সে পূর্ণ হ'তে, তার সকল বাসনা চরিতার্থ করতে। প্রবৃত্তিবশে ভোগের পথে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চল্‌তে সে বাধ্য। কিন্তু সে পথে তো শান্তি মেলে না, মেলে সংযমের পথে।

অমিতাচারে শক্তির ক্ষয় হয়—পরিণাম মৃত্যু, মিতাচারে শক্তি হয় কার্য্যকরী—পরিণাম অমৃত। সংযমশিক্ষা ও শক্তি-প্রয়োগের বিধিবদ্ধ প্রণালী আছে। সে প্রণালী নিয়মিতভাবে শিক্ষা করতে হয়—অভ্যাস করতে হয়। শিক্ষাভিন্ন সহজাত বুদ্ধির সাহায্যে সংযমের পথে চলা যায় না। যে শিক্ষাপ্রণালী মানুষকে সংযত ক'রে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর ক'রে দেয়—যে শিক্ষা মানুষকে যথার্থ মনুষ্যত্ব প্রদান করে, তাকেই বলে ধর্ম্ম-শিক্ষা।

ধর্ম্মশিক্ষা ভিন্ন মানবের দুঃখ নিবৃত্তির অন্য উপায় নাই। ধর্ম্মশিক্ষাই শান্তিলাভের ও স্বাধীনতালাভের একমাত্র পথ। ধর্ম্মশিক্ষা বর্জিত শিক্ষা—কুশিক্ষা। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে, প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে গৃহে প্রত্যক্ষ শক্তিপ্রদ যৌগিকপন্থায় অদ্বৈতমতা-নুকূল ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করাই স্বাস্থ্য সম্পদ লাভ ও শান্তি স্থাপনের প্রকৃষ্ট উপায়।

(১৯৪২)

মনুষ্যমাত্রই উন্নতিকামী, কিন্তু উন্নতি সাধনের উপায় কি? ধর্ম্ম বা সত্ত্বগুণাধিক্যই উন্নতির মূল—অধর্ম্ম বা তমোগুণাধিক্যই অবনতির কারণ। সত্ত্বগুণাধিক্য ঘটে ধৃতি প্রভৃতি সংযম সাধন দ্বারা। "যাহা সত্য—যাহা চিরস্থির তাহাই ধর্ম্ম—যাহা ধর্ম্ম তাহারই প্রকাশ সৎকর্ম্মরূপে, যাহা প্রকাশ না সৎকর্ম্মের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ফল তাহাই সুখ"। প্রবৃত্তির সাম্যই নিবৃত্তি বা সংযম। কিন্তু প্রবৃত্তি-মার্গগামী জীবের ধর্ম্মমূলক সংযম সাধনে রুচি স্বাভাবিক নয়—শুভেচ্ছা ও শিক্ষাসাপেক্ষ। যদিও ক্রিয়াশীল বস্তুমাত্রেরই কর্ম্মনিবৃত্তি বা সাম্যাবস্থা জ্ঞানত—অজ্ঞানত প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটন সম্ভব, কিন্তু সে অবস্থা বহু জন্ম-বিবর্ত্তনের পরেও ঘটতে পারে। নিরোধ শক্তির প্রসারণ-কৌশলই নিবৃত্তিসাধন, অর্থাৎ প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি, সংযম অভ্যাসের ফলে অত্যন্ত নিবৃত্তি সিদ্ধ হয়। চিত্তশক্তির নিরোধ দ্বারা পার্থিব কর্ম্মসাধনের ক্ষমতাও প্রসারিত হয়। সংযম শক্তির সংবর্ধনই যোগের উদ্দেশ্য। অতএব উন্নত হ'তে হলেই তাকে ধার্ম্মিক অর্থাৎ যোগী হ'তে হবে। ভাক্ত বৈষয়িক বিজ্ঞান বা পার্থিব অভিজ্ঞতা নিয়ে উন্নতির স্পর্ধা নিরর্থক—ব্যক্তি বা সমাজের পক্ষেও তা কল্যাণপ্রদ নয়।

আত্মজ্ঞান ভিন্ন উন্নতি অসম্ভব। উন্নত না হ'লে সুখী হওয়া যায় না। ব্যক্তিগত পরিকল্পনা প্রকৃত উন্নতির আদর্শ নয়। ত্রৈগুণ্যের ভেদবশতঃ ব্যক্তিভেদ হয়েছে, ব্যক্তিভেদের জন্যই রুচির ভিন্নতা, রুচিভেদে বিচার ও বোধশক্তির ভেদ অবশ্যম্ভাবী। তাই জীবগণের আনন্দানুভূতির ও ক্রমোৎকর্ষাপকর্ষ আছে, কর্ত্তব্য নির্ণয় শক্তির তারতম্য আছে। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের একান্ত প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা পরমানন্দ উপভোগ। জ্ঞানের উৎকর্ষ ভিন্ন পরমানন্দ ও আপাতমধুর পরিণামে দুঃখপ্রদ বিষয়ানন্দের ভেদ বুঝতে পারা যায় না। বিচার শক্তির অভাবেই মানুষ সমবেদনজ সুখ-দুঃখকে আনন্দভ্রমে গ্রহণ করে—দুঃখপ্রদ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিষয়ে আসক্ত হয়—অকর্ত্তব্যকে কর্ত্তব্যজ্ঞান করে। যে উপায় অবলম্বন করলে আত্মজ্ঞান প্রবুদ্ধ হয়, তাহাই ধর্ম্ম বা যোগ।

জীবদেহ ত্রিগুণাত্মক। প্রত্যেক দেহগঠনেই গুণত্রয়ের ভাগবৈষম্য আছে এবং এই বৈষম্যের জন্যই বস্তুমাত্রের উপাদান-পরমাণু-সংস্থানের ভেদ হয়, কাজেই স্পন্দনেরও ভেদ ঘটে। স্পন্দন-ভেদবশতই বস্তুগত ভেদ দৃষ্ট হয়, এক অখণ্ড আত্মাকে তাই আমরা বহুরূপে দর্শন করি। উপাদানের ন্যূনাতিরেক বা বৈষম্যই ধর্ম্মাধর্ম্ম। এই বৈষম্যের সমীকরণই ধর্ম্মবিজ্ঞানের সাধন।

ত্রিগুণবৈচিত্র্যে সংঘটিত ভেদসৃষ্টির সমীকরণ সাধনের জন্য চাই যে সংশ্লেষাত্মক বিবেক ও বিশ্লেষাত্মক বিবেক, তাও আবার পূর্বসিদ্ধ জ্ঞান বা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান সাপেক্ষ। শুদ্ধবিচারণা সমানা-সমান-বোধমূলক, অর্থাৎ "ইহা এইরূপ—ইহা এইরূপ নহে" এই প্রকার নির্দ্ধারণই জ্ঞানের ক্রিয়া। অতএব পূর্বজ্ঞাত স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ের তুলনামূলকবোধই বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের হেতু। জগৎ অসংখ্য সুক্ষ্ম বস্তুর সমষ্টি বা মূর্ত্ত ক্রিয়া মাত্র। ক্রিয়ার তাৎপর্য ক্রমোৎপন্ন-ব্যাপাররাশি। সুতরাং ক্রমোৎপন্ন ব্যাপারের সমীকরণই বিবেকজ জ্ঞান। এই জ্ঞানপ্রসূত কার্য্যাবলই ধর্ম্ম—ধর্ম্মের ফল শান্তি। ধর্ম্মজ্ঞানবিবর্জিত নায়কের পরিকল্পিত শান্তিপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা রাষ্ট্র বা সমাজের পক্ষে অহিতকর।

বিবেকজ জ্ঞান ক্ষণ ও ক্রমের সংযম দ্বারা আবির্ভূত হয়। ক্ষণ, দেশ ও পরমাণু এই তিনের বৈশিষ্টে সংযম ধারণ করতে যোগীই সক্ষম। সাধারণ বুদ্ধিদ্বারা এ কার্য্য সম্পন্ন হয় না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিবেকজ জ্ঞান ভিন্ন দুঃখাদি অনাদি কার্য্য-কারণ-ভাবাত্মক মিথ্যা-জ্ঞান ও সত্যজ্ঞানের ভেদ নিরূপিত হয় না। মিথ্যাজ্ঞানই যাতনার মূল, সত্যজ্ঞান সুখপ্রদ। যে কর্ম্মানুষ্ঠানে বিবেকজ জ্ঞান প্রবুদ্ধ হয়, তাহাই উপাসনা বা তপস্যা এবং তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মজ্ঞান-বিবর্জিত নীতি আপাত-উন্নতিপ্রদ দৃষ্ট হ'লেও পরিণামে সংঘর্ষ ও অশান্তিপ্রদ হবেই।

শক্তির রূপান্তর-পরিণামই কর্ম্ম। সেই কর্ম্মের করণই শরীর-যন্ত্র। এই যন্ত্রদ্বারাই ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় এবং যন্ত্রী জীবাত্মা তার ফলভোগ করে। এই নিয়মের গণ্ডীই জৈব-বন্ধন এবং ইহাই দুঃখ। জীবাত্মার অপ্রতিহত অবাধিত অবস্থাই মুক্তি বা স্বাধীনতা, এই স্বাধীনতা বা স্বরাজ্য লাভই সুখ। সুখ-প্রাপ্তি ও দুঃখ-পরিহার কর্ম্মের উদ্দেশ্য। যে কর্ম্মদ্বারা পরম সুখ বা মুক্তিলাভ হয় তাহাই ধর্ম্ম।

মিথ্যাজ্ঞানপ্রসূত রাগদ্বেষই বাহ্য কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু। সংকীর্ণাত্ম জ্ঞানেরই রাগদ্বেষ প্রবল হয়। বাধিত জীবন সংকী-র্ণাত্ম—অবাধিত জীবন মুক্ত বা প্রসারিত। অতএব সংকীর্ণাত্ম-জ্ঞানী নায়কের পরিচালিত রাষ্ট্র বা সমাজ কালক্রমে দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। সত্য ও ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে কোনো বিজ্ঞান বা নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে না, গঠন করলেও বালুকা নির্ম্মিত প্রাসাদের মত তাহা অচিরে ভূমিসাৎ হয়। অতএব উন্নতিকামী প্রত্যেক মানুষের জীবনপথের গতি সত্যধর্ম্মানুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"অভিঃ"—আর্ষবাণী। অন্তরে বাইরে নির্ভীক হও। যে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানে সে কিছুতেই ভীত হয় না। যে ভেদদর্শী, অমৃতকে সে মৃত্যুরূপে দেখে। আমরা অমৃতের সন্তান হ'য়েও অমৃত-বিমুখ মৃত্যুকবলিত ভীরু। আমরা স্বরাজ্য-ভ্রষ্ট—আত্মজ্ঞানহারা—আত্মশক্তিতে আস্থাহীন। তাই আজ আমরা দেহ মনে দরিদ্র। অভাব বোধের বেদনাই দারিদ্র্য, দারিদ্র্যই ভীরুতার জনক।

প্রাকৃতিক বিধানে মৃত্যু জীবের চির সহচর। এই দুর্নিবার অপরাজেয় অলক্ষ্য শত্রুর নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণ হ'তে আত্মরক্ষা করার জন্যই জীবকে চালাতে হয় যে বিপুল সংগ্রাম তাহাই জীবের জীবনযাত্রা। জীবন সংগ্রামে জয়ী হ'য়ে অমৃতত্ব লাভ করাই সাধনা।

আত্মজ্ঞান প্রবুদ্ধ না হ'লে, আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হ'তে পারলে, আত্মপ্রত্যয় না থাকলে, জীবনযুদ্ধে জয় লাভ করা যায় না। এই আত্মশক্তিই পুরুষের ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্য লাভ করার জন্য যে বিধিবদ্ধ প্রচেষ্টা তাহাই মানবধর্ম্ম।

প্রকৃতির প্রভাব পৌরুষের বিরোধী। বুদ্ধি, বিজ্ঞান ও কর্ম্মকুশলতার দ্বারা প্রতিকূল প্রাকৃতিক নিয়মকে অনুকূল করা, দুর্দমনীয় নৈসর্গিক প্রভাবকে আয়ত্ত করাই মানবের তপস্যা। এই তপস্যার প্রণালীকেই বলে ধর্ম্ম-বিজ্ঞান।

আমাদের যাবতীয় কর্ম্মধারা ধর্ম্ম-বিজ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'লে আমরা জীবনযুদ্ধে নিশ্চয় বিজয়ী হ'তে পারি। বিভিন্নমুখী স্বার্থের সংঘাতে আমরা দুর্বল হ'য়ে পড়েছি। সমবায় ও সহযোগই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আমাদিগকে পুনরায় সবল করতে পারে, এবং ইহাই উন্নতির প্রথম সোপান।

মানুষের পার্থিব ও অপার্থিব ঐশ্বর্যলাভ অন্তরবাহ্য দারিদ্র্য বিমোচন, ও অত্যন্ত সুখপ্রাপ্তি নির্ভর করে নৈতিক শিক্ষার উপর। আমরা আজ শঙ্কটাপন্ন, জটিল সমস্যা এসে পড়েছে আমাদের সম্মুখে। তবু এ বিপদ আমাদের সমবেত শক্তির তুলনায় অতি নগণ্য, যদি আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহায় হ'তে পারি, যদি আমরা বৃথা মর্যাদা বোধ, কল্পিত সাম্প্রদায়িক ভেদজ্ঞান, তুচ্ছ ব্যক্তিগত স্বার্থ ভুলে গিয়ে, এক অখণ্ড দেশের বিরাট অখণ্ড মানব-সংঘের জন্য, এক মহাজাতির জন্য আমাদের সবটুকু শক্তি সমবেত ভাবে প্রয়োগ করি, সত্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে কৃষি, শিল্প, বানিজ্য, স্বাস্থ্য, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি সব বিষয়ে সকলের দিকে চেয়ে সকলের সঙ্গে সহযোগ রেখে কাজ করি।

জাতীয় জীবনই দেশজোড়া বিরাট দেউলের জীবন্ত-দেবতা— অখণ্ড বিরাট পুরুষ। আমরা সবাই তার পূজারী। সকলে সকল ব্যক্তিস্বার্থ বলি দিয়ে এ পূজায় আত্মনিয়োগ করলে এক দিনেই আমাদের সিদ্ধিলাভ হয়।

মনুষ্যত্বই মানবধর্ম্ম। এই ধর্ম্মাচরণের ফলে ঘটে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি, লাভ হয় পরম পুরুষার্থ। মানবতার আদর্শে জাতি, ধর্ম্ম ও আচারগত ভেদ নাই। এর বিধান মানুষের জীবন পথের অপরিহার্য পাথেয়, এর নীতিও সর্বজনীন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জীবমাত্রই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। মানুষ পৌরুষ ও বুদ্ধিবলে প্রাকৃতিক নিয়মের উপর আংশিক আধিপত্য বিস্তার ক'রে জীবনযাত্রা কিছু সুগম করেছে বটে, কিন্তু এইখানেই মানবজন্মের চরম সার্থকতা নয়, এটুকু মানবীয় জ্ঞানের সামান্য বিকাশমাত্র। পূর্ণজ্ঞানী মনুষ্যই গৌরবান্বিত, আদর্শ ও পরম-সুখী। জ্ঞানহীন মানুষ পশুতূল্য ও চিরদুঃখী।

জাতি ও ধর্ম্মগত আচার বৈষম্যের সংঘর্ষ, ধনী ও দরিদ্রের ব্যবহারগত অসামঞ্জস্য, সামাজিক উচ্চ-নীচ-স্তরভেদজনিত মর্য্যাদার গর্ব্ব ও অবজ্ঞার অপমান এ দেশের মানবসংঘকে করেছে অন্তরে বাইরে বহুধা বিচ্ছিন্ন। এ গ্লানিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যোগ্যশিক্ষার অভাবে। এ অবস্থা জ্ঞানের পরিচায়ক নয় বরং পাশব অজ্ঞতা।

জ্ঞানের উন্মেষ শিক্ষাসাপেক্ষ। এই বিরাট দেশের সকল বৈষম্য দূর ক'রে সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, কেবলমাত্র অসাম্প্রদায়িক মানবধর্ম্মমূলক শিক্ষাপ্রচার দ্বারা শিক্ষায়তনের মারফতে। দেশের ছোটবড় সকল শিক্ষায়তনগুলি এক বিশিষ্ট নিয়মে সংঘবদ্ধ হ'য়ে সহজসাধ্য যৌগিকপ্রথায় সমভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের শরীর ও মন গঠনের চেষ্টা করলে, তাদের অভিলাষ, উদ্দেশ্য ও গতির একত্ব সাধিত হ'তে পারে, যদি ভাবধারার সামঞ্জস্য সুরক্ষিত হয়।

সকল শিক্ষায়তনে প্রাদেশিক মাতৃভাষাই হবে এ শিক্ষার বাহন। দেশ ও যোগ্যতা ভেদে শিক্ষনীয় বিষয় বিশেষের প্রাধান্য থাকবে কিন্তু মৌলিক ভিত্তি ও লক্ষ্যস্থল হবে দেশ-জাতি নির্বিশেষে সর্বত্র একরূপ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রত্যেক আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করে সমবেত শক্তি-প্রয়োগের উপর। বিষয়ের গুরুত্ব, দায়িত্বজ্ঞান ও প্রয়োজনবোধ একান্ত হ'লেই মানুষের চিত্তে কর্ম্মানুরাগ আসে, আপ্রাণ প্রচেষ্টার প্রবৃত্তি হয়, কর্ম্মসম্পাদনের অনুরূপ শক্তি জাগে। শিক্ষায়তনই পারে এই দায়িত্বজ্ঞান ও প্রয়োজনবোধ তরুণচিত্তে সমভাবে বদ্ধমূল করে দিতে। অন্য প্রচেষ্টা নিরর্থক।

অতএব দেশবাসীর প্রধানতম প্রাথমিক কর্ত্তব্য পরমুখাপেক্ষী না হ'য়ে, প্রত্যেকের সমগ্র সামর্থ্য দিয়ে প্রতিগ্রামে ভারতীয় মানবধর্ম্মের অনুকূল প্রণালীতে কার্য্যকরী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা এবং একটী শিক্ষাপরিষদের তত্ত্বাবধানে সমগ্র বিদ্যালয়ের মধ্যে আন্তরিক যোগসূত্র বজায় রাখা। অজ্ঞতার অভিশাপমুক্ত হ'লেই প্রকৃত মুক্তিলাভ সম্ভব হ'বে।

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্ব পাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যু প্রহানিঃ।
তস্যাভিধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ॥

সত্যস্বরূপ পরমদেবকে অহংভাবে জানলে সমুদয় অধীনতা-পাশ-রূপ বন্ধনের নাশ হয়। ক্লেশ ক্ষয় হওয়ায় জন্ম-মৃত্যু-রূপ দুঃখেরও অবসান হয়। তাহার অভিধ্যানে সাধক দিব্যদেহ লাভ ক'রে বিশ্বের ঐশী ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হন এবং ভোগাবসানে দ্বৈতরহিত আপ্তকাম হন। এই অধ্যাত্ম শক্তির উদ্বোধন যে অভ্যাস সাপেক্ষ, তাহাই যোগ।

অপরিতৃপ্ত জীবনসংগ্রামের চাঞ্চল্যই কর্ম্ম। মনুষ্য জীবন কর্ম্মময়। জীবনযাত্রার গতিপথের অসামঞ্জস্য জীবকে এক

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পলকও অকর্ম্মী অবস্থায় থাকতে দেয় না। এই কর্ম্মসমূহের কতকগুলি সহজাত বৃত্তি বা প্রকৃতি সঞ্জাত, এ সকল কর্ম্মের প্রয়োজন বোধ আছে কিন্তু সংকল্প নাই। অপর কর্ম্মসমূহের উদ্দেশ্যও আছে, সংকল্পও আছে। এই সকল পরিকল্পিত কর্ম্ম সম্পাদনার জন্য বিধানানুসারে যে প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়, সেই উদ্যমের নামই সাধনা। সংকল্পিত কার্য্য সিদ্ধির জন্য সাধনা করতেই হবে। যে কর্ম্মের পরিকল্পনা সৎ, অনুষ্ঠান সদ্ভাবাপন্ন এবং পরিণতিতেও সৎফল উৎপন্ন হয় তাহাই সুকর্ম্ম। সুকর্ম্মের মধ্যেও যে কর্ম্ম পরার্থে বিশ্বকল্যাণ মানসে অনুষ্ঠিত হয়, তাতে সংকল্প থাকলেও ব্যক্তিগত ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকায় তাকে নৈষ্কর্ম্ম বলা হয়। ব্যক্তিস্বার্থ-বিবর্জিত জনকল্যাণে অনুষ্ঠিত কুশল-কর্ম্মই শ্রেষ্ঠকর্ম্ম।

যে কর্ম্মের সংকল্প, অনুষ্ঠান ও পরিণতি, অসৎ-অনিষ্টকর, কেবল মাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থে অনুষ্ঠিত তাহাই কুকর্ম্ম। কুকর্ম্ম সর্বথা পরিত্যাজ্য, সুকর্ম্ম অবশ্য করণীয়। যে বিধানে সুকর্ম্ম সমূহ নিয়ন্ত্রিত ও সুসম্পন্ন হয়, তাহাই ধর্ম্মাচার। ধর্ম্ম কর্ম্ম-জীবনে অপরিহার্য্য।

সকলেই চায় সত্য—চায় কুশল—চায় সৌন্দর্য্য। এ চাহিদা প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই স্বাভাবিক ও চিরন্তন। যেহেতু জীবের কাম্যই পরিপূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন সুখ। যা সত্য নয়, তা নিয়ে তো কেউ পরিতৃপ্ত হতে পারে না, যাহা কিছু অকল্যাণপ্রদ তাহা কে কামনা করে? যাহা কুৎসিৎ উচ্ছৃঙ্খল অশোভন তাহাই তো চিত্তপীড়াদায়ক। কেউ দুঃখ চায় না, চায় সুখ। অসৎকর্ম্মের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পরিণাম দুঃখ। কাজেই প্রত্যেকের প্রতিকর্ম্ম হওয়া চাই সত্যের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত কল্যাণপ্রসূ সৌষ্ঠবময় ও সুসম্পন্ন। তার ফলে মিলবে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ—অত্যন্ত পরিতৃপ্তি। সুচিন্তিত এবং সুব্যবস্থিত নিয়মশৃঙ্খলার অনুবর্ত্তন ছাড়া সৎকর্ম্মে সাফল্য তথা শান্তিলাভের আশা করা যায় না।

আমরা চাই পূর্ণ স্বাধীনতা। তার অর্থ—আমাদের থাকা চাই সকল শুভইচ্ছা পূরণ করার অবাধ অধিকার ও নিরঙ্কুশ শক্তি। "স্ব শব্দের অর্থ আত্মা"। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ"। এই আত্মা আমাদের অন্তরস্থ সকলের অনুভূতি স্বরূপ, ইহাই ব্রহ্ম। এই সত্য সুন্দর কল্যাণময় অনন্তশক্তি অন্তর্যামী আত্মাকে না জেনে, আমরা ভ্রান্তিজালে জড়িত মনোবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত বাসনার দাস "অহং"কেই জেনেছি "আমি" ব'লে, তাই আমরা হ'য়ে পড়েছি অধীনের অধীন। এই ভূলবশতঃই আমাদের অন্তরস্থ অপরিমিত শক্তি অনন্তবীর্য্যকে ক্ষুদ্রত্বের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ ব'লে মনে হচ্ছে। আমরা যদি এই দুঃসহ বন্ধন হ'তে মুক্তি চাই, আমাদের কাম্য যদি স্বরাজ্য! তাহ'লে জানতে হবে "স্ব"কে অর্থাৎ আত্মাকে। আত্মাকে যে জানে সেই তো অভিঃ—সম্পূর্ণ নির্ভিক। আত্মজ্ঞানহীন অত্যাচারী পশুবলে বলীয়ান মনুষ্যই অসুর পদবাচ্য। আসুরিক বলের উৎপীড়নে অর্জিত তথাকথিত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা প্রকৃত স্বরাজ নয়। তাহা সত্য নয়, শিব নয়, সুন্দর নয়। ঐ আধিপত্য ক্ষণস্থায়ী, দুঃসপ্নের মত দুঃখময় উদ্বেগের হেতুস্বরূপ। এ উত্তেজনায় বহন ক'রে আনে অকল্যাণকর দুর্নীতি ও কুৎসিত বিভৎসতা। আমরা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পেতে চাই ন্যায়সঙ্গত অধিকার, সত্য-প্রেম-পবিত্রতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শান্তিময় স্বরাজ্য। তার জন্য প্রয়োজন আত্মশক্তি-পরিচালিত সুশৃঙ্খল অবিশ্রান্ত অহিংস সংগ্রাম।

আমরা আত্মাকে স্পষ্টরূপে না জানলেও চৈতন্যকে জানি। "চৈতন্যমেব তু নিরন্তরমস্য স্বরূপম্"—নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যই আত্মার সার্বকালিক স্বরূপ। শক্তিস্বরূপ চেতনাই আত্মার প্রকাশগুণ। গুণের অনুসরণ করলেই গুণীকে জানা যায়। এই অখণ্ড আত্ম-চৈতন্য প্রত্যেক মানবে সমভাবে ব্যবস্থিত। "এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ একধা বহুধাচৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্র-বৎ"। আত্মা কেবল দেশ-কাল-ভেদেই বিভিন্ন দেহাবচ্ছিন্নরূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানবমাত্রই সমভাবে এক চেতনধর্ম্মী, এক জাতি। মানবসমূহের আন্তরিক কাম্য এক গতি একপথে, পরিণতিও একই কেন্দ্রে, সকলেরই সাধ্যবস্তু পরমানন্দ। ভেদবুদ্ধি কাল্পনিক ও অসত্য। অতএব প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য যৌগিক প্রণালী অনুসারে চৈতন্য প্রবাহকে কেন্দ্রীভূত ক'রে আত্মশক্তির উদ্বোধন করা।

আমরা চাই সাম্য। আমরা চাই মৈত্রী। এই সমত্ববোধ প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই সর্বত্র—দেহ, মনে ও আত্মায়, রাষ্ট্রে ও সমাজে, ঐশ্বর্যে ও ভোগে, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে। সমভাবে ব্যষ্টিশক্তি উৎকর্ষতা লাভ না করলে সমষ্টিতে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। আমরা বিশ্বের মিত্র হ'তে চাই, কাহারও অমিত্র হ'তে চাই না। উদার অহিংসমনা না হ'লে মৈত্রী স্থায়ী হয় না। আমাদের প্রধান-তম কর্ত্তব্য দেশবাসী প্রত্যেক নরনারীকে সেইরূপে শিক্ষিত ক'রে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তোলা, যাতে প্রত্যেকেই সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার যথার্থ মর্ম্ম অনুভব ক'রতে পারে। অপাত্রে ন্যস্ত উত্তেজনার তরঙ্গ ধ্বংসাত্মক, গঠনমূলক নয়।

মনুষ্যের সর্বপ্রকার কাম্য প্রাপ্তিই আত্মশক্তি সাপেক্ষ। শক্তির উদ্বোধন হয় যে শিক্ষায়, যে সাধনায়, যে কর্ম্মানুষ্ঠানে তাহাই মানবধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য—"সত্যম্ শিবং সুন্দরম্", লভ্য—বিশ্বসাম্য, বিশ্বমৈত্রী, বিশ্বস্বাধীনতা। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার অন্য পথ নাই।

দেহ মন ও প্রাণের সুসমঞ্জস অনুশীলনই মানবধর্ম্ম। সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানগত তারতম্য, ব্যক্তিগত রুচির পার্থক্য, সামাজিক আচারগত ভেদ, জন্মগত জাতিত্বের অভিমান মানবধর্ম্ম নির্দ্ধারণের মানদণ্ড নয়। অনিবার্য্য প্রাকৃতিক নিয়মে জীবের দৈহিক গঠন-বৈশিষ্ট, মানসিক অবস্থা, প্রাণনক্রিয়া রূপান্তরিত হবেই, কাল ও অবস্থার উপযোগী জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য সমাজ-সংগঠন-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনও কাজেই অত্যাবশ্যক হয়। কিন্তু তাতেও ধর্ম্মের শাশ্বতরূপ পরিবর্ত্তিত হয় না, তাই মানবধর্ম্মের নামান্তর সনাতন-ধর্ম্ম। সনাতন শব্দটী কোন সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্টবাচক নহে।

জীবের সহজাত স্থিতিস্থাপকবৃত্তি পুরাতন সংস্কারকেই আঁকড়ে থাকতে চায়, তাই প্রগতির পথে সংঘর্ষ হ'য়ে পড়ে অপরিহার্য। পরে বিপ্লবের ভাংগনে গড়ে ওঠে নবযুগের নব পরিস্থিতি, প্রতিষ্ঠিত হয় নব বিধান। তাকে অস্বীকার করা চলে না। অনাদৃত হয়েও এ নবাগত তার স্থান স্বীয় প্রভাবে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দখল ক'রে বসে। যাঁরা অদৃশ্য নিয়ন্তার এই দুর্নিবার নীতিকে জীবনযাত্রার অনুকূল প্রণালীতে বরণ ক'রে নেয়, তাঁরাই জয়লাভ করে, অবশিষ্ট চূর্ণ হ'য়ে যায়। তাতেও মানবধর্ম্ম রূপান্তরিত হয় না। সমাজ বা সম্প্রদায়ের যাঁরা নায়ক তাঁদের দায়িত্ব সেইখানেই, যেখানে প্রয়োজন হয় গতানুগতিক পন্থার পরিবর্ত্তন সাধন। নায়কের প্রভাবও পরীক্ষিত হয় সেই ক্ষেত্রেই, যেখানে তিনি সমর্থ হন সময়োপযোগী বিধান প্রবর্ত্তিত ক'রে সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব মিটিয়ে দিতে। যে নায়ক তার বিপরীত পথে সমাজ বা সম্প্রদায়কে পরিচালিত করতে চান বা অযথা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেন তিনি সমাজ বা সম্প্রদায়ের নায়ক নন্, ধ্বংসকারী শত্রু।

বিপ্লব কুশলপ্রদ কি না? এ দ্বিধারও অবকাশ নাই। ক্রমবিকাশের পথে বিপ্লব যে অবশ্যম্ভাবী, ইতিহাস তার সাক্ষী। লাভের আগম অনিশ্চিত হ'লেও প্রত্যক্ষ দুঃসহ ক্ষতিকে নিশ্চেষ্ট-ভাবে পোষণ করা চলে না। ব্যক্তির রুচি অনুসারেও জগৎ চলবে না, সমষ্টির রুচি সংহত হয়েই গতিপথ নির্ণয় করে নেবে। গঠন আপনি গ'ড়ে উঠবে স্বয়ম্ভুত শক্তিতে। প্রতিবন্ধক সৃষ্টি ক'রে ক্রমোন্নতির বেগ রোধ করা যায় না, আহত হ'তে হয়। ব্যক্তি প্রাধান্যের যুগ গত হ'য়েছে, সংহতির যুগে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিষ্প্রভ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক গণ্ডি ভেঙ্গে দিয়ে এক বিরাট মানবগোষ্ঠী গঠনকারী যন্ত্রই বিপ্লব। বিশেষ মানব এ যন্ত্রের যন্ত্রী নয়, এ চক্র আবর্ত্তিত হয় অনাদি নিয়ন্তার অব্যক্ত ইঙ্গিতে। একেই বলে "ধর্ম্মসংস্থাপন"।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর বিপ্লবে বিঘোষিত হ'য়েছে সনাতন আদর্শের সত্য-যুগোৎপত্তি। নব যুগের নব পাঞ্চজন্য বেজে গিয়েছে দিকে দিকে দৃশ্য অদৃশ্য মহাসমর চলছে। এর পরিণাম—সত্যের জয় অসত্যে বিনাশ। ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি, আসুরিক বল, দানবীয় লালসা, ধর্ম্মবর্জিত রাষ্ট্রনীতি, পৈশাচিক উচ্ছৃঙ্খলতা গুপ্ত মারণাস্ত্রের মত গঠিত হ'য়েছিল রাষ্ট্র ও সমাজের অন্তঃস্থলে, মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় আজ ফেটে গিয়েছে সেই আত্মঘাতী বিস্ফোরক। তাই ভাইয়ে ভাইয়ে এই হানাহানি। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়, মহামারী ও দুর্ভিক্ষরূপ দুঃসহ দুঃখের আঘাত এসে পড়েছে দুর্বিনীত সন্তানের উপর পরম পিতার শাসন। এ আঘাতে জেগে উঠবে মানবোচিত ব্যক্তি-চেতনা, এই দৈন্য চিনিয়ে দেবে অভ্যুদয়ের পথ, এই লাঞ্ছনা শিখাবে মনুষ্যত্বের গৌরব। বিভীষিকাই ক'রে দেবে নির্ভিক, হিংসার কদর্য্যতায় উজ্জ্বলতর হবে অহিংসার বিশ্ববরেণ্য প্রতিভা, অমৃতের সন্ধান দেবে এই আকস্মিক মৃত্যু। উপদ্রবের কষ্টিপাথরেই শান্তির মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। অতএব এই সংঘাতকে অমঙ্গল ব'লে ঠেলে ফেলা চলবে না। দুর্নীতির দণ্ডস্বরূপ মেনে নিতে হ'বে অবনত শিরে। সহিষ্ণু হৃদয় নিয়ে অগ্রসর হ'তে হবে সুশৃঙ্খল কর্ম্ম-পন্থায়।

এই নবযুগকে অভিনন্দিত করা চাই সমগ্র শ্রদ্ধা দিয়ে। এর নীতিকে পরমাগ্রহে বরণ ক'রে নিয়ে কর্ম্মজীবনে ফুটিয়া তোলা চাই আপ্রাণ সাধনায়। "স্বর্গীয় নন্দন" বাস্তবরূপ দিয়ে গড়ে তুলতে হবে প্রতি পল্লীতে, বিদ্যালয় হবে তপোবন, গৃহই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দেবালয়, চিত্ত হবে মহাতীর্থ। সব অভাবের অত্যন্ত অভাব ঘটাতে হবে সমবেত-শ্রম-শক্তি দ্বারা। মরুতে ফলাতে হবে সোনার ফসল, মরাগাঙ্গে প্রবাহিত করাতে হবে প্রাণবন্ত উৎসাহের স্রোত।

এই যুগের সামাজিক বিধান—"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ"। সমগ্র মানবই এক পরম পিতার সন্তান, তাদের মধ্যে জাতিভেদ বর্ণভেদ নাই। এক ধর্ম্ম মনুষ্যত্ব, এক আকুতি সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা, এক হৃদয়ভাব-সত্য-প্রেম-পবিত্রতা, একটি মাত্র সমিতি-মানব-সংঘ। এর মধ্যে নানা সম্প্রদায়, নানা মত থাকা পরম পুরুষের অভিপ্রেত নয়। সকলেরই উপাস্য পরম সত্য, ইহার বিভিন্ন নাম-রূপ নাই—"তস্য বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যম্"। সকল মানব মানবীর এক মন্ত্র—"সত্যং-শিবম্-সুন্দরম্"। কেউ উচ্চ নীচ নয়, কেউ অঁছুত নয়—কেউ অস্পৃশ্য নয়। কল্পিত ভেদের বাধা চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে সমগ্র মানব-মিলন-তীর্থ-যাত্রী সমবেত হোক্ এক মহা ধর্ম্মক্ষেত্রে শান্তিময় সত্যপতাকাতলে, সমবেত কণ্ঠে ঘোষণা করুক সত্য ধর্ম্মের আদি প্রচারক বিশ্ব মানবের আদিগুরু স্বাধীন হিন্দুস্থানের জয়ধ্বনি।

সংকল্প সফল করতে চাই সমবেত শুভেচ্ছা, সমপ্রাণের একাগ্র সাধনা, অকাতরে নিঃসার্থ আত্মদান। ভূলে যেতে হবে বিলাসের সুখস্বপ্ন, আত্মসুখ লালসা, দূর করতে হবে মিথ্যা আভিজাত্যের অভিমান ভাক্ত শিক্ষার গর্ব। ছাত্র ছাত্রীগণকে দলে দলে ছড়িয়ে পড়তে হবে সর্বহারা নিঃস্ব নিরক্ষর চির

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অবজ্ঞাতদের মধ্যে, যারা অন্ধকারে পড়ে আছে বুকে চেপে তাদের অজানিত অসীম বীর্য্য, তাদের জাগাতে হবে, বুঝাতে হবে তাদের মনুষ্যত্বের গৌরব কর্ত্তব্যের দায়িত্ব। তাদের দরজায় বহন ক'রে নিয়ে যেতে হবে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী। ভূলে গেলে চলবে না যে, ওরাই বিশ্বসম্পদের স্রষ্টা। কৃতজ্ঞচিত্তে ওদের আপন ক'রে নিতে হবে। ওদের অদম্য শক্তির সহযোগে গ'ড়ে তুলতে হবে সোনার পল্লী, সার্থক করতে হবে জাতীয় উন্নতির শুভস্বপ্ন।

এ যুগে নারী ও পুরুষের মধ্যেও অধিকারগত ভেদের স্থান নাই। ধর্ম্মক্ষেত্রে, কর্ম্মভূমিতে, শিক্ষায়, রাষ্ট্রব্যবস্থায়, সমাজ-গঠনে নারী চলবে সর্বত্র পুরুষের সাথে সমান তালে। গৃহস্থালী রচনায়, শিক্ষাবিস্তারে, স্বাস্থ্য সংরক্ষণে নারীর দায়িত্ব পুরুষেরও আগে। সম অধিকার পাওয়ার অর্থই সমান দায়িত্ব গ্রহণ করা। যে দেশের যোগ্যতাসম্পন্ন পুরুষের অর্ধশক্তি ও পূর্ণ উপার্জন নারীর নিকট বাঁধা, আর অর্ধশক্তি পরের দাস্যে উৎসর্গিত, সে দেশের অর্থনৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতির আশা সুদূর পরাহত। নারীর কর্ত্তব্য অর্ধদায়িত্ব গ্রহণ করা, তাদের সঞ্চিত অর্থ ও সম্পত্তির যোগ্য ব্যবহার ক'রে পারিবারিক আর্থিক সমস্যার সমাধান করা, নারী-যৌথ-প্রতিষ্ঠান স্থাপন ক'রে শিক্ষিতা নারীদের সম্মানজনক জীবিকানির্বাহের পথ ক'রে দেওয়া। কেবলমাত্র অতিরিক্ত বিলাস উপকরণ ও অলঙ্কারের বিনিময়েই বহু স্বাবলম্বী বিরাট নারী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যদি তাঁরা শুভেচ্ছা সম্পন্ন হন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আকাশে সজ্জিত হয়েছে প্রলয়ের কালমেঘ, চতুর্দ্দিকের সীমারেখা অন্ধকার, যে কোন মুহূর্ত্তে আসতে পারে প্রবল ঘূর্ণীবাত্যা। কর্ত্তব্যকে সবার আগে স্থান দিতে হবে। এই সঙ্কটকালে যুগসন্ধির ভাঙ্গাগড়ার মাঝখানে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বর্ণ-বৈষম্যকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে উস্কানি দেওয়ার দুষ্ট অভিপ্রায় মূঢ়তার গোঁড়ামী মাত্র। অকুণ্ঠিত-চিত্তে অকপট মন নিয়ে এগিয়ে গেলেই মিলন সম্ভব হবে, দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। নতুবা ধ্বংস অনিবার্য্য। জাতিভেদগত কুসংস্কার, অবৈদিক অনার্য প্রথা। এ অভিশাপ হতে মুক্তি পাওয়া চাই। ধর্ম্ম-মত-গত বৈষম্য আর জাতি-ভেদ-গত আচার-বৈষম্যরূপ মহাভ্রান্তির প্রাচীর ভাইএ ভাইএ পার্থক্য রচনা করেছে। সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী দেশের অধিবাসীগণকে দরিদ্রতম ক'রে রেখেছে। আজ সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে বিদেশীর পদাঘাতে—ভ্রাতৃরক্তপাতে—মাতৃলাঞ্ছনায়! আরও কি এই পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত? উত্তেজনার কথা নয়। অবিচল ধৈর্যসহকারে অগ্রসর হ'তে হবে নিয়মানুবর্ত্তী দৃঢ় পদক্ষেপে।

সুশৃঙ্খল গঠনপন্থা কি? তার উত্তর মিলবে ভারতীয় আর্য-সংস্কৃতির ভাবধারার মধ্যে, অন্য কোথাও নয়। কার্যকরী শক্তি যোগাবে ভারতীয় যৌগিক সাধনা। বুদ্ধি পরিস্ফুট করবে ভারতের দার্শনিক ধর্ম্মবিজ্ঞান। আজ যে জাগরণের সাড়া জেগেছে তাতে কেউ আর নীচে পড়ে থাকবে না, কাউকেও পদতলে দলন সম্ভব হবে না। কালের ডাকে জীর্ণ পুরাতন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গঠনের ভিত্তিতে নাড়া পড়েছে, সত্যের তীব্র আলোকস্পর্শে সুপ্ত চেতনা জেগে উঠেছে, ভাক্ত প্রাসাদ ভেঙ্গে যাবেই। সত্য-মঙ্গলময় চিরসুন্দরের আশীর্ব্বাদে মিথ্যা পরাজিত, অমঙ্গল বিদূরিত, কুৎসিত সুমার্জিত হবেই। ভারতবর্ষের অধিবাসীর কাম্য নয় সত্য বর্জিত সমাজ, ন্যায় ও ধর্ম্মবর্জিত রাষ্ট্রব্যবস্থা, নীতিবর্জিত শিক্ষায়তন, শান্তিবর্জিত আসুরিক স্বাধীনতা, উচ্ছৃঙ্খল জন-সংঘ-গঠন। হিন্দুস্থানের পবিত্র মস্তকে ধর্ম্ম-বিধি-বর্জিত রাজমুকুটও হবে কণ্টক-মুকুট সদৃশ অসহনীয়। বিশ্ব-মানব শান্তিকামী হউক, তাদের শুভ ইচ্ছা সার্থক হউক।

"সমানিবঃ আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানিবঃ
সমানস্তু বো মনো যথা বঃ সু সহাসতিঃ।"
"সমানী প্রপা সহবো অন্নভাগঃ
সমানে যোক্ত্রে সহবঃ যুঞ্জমীঃ"। ওঁম্ শান্তিঃ।

"সহযজ্ঞা প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্তিষ্টকামধুক্॥"

প্রারম্ভে যজ্ঞের সহিত জীব সৃষ্ট হয়েছিল, যজ্ঞের দ্বারাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার বিধান ছিলো এবং যজ্ঞকেই অভীষ্ট ভোগপ্রদ বলা হোয়েছে। শুক্ল যজুর্বেদ বলছেন "অয়ং যজ্ঞ ভুবনস্যনাভিঃ।" যজ্ঞই বিশ্বের নাভিস্বরূপ। যজ্ঞ হোতে চরাচর জগৎ বিসৃষ্ট, যজ্ঞে বিধৃত ও বিলীন হচ্ছে। সর্বব্যাপী ব্রহ্ম সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন—"সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্"॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কি সে যজ্ঞ ? অগ্নি ও সোমের সহযোগই এ যজ্ঞের প্রকৃত স্বরূপ। দাহক ও দাহ্যের সংযোগ ছাড়া সন্দাহ (oxidation) নিস্পন্ন হয় না, সন্দাহ ব্যতীত রূপান্তর-পরিণাম অর্থাৎ উৎপত্তি সম্ভব নয়। জাগতিক বস্তুমাত্রই মৌলিক সত্বার রূপান্তর-পরিণাম। বাহ্যিক অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ সেই অনাদিপ্রবাহরূপ প্রাণাগ্নিহোত্রেরই প্রতিরূপ অনুষ্ঠান। ইহাও নিরর্থক নয়।

"সোম এবাগ্নিমগ্নিরন্নাদ"। সোমাত্মক অন্ন এবং অগ্নি স্বরূপ প্রাণশক্তির সহযোগে কর্ম্মরূপ গতিস্পন্দন উদ্ভুত হয় এবং কর্ম্ম-দ্বারাই বিশ্বব্যাপার মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে—"যজ্ঞ কর্ম্ম সমুদ্ভবং'। সোমাত্মক অন্ন প্রাণাগ্নিতে আহুত হয়ে ওজঃ (albumen) আকারে রূপান্তরিত হয় আবার সেই ওজো মধ্যেই প্রাণাত্মা অনুপ্রবিষ্ট থাকেন। কিন্তু সেই অন্নরূপা প্রকৃতিও প্রাণাত্মারই স্থুলতর বিকাশ (manifestation) মাত্র, স্বতন্ত্র বস্তু নয়। এই স্বাভাবিক প্রবর্ত্তিত চক্র থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র কোরে ভাবা এবং বস্তুবিলাসী হওয়া অহং ভাবের স্পর্দ্ধামাত্র।

জাগতিক ঘটনামাত্রই হেতুভূত। কোন একটী বিশেষ ঘটনাকে সমগ্র ঘটনা-জাল হ'তে পৃথক ক'রে দেখা সম্ভব নয়। অতীতের কার্য্য বর্ত্তমানের কারণ, আবার বর্ত্তমানের কার্য্য হবে ভবিষ্যতের কারণ, প্রত্যেক ঘটনাই আপেক্ষিক। কাজেই একটী ঘটনাকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার কোরলে, সে বিচার একদেশদর্শী ও ভ্রান্ত হবে। সমষ্টি ঘটনার মূল অনাদি-হেতু বিচারই মানবীয় চিন্তাধারার উৎস। তার ফলে উৎপন্ন হয়েছে দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শাস্ত্রের বিবিধ বিভাগ—মানুষ পেয়েছে সত্যস্বরূপ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঈশ্বরের সন্ধান। এক কথায় কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ নির্ণয় ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণই দর্শন। এই সম্বন্ধ নির্ণীত না হলে—সত্যরূপ মূলের সন্ধান না পেলে কর্ম্মশক্তিও আয়ত্ত করা যায় না, কর্ম্মের সৎপ্রতিষ্ঠাও হয় না। তাই শ্রুতির উপদেশ—"সন্মূলমন্বিচ্ছ, সন্মূলাঃ ইমাঃ সর্ব্বাপ্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ"।

বীর্য্য ব্যতীত ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় না—"বীর্য্যং তু ক্রিয়তে যেন যা ক্রিয়া"। প্রাণশক্তিই বীর্য্য। সোমাত্মক অন্ন (potential energy) এবং অগ্ন্যাত্মক তেজ (kinetic energy) প্রাণ-শক্তির এই দ্বিবিধ পরিবৃত্তি বা রূপান্তর-পরিণামই "কর্ম্ম"। কর্ম্ম সৎ কি অসৎ, কুশলপ্রদ কি অকল্যাণপ্রসূ, ন্যায় কি অন্যায়, তা নির্দ্ধারণ করার আগে প্রাণাত্ম-জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এই সত্যজ্ঞানছাড়া কর্ম্মমীমাংসা হয় না। প্রাণশক্তি স্বভাবে অপ্রকট অপরিচিত, কিন্তু কার্য্য প্রত্যক্ষ পরিচিত, তাই কার্য্য হোতেই শক্তি অনুমিত হয়। জড়বাদী বৈজ্ঞানিক অপ্রত্যক্ষ প্রাণের সন্ধান না জেনে, প্রাণকে জড়বস্তুরই রূপান্তর পরিণাম-উদ্ভুত মনে করেছেন, তার ফলে পাশ্চাত্য বস্তুবাদী-দর্শনের সৃষ্টি এবং তার ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের গতানুগতিক অন্ধ-অনুসরণ বিশ্বের যোগ্যকর্ম্মিগণকেও উন্মত্ত করেছে, এই দর্শন দৈহিক সুখ ভোগকে চরম কাম্য ব'লে বুঝতে শিখিয়েছে, ভোগানুকূল নানাবিধ উপাদান বৃদ্ধির প্রচেষ্টা এবং তার সমবণ্টনকেই মানবের মুখ্য কর্ম্ম বোলে মেনে নিতে বাধ্য কোরেছে। এ উন্মাদনা সীমাহীন অভাব ও দুঃখের বৃত্ত রচনা কোরবে ছাড়া সন্তুষ্টি ও শান্তি আনয়ন কোরবে না, প্রকৃত সাম্যও প্রতিষ্ঠিত হবে না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পরমার্থতঃ যে শক্তিদ্বারা বিশ্ব-শরীর বিধৃত, প্রাচ্যদর্শন তাকেই প্রাণাত্মা বোলে জেনেছেন এবং তাঁকেই "সত্যস্য-সত্যম্" রূপে উপলব্ধি কোরে তার সংজ্ঞা দিয়েছেন "ব্রহ্ম"। এই মহাশক্তির ইচ্ছাস্পন্দনে উৎপন্ন যে বহুবিধ ঘটকাবয়ব (cells) দ্বারা বিশ্বশরীর ও বিবিধ জৈব শরীর, দৈহিক যন্ত্রসমূহ রচিত ও সংগ্রথিত আছে তারই নামান্তর বস্তু। যন্ত্রব্যতীত শক্তি প্রকট হয় না, প্রাণই শক্তি—শরীরই যন্ত্র। শরীরযন্ত্র সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক ত্রিবিধ গতিবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়—বিসর্গ (excretion) আদান (Ingestion) বিক্ষেপ (distribution) এইরূপ প্রাণের সংস্থানিক সংসর্গ-বৃত্তি শক্তিপ্রভাবে ঘটে গুণ-ত্রয়ের তারতম্য ও গতিবৈষম্য, তার ফলে সৃষ্টিবৈচিত্র্য, কর্ম্ম-বৈচিত্র, প্রকৃতি ও রুচিভেদ, মন, বুদ্ধি ও দেহের রূপান্তর সংঘটিত হয়। "একমোজস্ত্রেধা বিচক্রমে"।

নরদেহ প্রাণন ক্রিয়ার (metabolism) তরঙ্গে পঞ্চকোষে গঠিত হয়, তমোগুণ প্রধান পরিণাম-অন্নময় কোষ (Body), রজোগুণ প্রধান পরিণাম-প্রাণময় কোষ (Vilality), সত্ত্ব-তামসিক পরিণাম-মনোময় কোষ (Mind), রজসাত্বিক পরিণাম-বিজ্ঞানময় কোষ (Intellect), সত্ত্বগুণ প্রধান পরিণাম-আনন্দময় কোষ (Spirit)। এই পঞ্চকোষ সমন্বিত জীবই মনুষ্য, এই পঞ্চবিধ কোষের সম্যক স্ফুরনই মানবতার আদর্শ। যে উপায় অবলম্বন কোরলে এই সাফল্যলাভ হয় তাকে বলে মানবধর্ম্ম বা সনাতনধর্ম্ম। বিশ্বের মানুষ সবাই পঞ্চকোষ সমন্বিত, অতএব তাদের ধর্ম্ম এক, পৃথক্ পৃথক্ হোতে পারে না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মনুষ্যরূপে অভিব্যক্ত ব্যষ্টির অনুষ্ঠিত কর্ম্মই সমষ্টি-মানব-সংঘের ইষ্ট বা অনিষ্টের জনক। ব্যষ্টি ইষ্টকামী কুশলকর্ম্মী সত্যাশ্রয়ী না হ'লে পরে সমষ্টি সমাজের মঙ্গল অসম্ভব। ব্যক্তি-স্বার্থ প্রণোদিত অকুশলকর্ম্মের মূলহেতু যে ব্যক্তিগত বিকার বা মানসদোষ, তার সংশোধন সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। বস্তুবাদীরা সে দিকে দৃষ্টিপাত না কোরে দুঃখ নিবৃত্তির বা অভাব মোচনের উপায় নির্দ্ধারণ কোরেছেন বাহ্যিক শ্লোগান দ্বারা পরিচালিত গড্ডালিকা প্রবাহবৎ বিপ্লবের পথে অজ্ঞ অসংশোধিত উচ্ছৃঙ্খল-মনা ধর্ম্মজ্ঞানহীন জনগণকে উত্তেজিত কোরে, যার ফলে অভাবনীয় দুর্ঘটনাও সংঘটিত হোতে পেরেছে, জনসাধারণের দুঃখ, বিশ্বব্যাপী হাহাকার, উৎপীড়ন অত্যাচার দুর্নীতি বেড়েই চলেছে, তিলমাত্রও হ্রাস হয়নি।

ব্যষ্টির মানসদোষ কি? কি তার প্রতিকারের পথ? প্রত্যেক জীবদেহস্থ লিঙ্গশরীর (Astral body) বা জৈব প্রাণাত্মাই কর্ম্মীপুরুষ এবং সুখ দুঃখের ভোক্তা ও কর্ত্তা। এই ভোক্তার পক্ষে অনুকূল বেদনীয় অবাধিত অনর্গল ভাবই সুখ এবং প্রতিকূল বেদনীয় বাধিত অবরুদ্ধ ভাবই দুঃখ। সুখভোগের প্রবৃত্তি—রাগ, দুঃখ পরিহারের প্রবৃত্তি—দ্বেষ। রাগ ও দ্বেষই মানসদোষ। মানবের কর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রধান কারণ সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখ পরিহার। যে শিক্ষার দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তি প্রকৃত সুখ এবং দুঃখপ্রদ অবস্থা কি তা বুঝতে পারে, সেই শিক্ষাই ধর্ম্ম-শিক্ষা। দুঃখের স্বরূপ, দুঃখাগমের কারণ এবং তার প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণই দার্শনিক ধর্ম্মশিক্ষা। ভারতের ঋষিগণ প্রবল

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তপস্যার ফলে যে সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হোয়েছিলেন, তাহাই মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র।

পাশ্চাত্য দার্শনিকও বলেছেন "The astral in man is what makes the man" যথার্থতঃ এই ভিতরের মানুষটীতে সংক্রামিত দোষের সংশোধন না হোলে পরে মনুষ্যকৃত কোন কাজই নির্দোষ হোতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তির লিঙ্গশরীর অর্থাৎ ভিতরের মানুষটীকে গঠন করার কৌশলই প্রাণাত্ম-দর্শন। আদর্শ মানবগণের শ্রেষ্ঠ অবদান এই ধর্ম্মবিজ্ঞানই ন্যায় (Justice) ও সত্য। ধর্ম্মের লক্ষ্য—ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, সত্যের সন্ধান। বিশ্বমেঘসদৃশ অজ্ঞানজাল ভেদ করে সত্য দর্শন করাই মানুষের চিরন্তন সাধনা। অতীতে তাই ছিলো, বর্ত্তমানে তাই থাকা উচিত, ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। মানব সমাজ কোন কালেই ধর্ম্মবর্জ্জিত হোয়ে সুখে থাকতে পারে না, কোন ক্ষেত্রে কোন অবস্থায়ই ধর্ম্মবর্জ্জিত থাকা উচিত নয়। ধর্ম্মের অনুশাসনই প্রাগৈতিহাসিক যুগ হোতে এ পর্য্যন্ত অজ্ঞ জনসাধারণকেও দুরভিসন্ধি ও দুস্কৃতির হাত থেকে ঘরে বাইরে রক্ষা ক'রে আসছে। রাষ্ট্রীয় শাসন সংরক্ষণ যেখানে ব্যর্থ, ধর্ম্মানুশাসন সেখানেও কৃতকার্য হয়। ধর্ম্মবর্জ্জিত রাষ্ট্রশাসন সংরক্ষণ ব্যর্থ হবেই।

যথার্থ মানবধর্ম্ম সনাতন, দেশ-কাল-পাত্রে জাতি-বর্ণ-লিঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়। বিশ্বমানবের পক্ষে এক শাশ্বতরূপে নির্দ্ধারিত ঐশী বিধানে নিয়ন্ত্রিত প্রত্যেক মনুষ্যের স্বধর্ম্ম। এই ধর্ম্মকে কর্ম্ম-জীবনে অনাবশ্যক ভাবা মহাভ্রান্তি। ধর্ম্মে অবিশ্বাসী দুর্বৃত্তগণই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ধর্ম্মের মুখোসে আবৃত থেকে ধর্ম্মের নামে মিথ্যা জেহাদ ঘোষণা করে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির মানসে। কোনো ধর্ম্মমতই দুর্নীতি ও নৃশংসতা সমর্থন করে না। প্রকৃত ধার্ম্মিক কখনই অনিষ্টকারী হোতে পারে না। মানব-ধর্ম্ম-শাস্ত্রে প্রাণাত্মা, মন ও কলেবরের সম্যক অনুশীলন দ্বারা প্রাণশক্তির উদ্বোধন করার এবং কর্ম্মজীবনে তার যোগ্য প্রয়োগের যে সর্বজনীন বিধান আছে, তার মধ্যে তথাকথিত সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির স্থান নাই, দুর্নীতিপরায়ণ হওয়ার অবকাশ নাই। ভারতবর্ষের ঋষিকুল সর্বপ্রথম এই পরম সত্যের সন্ধান পেয়ে ডেকেছিলেন বিশ্বের মানুষকে উদাত্ত আহ্বানে সমভাবে এই অমৃতরস আস্বাদন কোরে অমরত্ব লাভ করতে। তার মধ্যে দেশভেদ, জাতিভেদ, দলগতভেদের সমস্যা ছিল না। এরা ছিলেন আর্য্যাবর্ত্তের মানুষ—যে দেশের মধ্যযুগীয় নাম "ভারতবর্ষ" আধুনিক নাম "হিন্দুস্থান" তাই সনাতন মানবধর্ম্মকে আধুনিক ভাষায় বলা হয় "হিন্দুধর্ম্ম"। দেশের নাম অনুসারে ধর্ম্মের নাম পরিবর্ত্তিত হয়েছে। ধর্ম্মানুসারে দেশের নামকরণ হয় নি। ধর্ম্মশাস্ত্রে এই মানবধর্ম্মের নাম হিন্দুধর্ম্ম বোলে কথিত হয় নি।

ভারতীয় ঋষিপ্রবর্ত্তিত ঔপনিষদিকযুগের সমাজ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, জনশিক্ষাপ্রণালী, অর্থনীতি, অনুশাসন, জীবনযাত্রার প্রণালী দেশকে প্রকৃত সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার পথ দেখিয়েছিলো; ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সর্ববিধ উন্নতি ও মুক্তির বিধান দিয়েছিলো। সেই পথে চ'লে আর্য্যাবর্ত্তের লোক একাদিক্রমে অন্যূন দুই সহস্র বৎসর শান্তিতে বাস করেছে, সেই নীতি,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সেই আদর্শ, সেই ধর্ম্মমূলক শিক্ষা সংস্কৃতিই হিন্দুস্থানবাসীর অনুসরণীয়। তার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে দুঃখনিবৃত্তির সহজপথ। বৈদেশিক অর্থনীতি সমাজতন্ত্রবাদ ভারতের মাটিতে অঙ্কুরিত হোলেও সুফলপ্রদ শীতল ছায়াপ্রদ বৃক্ষে পরিণত হবে না।

আজ যাকে সাম্প্রদায়িকতা বলা হচ্ছে, তার সাথে ধর্ম্মের সম্পর্ক নাই। ও সব দলই রাজনৈতিক প্রভুত্বকামী। তারা কোনো ধর্ম্ম মানে না, জানে না, ঈশ্বর বিশ্বাস করে না। ধর্ম্মকে তারা ছোরা ছুরি বন্দুকের মতই অস্ত্ররূপে ব্যবহার কোরছে দলগত আধিপত্য স্থাপনের যুদ্ধে। "সম্প্রদায়" শব্দের মৌলিক অর্থ—যে প্রণালীতে কোনো ভক্ত নিজেকে ঐশীভাবে সম্যক্ প্রদান বা উৎসর্গ করে। যারা ঈশ্বর বিশ্বাস করে না, সত্য ধর্ম্মাচার গ্রাহ্য করে না, তাদের আবার সম্প্রদায় কি? "কোন রাজনৈতিক বিবদমান দলের অপকৌশল বা দুষ্ক্রিয়ার জন্য ধর্ম্ম দেশের অনিষ্টই করেছে" বিজ্ঞ ব্যক্তির বিশেষতঃ কোন দেশ-নায়কের পক্ষে এরূপ উক্তি অসঙ্গত।

তবে এ সত্যও অস্বীকার করা চলে না যে কতিপয় ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান গতানুগতিক সংকীর্ণ মতাবলম্বী, ধর্ম্মায়তন ও দেবায়তন-গুলির অধিকাংশ ব্যবসাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ধর্ম্ম-শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবিকার্জনের উপায়রূপে গৃহীত হয়। কিন্তু এতো ধর্ম্মের স্বরূপ নয়, ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধানও নয়। একে বলে ধর্ম্মের গ্লানি। অধুনা প্রয়োজন হচ্ছে ধর্ম্মের গ্লানি দূর করা, ধর্ম্মকে ত্যাগ করা নয়। আমাদের একান্ত প্রার্থনীয় জগদ্গুরুর পুনরাবির্ভাব।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আমরা চাই সত্য মঙ্গলময় চিরসুন্দর চিরশান্ত অখণ্ড প্রাণের উৎসস্বরূপ পরমশক্তি। আমরা তারই সাধনা করবো। এই মহান তপস্যায়ই অনন্ত দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি ঘটে, বিপরীত পথে মৃত্যু অবধারিত। আমরা অমৃতের সন্তান, মৃত্যু চাই না—অমৃত চাই। আমরা আজ বিশ্বগুরুর নিকট আমাদের সমবেত প্রার্থনা জানাচ্ছি মিথ্যা-মোহাচ্ছন্ন মৃত্যুপথগামী ধর্ম্মবিমুখ হিংস্র মানবগণের শুভবুদ্ধি ও শুভেচ্ছা উদয়ের জন্য।

ওঁম্ অসতো নঃ (মা) সদ্‌গময় তমসো নঃ (মা) জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্নঃ (মা) অমৃতংগময়। "ওঁম্ আবিঃ আবির্ম্মএধি" ॥

"অয়ন্ত পরমোধর্ম্মঃ যদ্ যোগেনাত্মদর্শনম্"।

মানুষের একান্ত কাম্য অত্যন্ত সুখ। সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা ও গতির প্রবর্ত্তক মানবের সুখ প্রাপ্তির আস্পৃহা। এই অত্যন্ত সুখের দার্শনিক আখ্যা—"আনন্দ"। সাধারণ মানুষ জানে না তার ঈপ্‌সিততম আনন্দ বা সুখের স্বরূপ কি? মন, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগে উৎপন্ন সংবেদনের প্রতিক্রিয়ায় যে মানসিক পরিবর্ত্তন বা চিত্তবিকার ঘটে তাকেই তারা সুখ ভাবে। মনে করে—বিষয় উপভোগই সুখের হেতু, বস্তুই সুখদাতৃ। কাম্যবস্তু উপভোগ কালে ভোক্তা ক্ষণকালের জন্য যে সুখ পায়, তারও কোথায় উৎপত্তি, কোথায় অবস্থিতি, কি তার স্বরূপ, তা বুঝতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে ওই অবস্থায় ভোক্তার সুখকামী চিত্তবৃত্তি ক্ষণকালের জন্য বহির্মুখ গতি পরিত্যাগ কোরে উপভোগ্য বস্তুর প্রত্যয়ে তন্ময় হয়। চিত্তের এই একতান প্রত্যয়যুক্ত অন্তর্মুখ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অবস্থায় দর্পনস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় সুখময় আত্মার প্রতিবিম্ব নিরুদ্ধ-বৃত্তিচিত্তের স্বচ্ছতায় প্রতিফলিত হয় এবং ভোক্তা অজ্ঞাতসারে আত্মস্থ হোয়ে আনন্দস্বরূপ আত্মাকেই উপলব্ধি করে, ভোগ্য বিষয়কে নয়। কিন্তু ভূল কোরে সে ভাবে বিষয়ই সুখ দিলো। পরমার্থতঃ ক্ষণকালের জন্য চিত্তবৃত্তির নিরুদ্ধ অবস্থাই সুখানুভূতির হেতু, বস্তু সুখপ্রদাতৃ নয়। এই আত্মস্থ অবস্থা বা চিত্তবৃত্তির নিরোধ, পরিণাম স্থায়ী না হোলে পূর্ণ আত্মজ্ঞান উদিত হয় না। আত্মজ্ঞান ও আনন্দ অভিন্ন। চিত্তবৃত্তির নিরোধ বা সংযম অভ্যাসের ফলে বিবেক প্রবুদ্ধ হয়। বিবেকজ-জ্ঞান প্রবাহেই আনন্দ উপলব্ধি করা সম্ভব। ঐন্দ্রিক সুখ-ভোগ-সর্ব্বস্ব ব্যক্তির বিবেক প্রবুদ্ধ হয় না, সত্য ও কুশল পন্থাও তার পক্ষে অবিদিত থাকে এবং সে কখনই আনন্দ পেতে পারে না।

যৌগিক উপাসনা অর্থাৎ বিধিপূর্ব্বক ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অভ্যাসই নিরোধরূপ সংযম সাধন। সংযমসিদ্ধির দ্বারা সংকল্প-শক্তিও হয় অপ্রতিহত। অবাধশক্তির দ্বারাই পার্থিব অপার্থিব কামনা পূরণ সম্ভব, শক্তিহীনের পক্ষে সম্ভব নয়। তপঃসিদ্ধ দৃঢ় সংকল্পী সংযমী পুরুষই আত্মজ্ঞানী। যিনি আত্মবিদ্ তিনিই বিশ্বজনীন প্রেমময়, তিনিই প্রকৃত সাম্যবাদী ও সমদর্শী। যেহেতু তিনি সর্বভূতে এক অখণ্ড আত্মাকে এবং এক আত্মাতে সর্বভূতকে সমভাবে দর্শন করেন। এই অবস্থায় উপনীত না হোলে অভিপ্সিত সুখলাভ অসম্ভব। এবং কেবলমাত্র এই অবস্থাপন্ন আত্মদর্শী মহামানবই জনসংঘের পরিচালক হোতে পারেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যথার্থ সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বোধ প্রাকৃত বস্তুবিজ্ঞানীর ধারণারও বহির্ভূত। জড়বাদীর আস্পৃহা ও সাধনা ইন্দ্রিয়ে সীমাবদ্ধ। দেহাশ্রিত প্রাণটুকু নিয়ে তার বিল্পবের উত্তেজনা আপাত দুঃখের তাগিদে। তার অতীত ও ভবিষ্যৎ নাই। দেহের প্রয়োজনে বুভুক্ষার দাসত্ব করা আর ভোগ্যবস্তু সমানভাবে উপভোগ করা ছাড়া আর অন্য দৃষ্টি নাই, এই টুকুই তার পক্ষে সুখের আদর্শ। তাই জড়বিজ্ঞানের দম্ভে অন্ধ "লোকায়ত মতবাদের" ন্যায় সত্য ও প্রেম বর্জিত আসুরিক শক্তি যুগে যুগে অজ্ঞ মানবসংঘকে টেনে নামায় ধ্বংসের পথে। সংঘস্বাধীনতার প্রলোভনে হরণ করে ব্যক্তির হৃদয়ের স্বাধীনতা। অন্তরের দাবীকে নিষ্পেষিত কোরে গঠন করে কলের মানুষ আর নৈতিকতাহীন যান্ত্রিক সমাজ।

জগতের এ হেন দুঃসময়েই আবির্ভূত হন পূর্ণ সংযমী দৃঢ় সংকল্পশালী মহামানবরূপে বিশ্বপ্রাণের শিবসংকল্প সত্য প্রেম পবিত্রতার মূর্ত্ত বিগ্রহ শাশ্বত পরিত্রাতা। ভারতের আদর্শ এই অধ্যাত্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাবধারায় গ'ড়ে উঠেছিল এর রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা। ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে নয়, নিরপেক্ষ থেকে নয়, ধর্ম্মকে প্রতি কর্ম্মের মূলে স্থান দিয়ে। এক সর্ব-নিয়ন্তা সর্বশক্তিমানের ধারণা হোতেই ঐশী প্রতিভাসম্পন্ন অতি-মানব ও মহামানবের নেতৃত্ব কল্যাণপ্রসূ বোলে স্বীকৃত হোয়ে আসছে ভারতবর্ষে। একে ভারতীয় "ফেসিজিম্" বলা চলে। কিন্তু এই শক্তির পূজা বা শক্তিমানের পূজা সত্য ও প্রেমের বেদীতে বসিয়ে করাই ভারতীয় বৈশিষ্ট্য। পাশ্চাত্যের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"ফেসিজিম্" সত্য প্রেম বর্জিত ক্রুর শক্তির সাধনা, তাই তা দানবীয়রূপ পেয়েছে। যার ফলে ধ্বংস হয়েছে ইটালী ও জার্ম্মানী। মহাত্মাজীর আদর্শেও পাই আমরা ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের আভাস, মানবধর্ম্মের সর্বাঙ্গীন পূর্ণতা সাধনের ইঙ্গিত; যাকে বলা উচিত সত্যিকারের সাম্যবাদ। বস্তু সম্পদের সমবণ্টনই প্রকৃত সাম্যবাদ নয় বরং ভবিষ্য অসাম্যের ভিত্তি।

জড়বাদের আদর্শে বস্তুই প্রধান। প্রাণাত্মার উদ্ভব জড় বস্তু হোতে। অধ্যাত্মবাদের সিদ্ধান্ত—প্রাণাত্মাই কৈন্দ্রিকশক্তি, বহিপ্রকৃতি তার পারিধ অভিব্যক্তি। প্রাণময় পুরুষের বিকাশক্রমের অর্থাৎ জীবের উদিত অবস্থার পক্ষে প্রকৃতি বাহ্যিক সহায় মাত্র। বহির্জগত অন্তর্জগতেরই স্থূল পরিণাম। প্রাণাত্মাই স্বয়ম্ভূত বীজস্বরূপ আদিসত্তা, তাঁর সংকল্পরূপ গতিছন্দে বাহ্যপ্রকৃতির উদ্ভব। এই গতির বেগ ও সস্থান বৈষম্যে ক্রমরূপান্তরিত বৈচিত্রময় জাগতিক বস্তুনিচয় সৃষ্ট ও বিধৃত। প্রাণাত্মা বা চিণ্ময়পুরুষ দ্রষ্টা বা ভোক্তা (subject)। ত্রিগুণ বৈষম্যের স্পন্দনবিকার সঞ্জাত জড়প্রকৃতি পুরুষের সংকল্পে বিসৃষ্ট ভোগ্য বা দৃশ্য (Object)। অতএব প্রাণাত্মতত্ত্ব অবগত না হোয়ে মানবসমাজগঠন ও মানবের সুখ সমৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণ প্রচেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। মৌলিক ধারণায় বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদ পরস্পর বিভিন্ন। তাই সমাজ ব্যবস্থাও ভিন্নরূপ। পাশ্চাত্য সাম্যবাদ ভারতীয় আদর্শের অনুকূল নয়।

কিন্তু শক্তির সাধক সকলেই। সংকল্পই শক্তির প্রাক্বিকাশ। জগৎ ক্রিয়ার পশ্চাতে আছে যে মহান সংকল্প তাহাই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পরম শক্তি, "স যঃ সংকল্পঃ ব্রহ্মেত্যুপাস্তে" ("One Supreme intelligence") এবং এই মহাশক্তির নামান্তরই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম শব্দের সংকীর্ণ ব্যাখ্যা কোরে তাকে সম্প্রদায়গত অনুষ্ঠান ভাবা বা ব্যক্তিগত রুচির খেয়ালে ছেড়ে দেওয়া অযৌক্তিক। বস্তু-মাত্রই যখন প্রাণাত্মার সংকল্পে অভিব্যক্ত, তখন প্রতি দ্রব্যই ধর্ম্ম বা যোগ্যতাবচ্ছিন্ন-শক্তি-বিশিষ্ট। প্রত্যেক অণু পরমাণুতেই সর্বপরিণাম-সংঘটক শক্তি আছে। অণু মহৎ হোতে পারে এবং মহৎ অণু হোতে পারে। দেশ কাল অবয়ব সন্নিবেশ ও অধর্ম্ম-রূপ প্রতিবন্ধকবশতঃ শক্তির কার্য্যকরী বেগের স্ফুরণ হয় না। দৃঢ় সংকল্প প্রভাবে বাধা অপসারিত হোলেই সর্ব বস্তু হোতে সর্বপ্রকার ক্রিয়া উৎপাদিত করা যায়। ("মনসা ঋষয়ঃ প্রজা অসৃজন্ত") প্রাণাত্মার সংকল্পই ব্যক্তির সংকল্প, ব্যক্তির সংকল্পে দেশের সংকল্প, দেশের সংকল্পে বিশ্বের সংকল্প। "সংকল্পের উপাসনা করো,—সংকল্পকে দৃঢ় করো—এক করো"। সমবেত সংকল্পই ঐশী ইচ্ছাশক্তি।

পরমার্থতঃ মানুষের ভিতরকার মানুষ যিনি, তিনি সর্বশক্তির আধার শুদ্ধ চিন্ময় সত্য-শিব-সুন্দর। তাঁর সহিত বাইরের মানুষটীর একত্ব সাধনই যোগ। যৌগিক উপাসনা দ্বারা সেই অন্তর্যামী সৎপুরুষের আবির্ভাব ঘটাতে হবে বাহ্যিক মলিন আবরণ বিদীর্ণ কোরে। প্রত্যেক মানুষের তাহাই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে মনুষ্যত্ব লাভ করা যায় না।

আমাদের প্রার্থনা বিশ্ববাসীর প্রার্থনা এক হউক—"আবিঃ আবির্ম্ম এধি"। হে স্বপ্রকাশ, আমাদের দৃষ্টির নীহারাবরণ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ছিন্ন কোরে স্বীয় সত্যজ্যোতিতে আমাদের কর্ম্মে, ধ্যানে, জ্ঞানে আবির্ভূত হও! আমাদের সংকল্প এক হউক, শুভ সংকল্পে আমাদিগকে দৃঢ় করো! আমাদের চক্ষে মৈত্রীর দৃষ্টি দাও, প্রতি হৃদয়ে প্রেম দাও, আমাদিগকে সত্যে ও সাম্যে প্রতিষ্ঠিত রাখো।

"ওঁম্ দৃতে দৃংহ মা মিত্রস্য চক্ষুষা সর্বানি ভূতানি
সমীক্ষন্তাম্। মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্বানি ভূতানি
সমীক্ষে, মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে।"

ভারতবর্ষের মর্ম্মবাণী "সত্যম্ শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্"। কেবল ভারতের নয়, বিশ্বমানবের পক্ষেই এ তত্ত্ব চরম সত্য। ভারতীয় সংস্কৃতির কথা আজকাল সকলেই বলেন। যদি তাই আমাদের আদর্শ হয়, তাহলে এর মূল তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি রেখে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা এবং অনুষ্ঠানগুলিও সেই আদর্শে নিয়ন্ত্রিত করা সঙ্গত। অনুষ্ঠান স্বভাবতঃ পরম সত্যের বিরোধী, তথাপি ব্যবহারিক জগতে অনুষ্ঠান চাই, কিন্তু সে অনুষ্ঠান ব্যবস্থিত করা প্রয়োজন যথাসম্ভব সত্যের অনুকূলে এবং সহজভাবে। উপমানকে অতিরঞ্জিত কোরলে উপমেয়ই নিষ্প্রভ হোয়ে পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপে ব্যবহৃত প্রতীকই অবশেষে সত্যকে আড়াল কোরে তাঁর বেদী অধিকার কোরে বসে। এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা প্রয়োজন প্রত্যেক অনুষ্ঠানের বেলায়, বিশেষ কোরে শিক্ষায়তনে ও ধর্ম্মায়তনে।

এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত থাকা কখনই ভারতীয় আদর্শের অনুকূল নয়। রাষ্ট্রশক্তি এর সংরক্ষক

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ও প্রতিপালক মাত্র, উপদেষ্টা বা নিয়ামক হওয়ায় অবাঞ্ছিত কুফল ফলে। পরিণামে প্রকৃত স্বাধীনচিন্তক বা যোগ্য সমাজ সংস্কারক আবির্ভূত হোতে পারে না, তৈরী হয় কলের মানুষ ও যান্ত্রিক সমাজ। তাতে পেটের ক্ষুধা, ইন্দ্রিয়ের তৃষ্ণা মেটবার সুযোগ আসতে পারে কিন্তু আত্মিক উপবাস হয় অনিবার্য। অবশেষে প্রাকৃতিক নিয়মেই প্রচণ্ড ধ্বংসলীলায় ঘটে এর অত্যন্ত অবসান, তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সভ্যতার নামগন্ধও বিলুপ্ত হয় পৃথিবীর বুক থেকে। এ সত্য বহুবার প্রমাণিত হয়ে গেছে। বাহ্যিক লাভের চেয়ে আত্মিক পূর্ণতা অনেক বড় প্রাপ্তি। অন্তরের বাঁধন ততই শিথিল হবে, যন্ত্রের বাঁধনকে আমরা যতো বেশী দৃঢ় করবো। সংস্কৃতির ধারক স্বাধীন সমাজ, সেখানে সাধারণের কল্যাণ সাধারণের হাতেই ন্যস্ত থাকে। রাষ্ট্রীয় আইনের শাসনে তাকে রূপান্তরিত কোরলে সমাজের মর্ম্মস্থলে আঘাত হানা হবে, ভারতীয় সংস্কৃতির আধার চূর্ণ বিচূর্ণ হোয়ে যাবে। গত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাসেই তার ইঙ্গিত মেলে। বর্ত্তমান পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা যে ক্ষতি কোরতে পারেনি, আমরা নিজেরাই "ন্যাশন্যালিজমের" মোহে ততোধিক ক্ষতি কোরতে বসেছি।

আদর্শবাদকে চমৎকার বর্ণে চিত্রিত করলেই সার্থকতা আসে না। তাকে সাধারণের কল্যাণরূপে রূপায়িত করার সম্ভাবনা ও প্রচেষ্টা থাকা চাই আবার কেবল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শকেই চরম ভেবে গতিপথ নির্দ্ধারণ করা কল্যাণপ্রসূ হয় না। কর্ম্মচঞ্চল পাশ্চাত্যের অনুকরণে জড়কে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রাধান্য দিয়ে, কর্ম্মকে আর যন্ত্রকে মানুষের আত্মার চেয়ে উঁচু আসন দিলেও প্রবঞ্চিত হোতে হবে। এ পথ শান্তও নয় শিবও নয়। যেখানে স্বার্থসংঘাত সুনিশ্চিত যা উদ্বেগপূর্ণ অকুশল, তা কাম্য হোতে পারে না। "শান্তম্ শিবম্"ই জীবের একান্ত কামনা এবং তা হওয়া চাই "সত্যমদ্বৈতম্" অর্থাৎ শাশ্বত ও অখণ্ড। কোন কালে কোনো দেশে কোন হেতুতেই তার রূপান্তর বা ভেদ দৃষ্ট হবে না। দেশ বিশেষে বা ব্যক্তি বিশেষে সত্যের নিয়ম অর্থাৎ প্রকৃত মানবধর্ম্ম পৃথক্ পৃথক হোতে পারে না। সত্যের কোন ভৌগলিক পরিস্থিতি-বিপর্য্যয় বা দৃষ্টি-কোণের তারতম্য নাই, ব্যক্তিগত রুচি বা বিশ্বাস-সাপেক্ষতাও নাই। সত্য যদি বিশ্বজনীন না হয় তবে তা সত্যই নয়। নিয়ম বলা চলে তাকেই, যার ভিত্তি ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, দলবিশেষের খেয়ালে যা' বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত হোতে পারে না এবং যা' প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে সমান সুবিধাপ্রদ।

আধুনিক যান্ত্রিক সমাজ ও তার বিজ্ঞান দূরত্ব ঘুচিয়ে দেশ বিদেশের মানুষকে একত্র কোরছে কিন্তু এক কোরতে পারে নি। একত্রিত হওয়াই একতা নয়, আত্মিক ঐক্যই একতা। বিশ্বের মানুষের স্বার্থান্ধচিত্তে আত্মিক ঐক্য নেই বোলেই কৃত্রিম বৈজ্ঞানিক একত্রীকরণ আজ দুর্যোগের বিভীষিকায় পরিণত হোয়েছে। মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে সংযোগ ঘটেনি এবং ঘটবেও না, যতক্ষণ না প্রত্যেকে আত্মিক অখণ্ডত্ব অনুভব কোরবে। একত্ব ঘটায় প্রজ্ঞান, বিজ্ঞান নয়। প্রজ্ঞান উন্মেষের জন্য যে শিক্ষা দীক্ষার প্রয়োজন তাই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিশ্ব-মানবের আত্মার ধর্ম্ম এবং তারই বিধান আছে ভারতীয় সংস্কৃতিতে যার মুল ভিত্তি ধার্মিক-সমাজ-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা। ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বা সমাজ ব্যবস্থা ভারতীয় সংস্কৃতি নয়।

প্রশ্ন উঠেছে—"ধর্ম্মের প্রয়োজন কি—কীই বা ধর্ম্ম"? ধর্ম্ম কি তা অনেকবার বলা হোয়েছে। ধর্ম্মের প্রয়োজন কী, এর উত্তর—মানুষের মত শান্তিতে কুশলে সকলে সুখ সম্পদ ও দুঃখ দৈন্যের সম অংশভাগী হোয়ে আনন্দে বেঁচে থাকার জন্যই মানবধর্ম্ম প্রতিপালন কোরতে হবে। ঈশ্বরপ্রাপ্তি, পরকালের স্বর্গলাভ, মুক্তি বা সুখসম্পদ প্রভৃতি কোন কিছুর জন্য নয়, শুধু আপনাকে এবং সমগ্র মানবজাতিকে রক্ষা করার জন্য ধর্ম্ম চাই। যে ধ'রে রাখে অর্থাৎ সত্তাকে রক্ষা করে তাহাই ধর্ম্ম—"ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ"। যদি ভাবি ধর্ম্ম কেবল সুখই দেবে, দুঃখ আসবে না তাহলে হতাশ হোতে হবে। আমরা ধার্ম্মিক হবো প্রকৃতির অকরুণ নিষ্পেষণ হোতে জড়ত্ব হোতে প্রাণাত্মাকে মুক্ত রেখে পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ কোরতে। প্রাণাত্মক স্বরাজ্যই পরম সম্পদ। এ ধর্ম্মের পথে দুঃখও আসবে কিন্তু আমরা মহান্ ভয় হোতে পরিত্রাণ পাবো—সুরক্ষিত হবো। আজকার বাহ্যিক ও আন্তরিক পরিস্থিতি কি বাঞ্ছনীয়? কে বলবে সর্বব্যাপক্ দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব হয় নি? কী এ দুর্বুদ্ধির কারণ? সত্যধর্ম্ম শিক্ষার অভাবে নৈতিক বোধ জাগ্রত হয় নি, দুর্বুদ্ধির উদ্ভব হোয়েছে। দুর্বুদ্ধিতেই দুর্ঘটনা ঘটায়। জড়কে সর্বস্ব ভেবে জড়বাদীরা যে ভ্রান্তপথে চলেছে, ততোধিক মারাত্মক ভ্রান্ত-পথগামী তাঁরাই, যাঁরা চান ধর্ম্মকে ব্যক্তিগত বা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সম্প্রদায়গত খেয়ালের উপর ছেড়ে দিতে, যাঁরা ভাবেন "ধর্ম্ম কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা হৃদয়াবেগের বস্তু, যার যেমন বিশ্বাস বা রুচি সে ধর্ম্ম সম্বন্ধে সেই পথে চোলবে, এবং ন্যায় হোক্ অন্যায় হোক্ সেই মতকেই ধর্ম্মমত বোলে অন্য সবাই স্বীকার কোরে নেবে, অন্ততঃ সে বিষয়ে সহিষ্ণু হবে; এই হোলো ধার্ম্মিক স্বাধীনতা বা ধর্ম্মনিরপেক্ষতা"। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মের প্রয়োজন দেহ, মন ও প্রাণশক্তির সম্যক অনুশীলনের জন্যই। কেবলমাত্র ভাবাবেগের বা অন্ধবিশ্বাসের উপর যার অস্তিত্ব নির্ভর করে, কতিপয় অনুষ্ঠানসর্বস্ব এবম্বিধ ধর্ম্মমতকে হিতকরী মানব-ধর্ম্ম বলা যায় না—তা সমর্থন করাও উচিত নয়। এইরূপ স্বীকৃতির দুর্বলতাকে আশ্রয় কোরেই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি এবং তার পরিণতিতে দুঃসহ সাম্প্রদায়িক কলহের উদ্ভব হোয়েছে।

সাম্প্রদায়িক কলহের মূল কারণ কুসংস্কারজাত অনাবশ্যিক অনুষ্ঠানের বাহুল্য এবং বিভিন্নতা। প্রত্যেক ধর্ম্মমতের সব অংশই ন্যায়বিচার-সহ সত্য নয়, যদিও তার মধ্যে কিছু সত্যের বর্ণনা নিহিত আছে। আজকার প্রয়োজন হচ্ছে প্রত্যেক ধর্ম্ম-মতের সার সত্যাংশ অনুসন্ধান কোরে তার সমন্বয় সাধন করা এবং প্রতিদ্বন্দ্বী অনুষ্ঠানগুলি বর্জন করা। "এও ভালো ওও ভালো, এও হয় ওও হয়" এরূপ মীমাংসা সত্যিকারের সমন্বয় সাধন নয়।

তবে কি উপায়ে এ সমন্বয়ের পথ বা সত্যের সন্ধান মিলবে, কি হবে ধর্ম্মের মানদণ্ড? এর উত্তরে বক্তব্য—প্রত্যেক প্রচলিত বিবদমান ধর্ম্মমত হোতে তার অনাবশ্যক প্রথা, অনুষ্ঠান ও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রূপকগুলি বাদ দিলেই ধর্ম্মের সত্যরূপ ফুটে উঠবে। সত্যে সত্যে হানাহানি নেই, পার্থক্যও নেই, যতো উপদ্রব অনুষ্ঠানের পার্থক্য নিয়ে। পূর্ব ও পশ্চিম দুই বিপরীত বিন্দুর মধ্যে সন্ধি অসম্ভব, যতক্ষণ না তাদের পূর্বত্ব ও পশ্চিমত্ব বোধের বিলুপ্তি ঘটে।

সংযম ও সংহতিই অখণ্ড মানবজাতি গঠনের ভিত্তি। (জাতি অর্থে সর্বনাশা "ন্যাশন্যালিজম" ধরছি না, শান্তিকামী সংযমী বিশ্ব মানবজাতির কথা বলছি) যারা খাঁটি মানুষ হোতে পেরেছে, প্রদেশভেদে ভাষাভেদে তাদের মহান্ ঐক্য বিরাট সংহতি ব্যাহত হোতে পারে না। কুসংস্কারজাত কুশিক্ষাজাত সংকীর্ণতাই পার্থক্য ঘটায়। দেশের স্বত্ব সাব্যস্ত কোরতে গিয়ে যে লড়াই হয় তাতে মুখ্য সত্যই হারিয়ে যায়। কোনো প্রদেশ, কোনো সম্প্রদায়, কোনো রাষ্ট্র যে সমগ্রের সাথে মিলতে চায় না, নিজের চারিদিকে সাতন্ত্রের গণ্ডি রচনা করে, বিশ্ব নিয়মের অনিবার্য্য আঘাতে তার ধ্বংস অবধারিত। দেশ কাদের? কোন জাতির কোন বিজাতৃর বা কোন শাসক-সম্প্রদায়ের নয়, "সত্যমেব জয়তে"—দেশ সত্যের। সবলতা দুর্বলতার প্রশ্ন নয়, শাসক শাসিতের প্রশ্ন নয়, যাহা সত্য, যাহা কুশল, যাহা সুন্দর তাহা সকলের, সমগ্রকে নিয়েই তার পুর্ণত্ব।

চাই চিত্তের উদার উপলব্ধি। জ্ঞানের প্রসার ভিন্ন এ অনুভূতির অন্য উপায় নেই। যে তপস্যা, যে শিক্ষা, যে অনুশীলন, যে অনুষ্ঠান চিত্তে উদার উপলব্ধি প্রদান করে তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন না কোরে সীমাবদ্ধ করা বা তার অধিকার খর্ব

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করার অর্থ সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্‌কে অবজ্ঞা কোরে, কোন দলীয় নীতিকে প্রাধান্য দেওয়া এবং বিশ্বজনীন কুশল নীতিকে উপেক্ষা করা। এ পথ "সত্যম্—শান্তম্—শিবমদ্বৈতম"এর পথ নয়। সে পথ—

"সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানো
যেনাক্রন্ত্যৃষয়োহ্যপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম"।

এ জগৎ প্রাণাত্মার মায়াপরিচ্ছিন্ন প্রকাশভাব মাত্র, যথার্থ স্বরূপ নয়। তাই জাগতিক বস্তুনিচয়—চেতন অচেতন কিছুই স্ব ভাবে স্থিত নাই। বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম আপেক্ষিক স্থিতিস্থাপকত্ব (Elasticity) এই স্বধর্ম্মে স্থিত থাকার প্রবল প্রচেষ্টাই জাগতিক চাঞ্চল্য। সকলেই উদ্বিগ্ন, সবই অস্থির, সবাই ব্যস্ত, কারণ সকলেই স্বধর্ম্মচ্যুত, ধর্ম্মের বিপর্য্যয় ছাড়া চাঞ্চল্য সম্ভব নয়।

স্বাভাবিক সাম্যই সুখ বা স্বাস্থ্য, বৈষম্য—দুঃখ বা অস্বাস্থ্য। ব্যক্তিগত দেহমনের পক্ষে স্বাস্থ্য যেরূপ কাম্য ও আবশ্যক, সমষ্টিগত সমাজ-দেহমনের পক্ষেও স্বাস্থ্য সেইরূপ কাম্য ও আবশ্যক। ("রোগস্তু দোষ বৈষম্যম্ দোষ সাম্যমরোগতা") স্বাস্থ্য শব্দের অর্থ—"স্ব" ভাবে স্থিত থাকা, "স্ব" শব্দের অর্থ—প্রাণাত্মা বা অপরিচ্ছিন্ন অখণ্ডসম্বিৎ আনন্দময় ব্রহ্মভাব। যে অবস্থা দেশতঃ কালতঃ বাধিত, ভাববিপর্য্যয়ে স্বধর্ম্মচ্যুত তাই অস্বাস্থ্য বা দুঃখ। আর যে অবস্থা সর্বদা সর্বত্র অবাধিত নিরন্তর নিরতিশয় শান্ত তাই স্বাস্থ্য বা সুখ (Unconditioned and unlimited)।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আমরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে সাম্য চাই, সুখ বা স্বাস্থ্য চাই, অসাম্য বা দুঃখ চাই না। চাঞ্চল্য শান্তির লক্ষণ নয়, ব্যস্ততাদ্বারাও চাঞ্চল্য নিবারিত হোতে পারে না। অতএব স্বাস্থ্য বা সুখ চাইলে আমাদের প্রতিষ্ঠিত হতে হবে সর্বপ্রকার সাম্যে। নির্দোষ না হোলে সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। যে ভাব নির্দোষ ও সম তাহাই ব্রহ্মভাব (নির্দোষংহি সমং ব্রহ্ম)। আনন্দময় ব্রহ্মভাবে স্থিত ব্যক্তিরাই চিরশান্ত, প্রকৃত সাম্যবাদী এবং তারাই এই সাংসারিক জীবনেও জয়যুক্ত হন। ("ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ")।

রুগ্নের পক্ষে দেহ মনের চিকিৎসা প্রয়োজন। কিন্তু রোগ-নির্ণয় যোগ্য ভেষজ নির্বাচন ও সুষ্ঠুপ্রয়োগবিধি ছাড়া আরোগ্য লাভ করা সম্ভব নয়। সমগ্র বিশ্বমানব সমাজ আজ দৈহিক, মানস ও আত্মিক রোগে রুগ্ন। দারুণ ব্যাধির জ্বালায় উদ্বেগ-চঞ্চল। ভাববার কথা, কোন্ সুদক্ষ ভিষক্ কোন্ যোগ্য চিকিৎসা বিধান কোন্ সুনির্বাচিত ঔষধপথ্য ও অভ্রান্ত প্রয়োগ কৌশল এই সর্বব্যাপক সর্বনাশা ব্যাধি নিরাময় করতে পারে ? অনুসন্ধান প্রয়োজন, কোথায় মিলবে এ সমস্যার যোগ্য সমাধান ?

একমাত্র ভারতীয় ধর্ম্মবিজ্ঞানে মিলবে এ প্রশ্নের উত্তর। এ জটিল সমস্যার যোগ্য সমাধান আছে ভারতের ঋষির বাণীতে, আয়ুর্বেদে ও দার্শনিক যোগ শাস্ত্রে। যেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে একই আধারে দেহ, মন ও প্রাণের সুসমঞ্জস অনুশীলন প্রণালী। রোগীর আরোগ্য, অভাবীর স্বাচ্ছন্দ্য, চঞ্চলের স্থৈর্য্য,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তুস্থের সন্তোষ। যে শাস্ত্রের অনুশাসন দিয়েছে সমাজে সাম্য, রাষ্ট্রে ন্যায়, স্বাধিকারে স্বাধীনতা, আচরণে শৃঙ্খলা, যে তপস্যা দিয়েছে মর্ত্ত মানবকে অক্ষয় অমৃতের সন্ধান ও জীবনযাত্রায় পরিপূর্ণশান্তি, ইহকালে অভ্যুদয় পরকালে অপবর্গ। আজ বিশ্ববিজ্ঞানীদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে সেই দিকে। সন্ধান করতে হবে, মানুষকে বাঁচবার কৌশল, নিত্য নব মারণাস্ত্রের সন্ধান নয়, যদি তাঁরা যথার্থ শান্তিকামী হয়ে থাকেন।

বস্তুবিজ্ঞান অপেক্ষা আজ প্রাণাত্মবিজ্ঞান-অনুশীলনের যুগ উপস্থিত। প্রকৃতি অনিবার্য দুর্যোগের সাড়ায় জানিয়ে দিচ্ছে মানবগোষ্ঠীর অজ্ঞতা ও অক্ষমতার পরিমাপ, তবুও কি আমরা স্বীকার করবো না যে অধ্যাত্মবর্জিত বৈজ্ঞানিক দম্ভ কত নিরর্থক? প্রকৃতি প্রাণময়ী, প্রাণাত্মার স্থূলতম অভিব্যক্তি। তার অন্তরে নিহিত রয়েছে অমৃত, বাইরে লীলাচঞ্চল মৃত্রূপ। অমৃত লাভ হয় প্রাণাত্ম-বিজ্ঞানরূপ সমুদ্র মন্থনে। এ সাধনার বিকৃত আচরণে উদ্ভূত হয় মৃত্যুরূপী হলাহল। বস্তুতান্ত্রিক সাধনাই বিকৃত সাধনা, তার ফলে উদগত হোয়েছে সর্বধ্বংসী দুরাকাঙ্ক্ষার বিষ, এ বিষের জ্বালায় উন্মত্ত অপরিণামদর্শী মানুষকে রক্ষা করতে হবে মৃত্যুঞ্জয়ী নীলকণ্ঠ হ'য়ে।

এ দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত ভারতীয় যোগাচার্য্যদের। আজ এসেছে তাঁদের যোগ্যতার মহান্ পরীক্ষাকাল, যোগসিদ্ধির সত্যতা ও সার্থকতা আজ প্রমাণিত ক'রে দিতে হবে। এগিয়ে আসুন তাঁরা যোগবিজ্ঞানের শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে, বিশ্বের মানুষকে শিক্ষা দিন্ তার [illegible] কৌশল, [illegible]বান্

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হ'য়ে উঠুক, প্রাণের প্রাচুর্য্যে সজীব হ'য়ে উঠুক বিশ্বের মানুষ অধ্যাত্মবল নিয়ে। অনাবশ্যিক আবর্জনার মত রাষ্ট্র ও সমাজের পরিত্যক্ত হ'য়ে থাকা উচিত নয়। ব্যক্তিগত মুক্তি ও কুশলই সাধনার চরম সিদ্ধি নয়—সমষ্টির কল্যাণ চাই।

জ্ঞানী সন্ন্যাসীমণ্ডলি আসুন তাঁদের অমৃতময় মুক্তিবার্ত্তা নিয়ে, প্রেমিকভক্ত আসুন তার অটল শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা নিয়ে। আপনাদের আদর্শকে রূপায়িত করুন, তার সত্যতা প্রমাণিত করুন, কথায় নয়,—কার্য্যে। অজ্ঞানান্ধ বিপথগামী মানুষের মনকে বিশুদ্ধ কোরে তুলুন সত্য, প্রেম, পবিত্রতার প্লাবনে। শুধু শাস্ত্রবচন ও আদর্শের গৌরব কীর্ত্তন আজ নিস্ফল, আজ প্রয়োজন প্রত্যক্ষ সত্যের। যদি এ সত্য প্রমাণিত করার যোগ্যতা না থাকে, যদি ধার্মিকগণ বিশ্ববাসীকে ধর্ম্মের মহিমা ও আধ্যাত্মিক প্রভাব না দেখাতে পারেন, প্রাণাত্মার অনাদিত্ব দাম্ভিক বস্তুবাদীকে না বুঝাতে পারেন, তা হ'লে আর ভারতীয় ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির কথা নিয়ে আড়ম্বর কোরে লাভ নাই।

এ শঙ্কাপূর্ণ যুগ-সন্ধিক্ষণে ধর্ম্মবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। হিন্দুর ধর্ম্মকে আমরা সনাতন ধর্ম্ম বলি, যে হেতু এ ধর্ম্মের সার সত্য চিরন্তনী সর্বকালের বিশ্বমানবের জন্য, কেবল হিন্দুর জন্য নয়। আমাদের আচারে অনুষ্ঠানেও এ সত্য প্রকটিত করতে হবে যে এ ধর্ম্ম বিশ্বজনীন মানবধর্ম্ম। আমাদের তন্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রও উপেক্ষার বস্তু নয়, তার মধ্যে পাওয়া যাবে শক্তি-সাধনার পদ্ধতি, অতীতের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার ইতিহাস, জীবনযাত্রার সুসংযত প্রণালী, মানবতার আদর্শ। সেই আদর্শকে সম্মুখে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রেখে নবীনরূপে গড়ে তুলতে হবে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবন। পূরাতন পৃথিবীতে আমরা ফিরে যেতে পারি না, আবার ভয়াবহ কাল্পনিক নবীনতাকেও আমাদের অনুসরণ করা উচিত নয়। উপনিষদ যুগের আদর্শে গড়তে হবে নবীন ভারতবর্ষ—যার ভিত্তি সত্য, লক্ষ্য বিশ্বকুশল, গঠন সুন্দরতম। যে দেশের প্রত্যেক নরনারীই সত্যাশ্রয়ী। যারা লাভের লোভে উন্মত্ত হয় না, ক্ষতির ক্ষোভে ভেঙ্গে পড়ে না, যারা বহু হোয়েও একের তূল্য, একক হোলেও বহুশক্তিধর, সকলের মধ্যে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে সকলকে মিলিয়ে নিয়ে সবার সাথে সমান-ভাবে সম্পদের সুখ ও তুঃখের বেদনা ভোগ করবে হাসিমুখে। যাদের আকুতি সমান—সমিতি সমান। যারা উদার উন্মুক্ত মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হবে একই মহান পথে, জাতি বর্ণের ব্যবধান, মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, প্যাগোডার অন্তরাল যাদের মহান্ ঐক্যকে বিভক্ত কোরতে পারবে না। আমরা চাই এমন একটী মহান্ জাতির মহাদেশ।

যাঁরা রাষ্ট্রনায়ক, যাঁরা ধর্ম্মপ্রচারক, যাঁরা যোগাচার্য্য, যাঁরা শিক্ষাচার্য্য আজ তাঁদের সকলের কর্ত্তব্য বাক্যে ও ব্যবহারে এই আদর্শকে মূর্ত্ত কোরে তোলা জনসাধারণের সুমুখে।

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

"ওঁম বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানিপরাসুব যদ্ভদ্রং তন্নঃ আসুব"।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিশ্বমানবের প্রতিহৃদয়ে আজ জাগরিত হউক এই চরম প্রার্থনা—হে পরমারাধ্য বিশ্বপিতা! বিশ্বের যত অমঙ্গল যত কদর্য্যতা সব বিধৌত করো, যা সত্য ও কুশল যা কিছু সুন্দর তাহারই প্রতিষ্ঠা হউক।

মানবধর্ম্মের মৌলিক লক্ষ্যই সত্য শিব সুন্দরের প্রতিষ্ঠা। মিথ্যা, অমঙ্গল, কদর্য্যতা মানুষের কাম্য হ'তে পারে না। কাজেই "ধর্ম্মের প্রয়োজন কি"? এ প্রশ্ন অবান্তর ও অস্বাভাবিক।

প্রশ্ন—ধর্ম্মের স্বরূপ নিয়ে, আপত্তি—সাম্প্রদায়িক মত সমুহের পরস্পরবিরোধী অনুষ্ঠান ও সিদ্ধান্ত নিয়ে। উত্তর—কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানের মধ্যেই ধর্ম্ম নিহিত নাই, ঈশ্বরের উপাসনা বিধি বা সিদ্ধান্ত বাক্য নিয়ে বাদানুবাদই ধর্ম্মের স্বরূপ নয়। পরকালে কল্পিত স্বর্গলাভ বা ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভ, দেহাবসানে মোক্ষ বা মহাপরিনির্বাণ লাভ করাই ধর্ম্মের একমাত্র পরিণাম নয়। মানবের পার্থিব জীবনে শান্তি, কর্ম্মপ্রচেষ্টায় সততা ও সাফল্য, সংসারযাত্রায় সচ্ছল সাম্য, দেহে স্বাস্থ্য, চিত্তে উদার পবিত্রতা, মনে দৃঢ়তা ও সংযম, সমাজে সংহতি ও সমবায়, রাষ্ট্রে ন্যায় ও সুনিয়ন্ত্রণ, সর্ববিষয়ে সন্তুষ্টি ও সার্থকতা লাভ করতে যা কিছু করা প্রয়োজন তার সব কিছুই ধর্ম্ম। পার্থিব কর্ম্ম ও সংসারযাত্রার কর্ত্তব্য ধর্ম্মের বাইরের জিনিস নয়। যে শিক্ষা দীক্ষা মানুষকে যথার্থ মনুষ্যত্বের উচ্চতম আদর্শে উপনীত করে, বিধিবদ্ধ প্রণালীতে তার অনুসরণ করাই তপস্যা, প্রত্যেকটি মানুষের অন্তর্নিহিত প্রসুপ্ত শক্তি প্রবুদ্ধ করার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঐকান্তিক সাধনাই উপাসনা, পরমসন্তুষ্টি নিরতিশয় সুখপ্রাপ্তিই ঈশ্বরলাভ বা মুক্তি। ইহজীবনেই ধার্ম্মিক ব্যক্তি এ সব পরম সম্পদের অধিকারী হ'তে পারে, পরকালের প্রতীক্ষায় ব'সে থাকতে হয় না।

যে সভ্যতা সংস্কৃতি মানবজাতির কাম্য সে সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠে একটা নির্দ্ধারিত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। তাকেই বলে সামাজিক নীতি এবং এইখানেই সমাজের দায়িত্ব। জনসাধারণকে নিয়মানুবর্ত্তী পথে পরিচালিত করার জন্য চাই রাষ্ট্রীয় সুশাসন। সমাজের কর্ত্তব্যকে সামাজিকধর্ম্ম, রাষ্টের কর্ত্তব্যকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম বলে। সামাজিক ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রের ধর্ম্ম সমন্বয়ে গঠিত হয় জাতির ধর্ম্ম। কিন্তু জাতির ধর্ম্ম অপেক্ষাও মানবধর্ম্ম অনেক বড়। মানবধর্ম্মের শাশ্বতনীতি উপেক্ষা ক'রে যে সমাজ বা রাষ্ট্র বা জাতির ধর্ম্ম গড়ে ওঠে তা ধর্ম্ম নয় অধর্ম্ম। তার ফলে আসে অধঃপতন ও ধ্বংস।

ব্যক্তি সমষ্টিই সমাজ ও জাতি। ব্যক্তির সাধনা মানবোচিত সত্য হলেই সমাজ দৃঢ় হয়, ব্যক্তি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হলেই জাতি ও সমাজ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হয়, ব্যক্তি স্বার্থত্যাগী হলেই সর্বত্র সাম্যের প্রতিষ্ঠা হয়। সভ্যতার মেরুদণ্ড নৈতিকতা, সমাজনায়ক ও শাসকগোষ্ঠীর চরিত্রের আদর্শ পবিত্র না হলে অনুশাসনেও ন্যায় ও দৃঢ়তা থাকে না, রাষ্ট্রে ও সমাজে প্রবেশ করে উচ্ছৃঙ্খল দুর্নীতি।

ধর্ম্মই সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি। ধর্ম্মাচরণ দ্বারাই ব্যষ্টি ও সমষ্টিশক্তি কেন্দ্রীভূত হয়। কেন্দ্র শক্তিহীন হোলে পরিবেশের স্বার্থসংঘাত নিয়ন্ত্রিত করা অসম্ভব হয়, চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পড়ে স্বৈরাচার। রাষ্ট্রশক্তির অস্ত্র, কারাগার ও আইনকানুন মানবচিত্তের বিভৎসতাকে সংযত করতে পারে না যদি জনসাধারণ ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়। ধর্ম্মই একমাত্র রক্ষক ও নিয়ন্তা। ধর্ম্মই মানবচিত্তকে সংযত করে, আচরণে শৃঙ্খলা আনে। উচ্ছৃঙ্খল জনতা দ্বারা ধ্বংস ঘটান যায় কিন্তু গঠন সম্ভব হয় না। ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের আচরিত আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম রাষ্ট্রের ধর্ম্ম হতে পারে না কারণ সে বিধান সম্প্রদায় বা ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্যই সতর্ক থাকে, রাষ্ট্রকে রক্ষা করে না। কিন্তু মানবধর্ম্ম সমগ্র মানবজাতিকেই রক্ষা করে। অতএব রাষ্ট্র কখনই ধর্ম্মনিরপেক্ষ হওয়া উচিত নয়।

কোন ধর্ম্ম সে—সেটী ধর্ম্মের কোনরূপ? যা জনসাধারণ অর্থাৎ রাষ্ট্রসমাজ বা জাতি সারা বিশ্বের মানুষ সমভাবে গ্রহণ করতে পারে? যার প্রতিটি অনুষ্ঠানে প্রত্যেক ব্যক্তি সমভাবে অধিকারী? যা অভ্যাস করা সকলের পক্ষেই সহজসাধ্য? ভারতীয় ঔপনিষদিক ধর্ম্ম সে। এ ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য নির্দ্দোষ সাম্যের প্রতিষ্ঠা ও বহু বৈচিত্রের মধ্যে অখণ্ড ঐক্য উপলব্ধি। এ ধর্ম্ম শিক্ষা দেয় বিশ্বমৈত্রী, সর্বজীবে প্রেম, এ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান অনবেদ্য ও দেশকাল পাত্রে সীমাবদ্ধ নয়, এবং এর সাধনা প্রত্যক্ষ অনুভূতি নিয়ে, অভ্যাস সহজসাধ্য এবং সর্বজনীন। সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে ব্যাপকভাবে এ প্রণালী শিক্ষা দেওয়া চলে, বর্ত্তমান অর্থ নৈতিক জটিল সমস্যা, অন্নবস্ত্রের অভাব প্রভৃতি দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্যে এ সাধনের অবসর মেলে। সাম্প্রদায়িক মতানুকূল ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যার যাই থাকুক না, যৌগিক অভ্যাসের পক্ষে সে ধারণা প্রতিবন্ধক হয় না। কিন্তু বাহ্যিক অনুষ্ঠানগুলি অবশ্যই সংযত ও সংশোধিত করা প্রয়োজন; অনাবশ্যিক দ্বন্দ্বজনক অনুষ্ঠান বর্জনই করতে হয়।

শ্রেয় ও প্রেয় সাধনের সমন্বয়ই মানবধর্ম্ম। আমরা এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট উপদেশ পেতে পারি ভগবৎ গীতা হ'তে, যদি সাম্প্রদায়িক-সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি নিয়ে যথার্থ সত্যজ্ঞান আহরণ করতে চেষ্টা করি। কিন্তু—("অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ স সন্ন্যাসী চ যোগীচ") যিনি কর্ম্মফলের অপেক্ষা না ক'রে কর্ত্তব্যজ্ঞানে বিহিত কর্ম্ম করেন তিনিই সন্ন্যাসী তিনিই যোগী। আমাদের প্রত্যেকটি কর্ম্ম আত্মসংস্থ চিত্তে করতে হবে। কর্ম্মের এই কৌশল আরত্ত করাই যোগ। আমাদের যোগী হ'তে হবে যেহেতু "তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী-জ্ঞানিভ্যোঽপিমতোঽধিকো কর্ম্মিভ্যোশ্চাধিকো যোগী তস্মাৎ যোগী ভবার্জ্জুন"। আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে যেন এ উপদেশ বিস্মৃত না হই।

প্রাকৃতিক গুণত্রয়ের বৈষম্যে মানুষ পেয়েছে বিচিত্র ভেদ-বুদ্ধি। এই ভেদবুদ্ধি দূরীভূত না হোলে সমাজে প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বড়র মধ্যে আছে শাসন ও শোষণ দ্বারা আরও বড় হওয়ার তৃষ্ণা, ছোটর মধ্যে আছে হিংসা ও লুণ্ঠনের নেশা, যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আজকে রূপায়িত হয়েছে বিপ্লবে। এঁরা ভাবছেন বড় ও ছোটর কলহ যে ঐশ্বর্য্যের ভোগ নিয়ে, তাকে ভেঙে সমানভাবে টুকরো ক'রে সকলের মধ্যে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
বিলি ক'রে দেওয়াই সাম্যের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এ বাইরের সাম্য তাদের দৈহিক ক্ষুধা মেটাতে পারলেও অন্তরে সাম্য আনতে পারবে না, যেহেতু এ পন্থা স্পর্দ্ধিত—এ প্রণালী নিষ্ঠুর ও হিংস্র। এ আদর্শ সত্য ও ধর্ম্মকে আবশ্যিক মনে করে না। এ পরিচালকদল স্বপক্ষ সমর্থনে প্রাণহীন যন্ত্রের মত অপরের প্রতি দৃষ্টিহীন।

নিছক রাষ্ট্রপ্রীতি পাশ্চাত্যকে অন্ধগৌরবে গৌরবান্বিত করেছে—আসুরিক প্রবাহে প্রতাপান্বিত করেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেও মানবধর্ম্মের বিধান লঙ্ঘন কোরে বারবার আহত হয়েছে। শেষ আঘাতে এ স্পর্দ্ধা চূর্ণ হবেই। ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল ছিল না বলেই সহস্র আঘাতেও এর বৈশিষ্ট অটুট আছে, আজ তার শক্তি দুর্বল হোলেও পুনরুত্থানের আশা আছে। সমাজ ও সংস্কৃতির সেবার জন্যই রাষ্ট্র—রাষ্ট্র এর রক্ষক। অতএব রাষ্ট্রকে চলতে হবে সমাজ ধর্ম্মের অনুকূলে, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি হবে মানব-ধর্ম্মাশ্রয়ী। আমরা যদি এই সত্য অস্বীকার ক'রে পরানুকরণে প্রবৃত্ত হই তাহলে আমরাও ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলবো।

আজ সারা বিশ্বে যে আসুরিক জিঘাংসা বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে পরস্পরের দিকে থাবা উদ্যত ক'রে আছে, যদি আমরা সেই নির্ম্মম আক্রমণ হ'তে রক্ষা পেতে চাই, তাহলে আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির বৈশিষ্টকে পুনর্জীবিত করে তুলতে হবে, ভারতের ঋষিপ্রবর্ত্তিত মানবধর্ম্মাচারের পদ্ধতিতে সংহতি, সংযম ও সমবায় গঠন করে। এ ছাড়া আত্মরক্ষার অন্য উপায় নাই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar
GURUKUL KANGRI LIBRARY

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অভ্যাস যোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্। (গীতা)

অভ্যাস যোগযুক্ত অনন্যগামী চিত্তে পরম পুরুষকে চিন্তা করলে সেই পরম পুরুষের শ্রেষ্ঠভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই এই সিদ্ধান্তে একমত। কিন্তু এই পরম পুরুষ কে? কি তার ভাব, সে ভাবপ্রাপ্তির প্রয়োজনই বা কি? এবং পাওয়ার প্রয়োজন থাকলে তার প্রকৃষ্ট পথ কি—অর্থাৎ কি প্রকারে অভ্যাস যোগযুক্ত হওয়া যায়? এই প্রশ্নই মানবের মর্ম্মান্তিক জিজ্ঞাসা। এর সমাধান সুস্পষ্ট না হোলে ধর্ম্মের জন্য প্রয়োজন বোধ জাগ্রত হয় না। প্রয়োজন বোধ একান্ত না হ'লে কেউ সাধনপথে অগ্রসর হয় না। জীবিকার জন্য অর্থ প্রয়োজন, এ বোধ মনুষ্যমাত্রেরই আছে, তাই বিনা উপদেশেই প্রত্যেকে অর্থের সাধনা ক'রে থাকে। পরমার্থের অর্থাৎ ধর্ম্মের এরূপ অনিবার্য প্রয়োজন আছে কি না? আজ এরূপ সন্দেহ ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত উদার উন্মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করার সময় হয়েছে।

কে সে পরম পুরুষ এবং কি তার স্বভাব? শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত—"কবিং পুরানমনুশাসিতারমণোরণীয়াং সমনুস্মরেৎ যঃ। সর্ব্বস্যধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"। সে পরম পুরুষ প্রকৃতির (জড়ের) অতীত, সর্বভাব প্রকাশক, সর্ব-শক্তিময় অন্তর্যামী অথচ অনাদি নিয়ন্তা, অণু হতেও সুক্ষ্ম, মহৎ হ'তেও মহীয়ান, কার্য্য কারণ বিচারবুদ্ধিদ্বারা অনির্দেশ্য, শুদ্ধ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জ্যোতির্ম্ময় সর্ব্বস্রষ্টা। তাঁকে যে চিন্তা করে সে তাঁকে পায়। আমরা জানি এবং মানি, যে কোন কিছু পেতে হলেই শক্তি থাকা আবশ্যক, কাজেই সর্বশক্তির কেন্দ্রস্বরূপ সেই পরম পুরুষকে পাওয়া প্রয়োজন, যেহেতু তাঁকে পেলেই সর্বকার্য্য সিদ্ধির অনুকূল শক্তি আয়ত্ত হয় এবং তার ফলে বাঞ্ছিত ফল সব কিছুই পাওয়ার প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।

কোথায় সে পরম পুরুষের অবস্থিতি ? "দেহে দেহধৃতাং বর"। দেহধারীগণের এই শরীরেই তাঁর অবস্থিতি। তিনি সকলের হৃদয়ে ঈশ্বররূপে বিরাজমান আছেন। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি"। যদিও তিনি ভিতরে বাইরে সর্বত্রই সর্বব্যাপক, কেবলমাত্র হৃদয়ে নয়, (বহিরন্তশ্চ ভূতানাং দূরস্থং চান্তিকেচতৎ") তথাপি সাধকের ব্যক্তিগত অনুধ্যানস্থান তার নিজের হৃদয়।

কি সে হৃদয় ? "কতম্ আত্মা"—আত্মা কে ? এই প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে শ্রুতি বলেন—যো অয়ম্ বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদি অন্তর্জ্যোতি পুরুষঃ"—যিনি চিন্ময় অন্তর্জ্যোতি পুরুষ প্রাণের মধ্যে হৃদয়ে বিরাজিত। "স বা এষ আত্মা-হৃদি। তস্য এতদেব নিরুক্তম্। হৃদি অয়মিতি, তস্মাৎ হৃদয়ম্"। "সেই আত্মাই হৃদয়স্থ। তাহার নিরুক্ত (Etymology) এইরূপ। হৃদয়ে তিনি এই জন্যই তাঁহার অবস্থিতি কেন্দ্রকে হৃদয় বলে। গীতায় কথিত হয়েছে—হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্"। সকল দেশের সকল জাতির প্রত্যেক মানবের দেহস্থ যে কেন্দ্রে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রাণাত্মারূপে বিরাজিত, তাহাই হৃদয়। "তামেব শরণম্

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত"। সর্ব্বতোভাবে তাঁর শরণাপন্ন হওয়া, কর্ত্তব্য কর্ম্মত্যাগ করে নয়, সকল কালে সকল কাজের মধ্যেই তিনি অনুস্মৃত, এই জ্ঞান নিয়ে প্রতিটী কর্ত্তব্য সম্পাদন করতে হবে—("মামনুস্মর যুধ্যচ") তিনি সকলেরই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, কাজেই সকল সাধককে নিজ নিজ হৃদয়ে তাঁর অনুসন্ধান করতে হবে ("সর্ব্বস্যচাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ")।

কোথায় সে হৃদয়? মানবদেহের কোন অংশে অবস্থিত সে ভগবৎ অধিষ্ঠান বা প্রাণাত্মার শক্তিকেন্দ্র—"অথ যদিদম্ অস্মিন ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরো অস্মিন অন্তর আকাশঃ তস্মিন্ যদন্ত, তৎ অন্বেষ্টব্যং, তৎ বিজিজ্ঞাসিতব্যম্," (ছান্দোগ্য)—এই ব্রহ্মপুরে অর্থাৎ মানবদেহের স্নায়ুকেন্দ্র মস্তিষ্কমধ্যে ক্ষুদ্র পদ্মাকৃতি এক গুহা (গৃহ) আছে, তাহার মধ্যে ক্ষুদ্রতর অন্তরাকাশ (শূন্যস্থান) বিরাজিত। তাহার কেন্দ্রে যাহা অবস্থিত তাহারই অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। শ্রুতিকথিত এই দহরাকাশই হৃদয়। বেদান্তদর্শনেও এ উপদেশ স্পষ্টভাবে কথিত হয়েছে "দহর "উত্তরেভ্য"। "অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি" এই সূত্রদ্বয়ে। মানবদেহের কোথায় হৃদয় অবস্থিত এবং হৃদিস্থ শক্তিকেন্দ্রই যে অন্তর্যামী তাহা জানা গেল।

কিন্তু সে অন্তর্যামী শক্তিকেন্দ্রের স্বরূপ কি? শ্রুতি বলেন—"এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরোবিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘিৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ"। ইহাই প্রাণাত্মা, পাপহীন, জরাহীন, মৃত্যুহীন, তৃষ্ণাহীন, সত্যসংকল্প, সত্যকাম, পরমশক্তি ঈশ্বরাখ্য পরম পুরুষ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরের সন্ধানে কি লাভ ? কি পাওয়া যাবে সেখানে ? শ্রুতির সিদ্ধান্ত—"যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চানাস্তি সর্ব্বংহতম্ তদস্মিন সমাহিত"। যাহা কিছু প্রত্যক্ষভাবে আছে আর যাহা অপ্রত্যক্ষ বলে নাস্তি অনুমিত হচ্ছে তার সকলই সেখানে আছে অর্থাৎ সেই শক্তিকে পেলে সকল চাওয়া পাওয়া পূর্ণ হয়। যে যে-ভাবে এই প্রাণাত্মার উপাসনা করে, তাহার নিকট ইনি সেইভাবে প্রকাশিত হন। সাধক যেরূপ ইচ্ছা করেন তাহাই প্রাপ্ত হন। "তং যথা যথা উপাসতে তদেব ভবতি"। ইহাই সম্প্রসাদ। মুক্ত ও ঐশ্বর্য্যময় উভয়রূপেই তিনি অবস্থান করতে পারেন। তিনিই স্বরাট হন, তাহার সর্বলোকে সর্বকালে ইচ্ছাগতি হয়। তিনি সিদ্ধসংকল্প হন, সকল দেবতারা তাঁহার জন্য তাঁর অভিপ্রেত বলি আহরণ করেন। "আপ্নোতি স্বরাজ্যম্······সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি······সর্ব্বেহস্মৈ দেবা বলিমাহরন্তি" তিনি কায়ব্যূহ রচনা করতে পারেন এবং অপর দেহে অনুপ্রবেশ করতে পারেন। অর্থাৎ মুক্তপুরুষ সমগ্র বিষয়ে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হন ; কেবলমাত্র জগতের সৃষ্টিস্থিতি লয় কর্ত্তৃত্ব থাকে না ("জগৎ ব্যাপার বর্জম্—ব্রহ্মসূত্র")। গীতায় বলা হয়েছে যে লভ্যবস্তুকে পেলে তাহার অধিক কিছু কামনার বস্তু থাকে না, যে অবস্থায় স্থিত হ'লে গুরুতর দুঃখেও কেহ বিচলিত হয় না, যাহা মানবের চিরকাম্য অত্যন্ত সুখ, হৃদয়স্থ মুখ্য প্রাণাত্মার সন্ধানে সেই অমৃতই লাভ হয়। "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সর্ব্বভূতাশয়স্থিত এই প্রাণাত্মাই মানুষের শ্রেষ্ঠতম চিন্মাত্র বা ঈশ্বর। অতএব মানুষের কাম্য—ঐশ্বর্য বা মুক্তি যাহাই হউক না, তাহার কর্ত্তব্য হবে ব্যক্তিগত অহং বা চিদাভাসকে (Lower self) চিন্মাত্রের (Higher self) সহিত একীভূত করা বা নিমজ্জিত করা। ইহাই মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র পথ বা প্রকৃত মানবধর্ম্ম। এই সাধনার নামান্তর অভ্যাসযোগ। এ পথের যাত্রী হবার যোগ্য বিশ্বের প্রত্যেকটি মানুষ; এ ধর্ম্ম বিশ্বজনীন, সর্বত্র একরূপ, ইহার মধ্যে ভেদাভেদ জাতিভেদের সাম্প্রদায়িক সমস্যা নাই। সাংসারিক সুখ অর্থাৎ জীবনযাত্রার উপযোগী সম্পদ্, স্বাস্থ্য ও সুবিধা সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের সমভাবে উপভোগ্য হওয়া চাই। এই অবস্থা ও মনোবৃত্তি সৃষ্টি করার জন্য যে স্নায়ুযুদ্ধ ও শস্ত্রযুদ্ধ চল্‌ছে তার কোন আবশ্যক থাকবে না যদি জনসাধারণকে শিক্ষায়তনের মাধ্যমে বা প্রচারের সাহায্যে এই সর্বজনীন অভ্যাসযোগ শিক্ষা দেওয়া যায়।

সাংখ্য প্রভৃতি শ্রেয়ঃ বাদী দার্শনিক পূর্ব্বমীমাংসা প্রভৃতি প্রেয়ঃ বাদী দার্শনিক প্রদর্শিত ঐকদেশিক সাধনপ্রণালী জনসাধারণের জীবনে ব্যর্থ ব'লে প্রমাণিত হওয়ার পর শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উভয়ের সমন্বয় প্রদর্শকরূপে আবির্ভূত হলো ভগবৎগীতা। উপনিষদ্ সমূহ মন্থন ক'রে আর্ষ সাধন পদ্ধতির পুনঃ প্রবর্ত্তন ঘটালেন এই শ্রেষ্ঠতম অপূর্ব্ব শাস্ত্র সাহিত্য। দার্শনিক সাধনপদ্ধতি ও আর্ষ সাধন পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য মর্ম্মান্তিক, যদিও উভয় সাধনপথই দুঃখ দূরীকরণ প্রচেষ্টায় জন্মলাভ করেছে। দর্শনের পথ আরম্ভ হয়েছে দুঃখনিবৃত্তির প্রচেষ্টা নিয়ে, সমাপ্ত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হয়েছে দুঃখের নিবৃত্তিতে। উদ্দেশ্য—জীবন-বেদ দুঃখহীন করা, জীবনধারা হ'তে দুঃখের হেতুগুলি বিয়োগ করে, কিছুর সহিত যুক্ত হয়ে নয়। কাজেই দার্শনিকের সাধনপথে ঈশ্বর উপেক্ষিত বা গৌণ। আর্যসাধন প্রণালী সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বর-কেন্দ্রীক। গীতাশাস্ত্রে তার বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। এ সাধনপথেরও প্রারম্ভ দুঃখবাদে, কিন্তু সমাপ্তি অমৃতলাভে, যার নামান্তর সচ্চিদানন্দ-পুরুষোত্তম। প্রণালী—শ্রবণ মনন্ নিদিধ্যাসন। দর্শন প্রদর্শিত বিয়োগের প্রচেষ্টা কষ্টসাধ্য। সাধারণের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। কাজেই যুক্ত হ'তে হবে, মলিন লৌহসদৃশ জৈব পুরুষকে স্পর্শ-মণিস্বরূপ বিমল পুরুষোত্তমের সাথে। সেই স্পর্শেই লৌহ স্বর্ণ হ'য়ে যাবে। ব্রহ্ম সংসর্গই অত্যন্তসুখ বা পরম পুরুষার্থ। এই পথেই Lower self, Higher selfএ রূপান্তরিত হ'তে পারে। অন্য প্রচেষ্টা নিরর্থক। এই সাধনাই উপনিষদ কথিত নিদি-ধ্যাসন বা অভ্যাসযোগ। গীতায় পুনঃ পূনঃ সাধককে যোগী হতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে নয়—যোগস্থ হয়ে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন ক'রে। কি কোরে যোগী হতে হয়, তার প্রণালীও সে শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে। সত্যায়তন প্রবর্ত্তিত সাধনপন্থায় এই পথই প্রদর্শিত হয়েছে সকলের পক্ষেই সহজ গম্য উপায়ে। সুখৈশ্বর্য্যকামী, শান্তিকামী, মুমুক্ষু অর্থাৎ আর্ত্ত, অর্থার্থী ও জিজ্ঞাসু যার সংকল্প যাহাই হউক্ প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের কর্ত্তব্য গীতায় প্রদর্শিত অভ্যাস-যোগ-মার্গ অবলম্বন করা। জনশিক্ষাদীক্ষার প্রণালী এই বিজ্ঞানসম্মত আর্ষ পদ্ধতিতে প্রবর্ত্তিত হ'লে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত হবে,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জন-সাধারণের পার্থিব জীবন ও নৈতিক জীবন সত্য সুন্দর ও কল্যাণময় হবে।

আমাদের এই শুভেচ্ছা সার্থক হউক্। এই প্রার্থনা নিয়ে হিরণ্ময়কোষে অভিব্যক্ত পুরুষোত্তমকে প্রণতি জানাই।—

"ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যম্
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেবচাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তি প্রসৃত পুরাণী" ॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय,
हरिद्वार

पुस्तक लौटाने की तिथि अन्त में अङ्कित है । इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर दस नये पैसे प्रति पुस्तक अतिरिक्त दिनों का अर्थदण्ड आप को लगाया जायेगा ।

५०००.११.१४ ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुस्तकालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय,
हरिद्वार ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar